ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী

মীন-চেতন

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ সম্পাদিত

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২২

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

সন ১৩২২ (পঞ্চম বর্ষ)

আজীবন সভ্যগণ

মহারাজ সার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ (মালদহ)
" মহেন্দ্রলাল রায় বি এল্ (ঢাকা)
রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (মুক্তাগাছা)
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (ধানকোরা)
" কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াপাড়া)
" চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল (ঢাকা) ।
" ভাগবৎপ্রসন্ন শঙ্খনিধি (ঢাকা) ।
" দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
" জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াপাড়া)
" সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী (কৃষ্ণপুর)
" সারদাচরণ ঘোষ এম্ এ, বি এল (ময়মনসিং)
মিঃ জে, এন্, রায় বার-এট-ল (কলিকাতা)
(ভাওয়ালের পরলোকগত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ও পরিষদের আজীবন সভ্য ছিলেন) ।

কর্ম্মাধ্যক্ষগণ—

সভাপতি

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যারিষ্টার-এট-ল।

সহঃ সভাপতিগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী, এম্ এ, বিদ্যাম্বুধি।
" " ভূপতিনাথ দাস এম্ এ, বি এস্ সি রায়বাহাদুর।
" " দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম এ।
" শশাঙ্কমোহন ঘোষ বি, এল রায়বাহাদুর
" অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

সম্পাদক

" উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম্ এ, বি, এল্ ।

সহঃ সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি আর্ এস্, পি এইচ্ ডি, এফ্ সি এস্
" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।
" যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।
" মন্মথনাথ মজুমদার।

"প্রতিভা" পত্রিকার সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, এম্ এ. বি এল্ ।

সহকারী সম্পাদক—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল্।

কোষাধ্যক্ষ

" কামিনীকুমার সেন এম্ এ বি, এল

হিসাব পরীক্ষকগণ

" শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত, বি এল ।
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এল্ ।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী

১। ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

মূল্য ৩৷৷০, সভ্য পক্ষে ৩৲

২। পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ৷৷০

৩। ময়নামতীর গান

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম,এ, ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত

মূল্য ৷৷০, সভ্যের পক্ষে ।০

৪। মীন-চেতন

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ সম্পাদিত

৫। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক ১ম খণ্ড

শ্রীগোপীনাথ দত্ত সংগৃহীত

প্রকাশিত হইয়াছে

৬। ভাটিয়াল গান ২য় খণ্ড

শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দী সংগৃহীত

প্রকাশিত হইতেছে

৭। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রণীত

প্রকাশিত হইতেছে

আরও প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইবে

ঢাকা, বনগ্রাম রোড, সন্তোষ প্রেসে প্রিণ্টার শ্রীমদনমোহন দে সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

"মীন-চেতন" গ্রন্থের ভূমিকা

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ইংরেজী ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা জেলায় প্রত্নানুসন্ধানে প্রেরিত হইয়া তিনটি মূল্যবান্ জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। প্রথমটী ভারেল্লা হইতে সংগৃহীত শ্রীমল্লয়হ চন্দ্র দেবের রাজ্যকালে শ্রীকুসুম দেবের পুত্র ভাবুদেব কর্ত্তৃক পুষ্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ নটেশ শিবমূর্ত্তির লিপিযুক্ত নিম্নাংশ,—তাহা বর্ত্তমানে পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়টী কবি ভবানীদাস বিরচিত ময়নামতীর পুঁথি, তাহা আমার এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়ের সম্পাদনে ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়টিই বর্ত্তমান গ্রন্থ মীনচেতন, বহুদিনের পরিশ্রমের পর ইহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। কুমিল্লা ভ্রমণে বন্ধুবর বৈকুণ্ঠবাবু আমার সঙ্গী ছিলেন। একদিন তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে ভারেল্লার অদূরবর্ত্তী তালতলা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অগ্নি কুমার দে নামক এক কায়স্থ ভদ্র লোকের বাড়ীতে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে। সেইদিন মামুদপুর নামক এক গ্রামে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া সেই স্থানেই রাত্রি বাস পূর্ব্বক পরদিন ভোরে অগ্নি কুমার দের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমি ও বৈকুণ্ঠ বাবু প্রায় সম্পূর্ণ একদিন প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া কেবল মাত্র এই মীনচেতন নামক পুঁথিখানি অগ্নি কুমার বাবুর অনুমতি লইয়া ঢাকা-সাহিত্য পরিষদের জন্য লইয়া আসিলাম।

পুঁথি আবিষ্কার কাহিনী

পুঁথিখানা যখন পাইয়াছিলাম তখন ইহা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গই ছিল। জীর্ণ প্রথম পাতাখানার উপরে গ্রন্থের নাম লিখা ছিল 'মীনচেতন' এবং মাঙ্গলিক চিহ্নের পরে 'অথ মীনচেতন লিখ্যতে' বলিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই আমি কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় যাই এবং পুঁথিখানা আমার সঙ্গে যায়। ইহার পরে যখনই যেখানে গিয়াছি, পুঁথিখানা সঙ্গে লইয়াছি, এই আশায় যে অবসর মত পাঠোদ্ধার করিব। অনেক সময় পাঠোদ্ধার করিতে বসিয়াছিও কিন্তু সম্যক্ অবসর ভাবে এবং তখন ময়নামতীর গানের সম্পাদনে নিযুক্ত থাকায় মীন চেতনের পাঠোদ্ধার আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশেষে আমার প্রিয় সুহৃৎ বালুরঘাট বাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র গতি রায় মহাশয়ের পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ টুকু সোৎসাহে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার এক বন্ধুর সহযোগে মীনচেতনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়। সম্পাদন করিবার সময় আমি ফিরিয়া সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মূল পুঁথির সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছি এবং এই কার্য্যে প্রাচীন পুঁথি পাঠে অভ্যস্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ও পাঠোদ্ধার কাহিনী

পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হইলে সম্পাদন ও ব্যাখ্যা কার্য্য সম্পূর্ণ আমারই করিতে হইয়াছে। মীনচেতনের শেষাংশে যোগতত্ত্ব বিষয়ক দুর্ব্বোধ্য উপদেশাবলি গ্রথিত থাকায় ব্যাখ্যা কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই, এবং স্থানে স্থানে রচনার কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই সকল স্থানে ব্যাখ্যার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অবিকল মূলানুগত পাঠোদ্ধারের দিকেই সম্পূর্ণ চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছি। যোগতত্ত্ব এবং সাঙ্কেতিক ভাষাভিজ্ঞ সুধীজনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পুঁথির অবশিষ্ট স্থানেও পাঠ সম্পূর্ণ মূলানুগত করিতেই চেষ্টা করিয়াছি কেবল প্রথম আট পৃষ্ঠায় শব্দের বর্ণবিন্যাস একটু মার্জ্জিত করা হইয়াছিল। এই পুঁথির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইলে তখন এই ত্রুটী টুকু সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায়ই উক্ত হইয়াছে যে মীনচেতন নাথ-পন্থের একখানা প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। বস্তুতঃ

নাথ উপাধিধারী যুগী জাতীয় লোক সমূহের চেষ্টায় ও যত্নেই নাথমার্গের প্রবর্ত্তক মৎস্যেন্দ্র নাথ বা মীন-নাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কালুফা ইত্যাদি মহাপুরুষগণের স্মৃতি নানা অলৌকিক কাহিনী বিজড়িত হইয়া গাথা ও কাব্যাকারে এখনও দেশ মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। মীনচেতন ও ময়নামতীর গান উক্তরূপ গাথা বা কাব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন এক সময় ছিল যখন আধুনিক কবি বা যাত্রার পালার ন্যায় এগুলি গ্রামে গ্রামে গীত হইত এবং জন সাধারণ এই সকল কাব্য হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিয়া ধন্য হইত। মীনচেতন এখনও কোথায়ও গীত হয় কিনা অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু ময়নামতীর গান রঙ্গপুর জেলায় পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব, মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে এখনও প্রত্যেক বৎসর গীত হইয়া থাকে। যুগী জাতীয় জনসমূহই সাধারণতঃ এই গাথার গায়ক বলিয়া সাধারণ্যে ইহা যুগীযাত্রা বলিয়া পরিচিত। গম্ভীরার উৎসবের ন্যায় যুগীযাত্রাও রঙ্গপুর জেলার এক প্রধান বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব এবং শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ময়নামতীর গানের এক এক সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও যুগী জাতীয় গায়কদের মুখের আবৃত্তি শুনিয়াই। এই সকল প্রমাণ হইতেই বুঝা যাইবে যে মীনচেতন এবং ময়নামতীর গান ইত্যাদি নাথপন্থের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই সকল কাব্য ও গাথা বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগী সম্প্রদায়েরই সাহিত্য ও ধর্ম্মপুস্তক।

নাথপন্থ ও মীনচেতন

বস্তুতঃ মীনচেতন ও ময়নামতীর গান আলোচনা করিয়া এগুলি যে একটি বৃহৎ পালা বা মহাকাব্যেরই শাখাবিশেষ, আমার ক্রমশঃই এই ধারণা জন্মিতেছে। ইহাদের মূল ঘটনা চারিসিদ্ধার দুর্গাদেবীর নিকট শাপপ্রাপ্তি এবং তাহারই ফলে তাহাদের নানা দুর্গতি এবং বিস্তর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে পুনঃ সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি। সিদ্ধাগণের সিদ্ধিবল পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ভবানী এক দিন সিদ্ধাগণকে এক নিমন্ত্রণে আহ্বান করিবার জন্য শঙ্করকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সিদ্ধাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং পরিবেশনরতা ভবানীর রূপ দর্শনে এক গোরক্ষনাথ ভিন্ন সকলেই কামমোহিত হন। ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানী সিদ্ধগণকে অভিশপ্ত করেন। ভবানীর অভিশাপে মীননাথ কদলীপাটনে সিদ্ধি হারাইয়া রমণীর মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। হাড়িফা মেহারকুলে গিয়া হাড়িকর্ম্ম করিয়া অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে থাকেন। মীননাথ এবং হাড়িফা ব্যতীত কালুফা এবং গাবুরসিদ্ধাও ভবানীর নিকট অভিশপ্ত হন, কেবল গোরক্ষনাথ মাতৃভাবে ভবানীকে দর্শন ও চিন্তা করিয়া একা এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাড়িফার মেহারকুল বাস লইয়াই ময়নামতীর গাথাগুলি রচিত হইয়াছে, এবং মীননাথের কদলীপাটনে রমণীর মোহে সিদ্ধিবিসর্জ্জন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার কাহিনীই মীনচেতনের বর্ণিতব্য বিষয়। কালুফা এবং গাবুর সিদ্ধার পতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী লইয়া বোধ হয় এই পালা সম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু এই দুই অংশ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মীননাথ ও হাড়িফার কাহিনীর জনপ্রিয়তায় অপর দুই জন সিদ্ধার কাহিনী অনেকটা অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; তাই এগুলির লুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। যদি লুপ্ত হইয়া না গিয়া থাকে তবে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানকারীগণ এই দুই কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই পালার সমস্ত অঙ্গের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবেন, আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি।

ময়নামতীর গান ও মীনচেতন একই বৃহৎপালার বিভিন্ন অংশ

ময়নামতীর গাথাগুলির বিভিন্ন সংস্করণে, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (বিশ্বকোষ ১৮শ ভাগ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা) এবং মীনচেতনে এই দুর্গাদেবীর অভিশাপের বিষয় প্রায় একই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভবানী দাসের ময়নামতীর পুঁথিতে ময়নামতী যেখানে পুত্র গোপীচাঁদকে হাড়িফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিতেছে এবং হাড়িফা হাড়িকর্ম্ম করে বলিয়া গোপীচাঁদ

ঘৃণাপ্রকাশ করিতেছে, সেখানে প্রসঙ্গ ক্রমে হাড়িফার পূর্ব্ব পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে:—

"মৈনামতি বোলে বাপু শুনহ বচন।
গর্ক্ষনাথে জ্ঞান মোরে করে সমর্পণ॥
তুমি জ্ঞান শিখ বাপু হাড়িফার ঠাঞি।
হাড়িফার জ্ঞানে বাপু মুক্তিপদ পাই॥
শোন মাও মৈনামতি খাই মরিম বিষ।
তবেত না হইব আমি হাড়িফার শিষ্য॥
যদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধরে।
এক পেটের লাগি কেন হাড়িকর্ম্ম করে॥
হাড়ি নহে হাড়ি নহে জ্ঞান পবিতর।
লেখায় ডাঙ্গর হাড়ি ষোলশত (নফর)॥
মুণ্ডের চুলে ছাইতে পারে সাত পক্ষে ঘর।
হেন জনে বোল হাড়ি জ্ঞান নাহি তোর॥
চারি সিদ্ধায় সাপ পাইল দুর্গাদেবীর পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে॥
গোর্ক্ষনাথে চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘর।
কালুফা পাইল শাপ ড়াড়ার সহর॥
হাড়িফাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
তে কারণে দীনকর্ম্ম করে তোমার ঘর॥
মোহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে।
মোহাজ্ঞান আছে জ্ঞান হাড়িফার পেটে॥

ভবানীদাস—।

দুর্লভ মল্লিক লিখিয়াছেন—

গুরু সাঁপে মীননাথ কদলির বনে।
ফাকর হইল জোগী হারায়্যা মহাজ্ঞানে॥

৪৩পৃষ্ঠা

কালুফা বোলেন গোক্ষ্য কর অবধান।
কদলিতে তোমার গুরু হারায়াছে জ্ঞান॥
ভেড়ারূপে বান্ধা আছে কদলি নগরে।
উদ্ধার করহ পাছে আজিকালি মরে॥
সহরে পুরুষ নাই সব নারিগণ।
নটীনি হইয়া যাও গুরু অন্তাসন।

১২৪ পৃষ্ঠা।

সুকুর মহম্মদ লিখিয়াছেন—

হাড়িফাকে পুতিতে পারে কাহার শকতি।
পূর্ব্বে শম্প দিয়'ছিল গোরীপার্ব্বতী॥

* * *

টলিল সকল সিদ্ধা জানিল ভবানী।
সকলেক সম্প দিল অসুর ঘাতিনী॥
নটি লইয়া মিননাথ থাকিবে কদলিতে।
গোক্ষের সম্প হইল গরু চড়াইতে॥
ডাহুকার গড়ে কানুফার কাটা যাবে কন্ধ।
শ্রীকুলে পুতিবে হাড়িকাক রাজা গোপীচন্দ্র।

ইত্যাদি।

বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত গাথা গুলিতে এই বিষয়ে মিল বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য।

মীনচেতনের কাহিনী অংশে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। প্রথম পৃষ্ঠাটি লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে ঠিক কি ভাবে পুঁথি আরম্ভ হইয়াছিল বলা কঠিন; তবে আভাসে বুঝা যায় যে, আদ্যাশক্তি ভগবতী হইতে জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বর্ণিত ছিল। আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে প্রসব করিয়া গলিত শব দেহের রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রতীরে তপস্যারত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নিকটে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুর্গন্ধে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অস্থির হইয়া উঠিলেন কিন্তু শিব মহা আনন্দে সেই গলিত শবকে টানিয়া উঠাইয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আদ্যাশক্তি তখন শিবের নিকটই স্বয়ংবরা হইয়া শিবের ঘরণী হইলেন। ১ম পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের ১০ম ১১শ লাইনে—

অনাদি কহেন তত্ত্ব মনে হেতু করি।
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী॥

এবং ১৮শ হইতে ২১শ লাইনে—

মীনচেতনে সৃষ্টিতত্ত্ব

তবে পুণি আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মনিরঞ্জন।
হরগৌরী দুই জন করিল মিলন॥
শুন শুন যত্র হর পাইলা এই নারী।
এহারে গ্রহণ কর মোর বাক্য ধরি॥

দেখিয়া মনে হয় যে শ্যামদাস সেনের মতে অনাদি বা ধর্ম্ম নিরঞ্জনের আজ্ঞায় হরগৌরীর উক্তবিধ মিলন ঘটিয়াছিল, গৌরীর স্বয়ংবরের ফলে নহে। শ্যামদাস সেন এক আদি পুরাণের দোহাই দিয়াছেন

আদি পুরাণেও জান এই মত কএ।
তাকে বিচারিয়া চাহ হএ কি না হএ ॥
১।১।২৬-২৭

সহদেব চক্রবর্ত্তীও তাহার ধর্ম্মমঙ্গলে এই আদি পুরাণের দোহাই-ই দিয়াছেন। আদি পুরাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা অবগত নহি, আবিষ্কৃত হইলে, এই সকল কাহিনীর মূল ধরা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হরগৌরীর মিলন হইলে পর গৌরী হরকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দুইজনে ক্ষীরাম্বু সাগরের মধ্যে অবস্থিত টঙ্গির উপরে বসিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। মীন-রূপ-ধারী মীননাথ সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া হুহুঙ্কার শব্দে দেবীর ত্রাস উৎপাদন করিল এবং হর তাহাকে "নারীর অধীন হও ও এই খানে যাহা শুনিলা তাহা বিস্মৃত হইয়া যাও" বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। ইহার পরেই দেবীর নিমন্ত্রণে সিদ্ধাগণের আগমন ও অভিশাপ প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। মীন নাথ অভিশাপ পাইয়া কদলীতে যাইয়া রাজা হইলেন এবং নারী লইয়া কেলিতে মত্ত হইয়া সিদ্ধি ভুলিয়া গেলেন। হাড়িফা মেহারকুলে ময়নামতীর ঘরে যাইয়া হাড়িকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

মীনের অভিশাপ প্রাপ্তি

গোরক্ষ নাথ মাতৃভাবে দেবীকে ভজনা করিয়া দেবীর শাপ এড়াইলেন বটে, কিন্তু দেবীর জেদ শিবের ব্যঙ্গ বাণীতে যেন চড়িয়া উঠিল।

গোর্ক্ষের চরিত্র শুনি হাসে মহেশ্বর।
মহা অবধূত গোর্ক্ষ জগতের ভিতর ॥
তারে যদি দেবী তুমি না পার ছলিতে।
রাখিল মহিমা কিছু গোর্ক্ষ অবধূতে ॥
দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর রূপে।
দেখিব সকল হর জানিব সর্ব্বরূপে ॥

গোরক্ষ নাথ যেখানে শান্ত মনে বকুলের তলে ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন সেই খানে গিয়া দেবী বিবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু অটল অজেয় গোর্ক্ষ নাথ বিল্বপত্র দিয়া দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার পূজা ও আচ্ছাদন একত্রে সমাপ্ত করিয়া দিলেন। দেবী লজ্জা পাইলেন কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়িলেন না। মাছি রূপ ধরিয়া দেবী গোর্ক্ষের উদরে প্রবেশ করিলেন ও তাহাকে পীড়া দিতে লাগিলেন। যোগী গোর্ক্ষনাথ দশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন এবং দেবী উদরাভ্যন্তরে ছটফট করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পরাস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিলেন,—

গোর্ক্ষ নাথের প্রলোভন

তুমি বড় সতী নাথ নিশ্চয় জানিল ॥
পথ এড়ি দেয় মোরে জাম নিজ ঘরে।
বড় দুঃখ পাইল মুই তোমার ওদরে ॥

গোর্ক্ষনাথ তখন দেবীকে নানা লাঞ্ছনা দিয়া উদর হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং আঘাত পাইয়া দেবী কাঁকাল ভাঙ্গিয়া এক স্থানে অচল হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে মহাদেব দেবীকে ঘরে না পাইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন এবং গোর্ক্ষকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। গোর্ক্ষনাথও গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ; তিনি উত্তর করিলেন যে, 'কোথায় তুমি নেশার ঘোরে তোমার স্ত্রী হারাইয়া আসিয়াছ, এখন আমাকে দায়ী করিলে চলিবে কেন ?'

ভাঙ্গধুতুরা খায়ে কি বলিব তোরে।
কথায় হারাইলা নারী ধর আসি মোরে ॥

যাহা হউক অবশেষে যেখানে দেবী মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন সেই 'রাড়ার সহরে' গিয়া এক কালীমূর্ত্তি দেবীর প্রতিভূ স্বরূপ স্থাপিত করিয়া শিবকে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এইস্থানে পুঁথির কতকাংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া

বোধ হয়! কিন্তু তাহা সত্বেও কাহিনীর সূত্র ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। দেবীর এইরূপ অপমানে শিব একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং ঘটনাক্রমে এই সময় কোন এক কুমারী কন্যা উপযুক্ত স্বামীলাভ করিবার জন্য মহাদেবের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন। মহাদেব ভাবিলেন যে এই সুযোগে গোর্ক্ষনাথকে নারীর অধীন করিয়া দিই। তিনি সেই কন্যাকে বর দিলেন—'গোর্ক্ষনাথ তোমার স্বামী হউক'। গোর্ক্ষনাথ বিপদে পড়িলেন, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনও করিতে পারেন না, তাই কন্যার সহিত যাইতে হইল। কিন্তু কন্যা একটু ধ্যানস্থ হওয়া মাত্রই গোর্ক্ষনাথ দুগ্ধপোষ্য বালকের আকার ধারণ করিলেন। কন্যা বড়ই বিপদে পড়িল—

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজ কন্যাএ বলে আচা ভুয়া॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়।
শুনিয়া কি বলিব মোর বাপ আর মায়॥

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়াই কন্যা বুঝিতে পারিল যে এ সকল গোর্ক্ষের "মায়ার চরিত্র"। কন্যার স্তুতিতে গোর্ক্ষকে তখন আবার নিজরূপ ধারণ করিতে হইল। অতঃপর কন্যাকে পুত্রবরে সন্তুষ্ট করিয়া এবং কর্পটি ধুইয়া জল খাওয়ার ফলে তাহার পুত্রের জন্ম হইলে পর তাহার নাম শ্রীকর্পটি নাথ রাখিয়া গোর্ক্ষনাথ আবার যাইয়া তরুতলে বসিলেন।

এমন সময় কালুফা শূন্য পথে তাঁহার গুরু হাড়িফাকে খুঁজিতে চলিয়াছেন, তাহার সহিত মীননাথের সংবাদ প্রাপ্তি আলাপে গোর্ক্ষনাথ জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গুরু মীননাথ কদলীপাটনে যাইয়া রমণীর মোহে ধরা দিয়াছেন।—

"বড়াই না ছাড় গোর্ক্ষ জিয়ান কোন ফলে।
তোমার গুরু পড়িয়াছে কদলির ভোলে॥
দশন গলিত হৈল পাকা মাথার কেশ।
কামিনীর কোলে তার জীবন কৈল শেষ॥
তিনদিন বাকী আছে আয়ু হৈল শেষ।
তাহাকে আনিতে যম করিছে আদেশ॥
যদি বা না চায় গোর্ক্ষ কলঙ্কের ডর।
ত্বরিতে ভবে ত গিয়া গুরু রক্ষা কর॥"

কালুফার নিকট গুরুর এ হেন দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া গোর্ক্ষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিদানে কালুফাকে তাঁহার গুরু হাড়িফার সংবাদ জানাইয়া দিলেন।—

"তোমার গুরু আমা হৈতে শুনহ উদ্দেশ।
বন্দী হৈছে তোমার গুরু মেহার কুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে॥
মেহার কুলেতে আছে বড়হি ডাকিনী।
মৈনামতী নাম তার রাজার ঘরিণী॥
বিধবা রমণী সে জে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর॥
তার পুত্র গুপীচান্দে বান্দিয়া রাখিল।
মাটীর করিয়া গড় তাহাতে থুইল॥
হস্তি সব বান্দি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঞ্চে সিদ্ধা তাহার ভিতর॥

এইরূপে দুই শিষ্যে দুই গুরুর উদ্দেশ পাইল—কালুফা মেহার কুলেতে চলিয়া গেল, গোর্ক্ষনাথ, কিরূপে গুরুর উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া এই স্থির করিলেন যে প্রথমে যমের দুয়ার বন্ধ করা চাই। এই স্থির করিয়া গোর্ক্ষ

হাতে লাঠি লইল পানাহি লইল পাএ,

এবং অবিলম্বে যাইয়া যমপুরে উপস্থিত হইলেন। যমপুরে তাঁহার সম্মান প্রচুর!—

গোর্ক্ষরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।
হাত ধরিল বৈসাহিল আপনা আসনে॥

কিন্তু গোর্ক্ষ ইহাতে কিছুমাত্র নরম না হইয়া যমকে এমন শাসাইলেন যে যম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল;—

ক্রোধ দেখি গোর্ক্ষনাথের যম কাঁপে ডরে।
যতেক কাগজ আনি দিলেন্ত গোচরে॥

আর গোর্ক্ষনাথ—

একে একে যত পড়ি চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা চাহে মন দিয়া॥

শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
মুছিল কাগজ চাহিয়া গুরুর লিখন।

এইরূপে গুরুর "যম দুয়ারে কাঁটা" দিয়া গোর্ক্ষনাথ আসিয়া আবার বকুলের তলে উপবেশন করিলেন। নন্দ ও মহানন্দ নামক শিষ্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে

উদ্ধারের চেষ্টা

ব্রাহ্মণের বেশে কদলির দেশে প্রবেশ করিয়া গুরুকে উদ্ধার করিবেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণের বেশ যোগাইবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার উপর হুকুম জারি হইয়া গেল এবং গোর্ক্ষনাথ ব্রাহ্মণের বেশে যাইয়া কদলিতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিয়া সকলেই প্রণাম করিতে লাগিল—

যতিনাথে বলে নন্দ উঠ ফিরি যাই।
এহি মতে না পারিমু আনিতে গোসাঞি॥
দ্বিজরূপে দেখি সবে করে নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ না করিলে লোকে কৈব ছাড়॥
সিদ্ধার বচন বৃথা না হয় কদাচন।
আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবী হৈব সর্ব্ব জন॥

কাজেই ব্রাহ্মণরূপে সুবিধা হইল না দেখিয়া পুনরায় যোগী রূপে গোর্ক্ষনাথ গুরুকে বুঝাইতে চলিলেন। রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গোর্ক্ষনাথ রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মীননাথ-খনিত সরোবরের উত্তর পারে বকুলের তলে আসন করিয়া বসিলেন। ইতি মধ্যে এক নাগরী সরোবরে জল লইতে আসিয়া গোর্ক্ষনাথকে দেখিয়া ভুলিয়া গেল এবং নানাপ্রকারে তাহাকে গৃহবাসী করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অটল গোর্ক্ষনাথ তাহাকে বর দিয়া তৃপ্ত করিয়া এবং শাপ দিবার ভয় দেখাইয়া তাহার হাত এড়াইলেন এবং তাহারই নিকট হইতে জানিয়া লইলেন যে কেবল নর্ত্তকী সকলেরই মীনের নিকট যাইবার আদেশ আছে। এই সংবাদ পাইয়া গোর্ক্ষনাথ পুনরায় বিশ্বকর্ম্মার নিকট হইতে বেশ ধার করিয়া নর্ত্তকীর রূপ ধারণ করিলেন এবং মীন নাথের প্রাসাদ দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

নর্ত্তকীর রূপ দেখিয়া দ্বারী যাইয়া মহারাণীকে খবর দিল, মহারাণী দৌড়িয়া আসিয়া নর্ত্তকী যাহাতে মীননাথের নিকট না যায় সেই জন্য তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল এবং অবশেষে পুরীর বাহির করিয়া দিল। নাছোড়বান্দা গোর্ক্ষনাথ মীননাথের দোহাই দিয়া মাদলে ঘা দিল এবং গোলমাল শুনিয়া মীননাথ সেখানে আসিয়া জুটিলেন, তখন গোর্ক্ষনাথ নানাছলে গুরুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মীননাথের সহিত সাক্ষাৎ

ধীরে ধীরে মীননাথের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মায়ার মোহ কি সহজে ছাড়ে, মীননাথ গোর্ক্ষনাথের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গুরু মহাদেবই যখন গঙ্গাগৌরী দুই নারী লইয়া গৃহবাস করিতে পারেন তবে তিনি কেন পারিবেন না?—

তান আছে গৃহবাস আমি কোন হই।
তান মোর এক গতি শুনরে গোর্ক্ষাই॥

গোর্ক্ষনাথ উত্তর করিলেন যে হর নারী লইয়া কেলি করেন বটে, কিন্তু তত্ত্বকথা তো কখনও বিস্মৃত হন না, কাজেই শিবের অনুকরণ করিতে গেলে চলিবে না। মীননাথ তখন বলিলেন যে, তিনি সকলই বুঝিতেছেন কিন্তু আর উপায় নাই, তিনি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এই হীন অবস্থায়ই তাঁহার দিন কাটাইতে হইবে। অগ্নিগর্ভ ভাষায় তখন গোর্ক্ষনাথ গুরুকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন—

তিন তিহড়িত গুরু নাহিক জননী।
প্রদীপ নিবিলে গুরু অন্ধকার জানি॥
ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার।
ঢান্ধাতির হাতে ভরা সপীলা তোমার॥
মাছের প্রহরী দিলা দারুণ যে উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ॥
মহাতেজ কুড়ালেত সমর্পিলা তরু।
ব্যার্ঘের সমুখে তুমি সমর্পিলা গরু॥
দরিদ্রেত খুইলা তুমি অমূল্য রত্তন।
কাষ্ঠের উপরে যেন অগ্নির স্থাবন॥

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু মীননাথের তবু চেতনা হয় না। গোরক্ষনাথ আবার জলন্ত ভাষায় তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, এবং আভাসে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন—

বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেমে উড়ে।
পথরিতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে॥
নগরে মণিস্য নাই ঘর চালে চালে।
অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কানে॥
হেন ভ্রম দূর হউক চেতন হউক মীন।
ঝাপ দিয়া তরিতে চাহি সাগর গহিন॥
মুখখানি আনল জান জিহ্বাখানি ফাল।
অমূল্ল পাটনে যার গরল নেহাল॥
উচ নীচ ভুমি খান তাতে হংসী হএ।
জে বা হএ গৃহবাসী সে ভুমি চসয়॥

*　　*　　*

কহিতে কহিতে নাথে হাতে মারে তালি।
বিচলিত মিননাথে করে হুলা স্থলি॥
উচাট উচাট করি বোলে কর্ণে লাগি।
ঘুণিয়া যে মহামন্ত্র ভ্রম গেল ভাঙ্গি॥

মীননাথ সচেতন হইয়া জাগিয়া বসিলেন। শুনিয়া কদলির যুবতী সকল সাজিয়া আসিল, মীননাথকে ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু মীননাথ তাহাদিগকে মিষ্টকথায় বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। তখন মহারাণী কমলা গার্হস্থ্যাশ্রমের মহিমা বর্ণনা করিয়া মীননাথকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন এবং মীনের মন অনেকটা নরম হইল—

বিন্দুনাথেরে দেবী রাজার কোলে দিয়া।
মোদ্দলা কমলা বৈসে রাজার বামে গিয়া॥

তখন— এতেক দেখিয়া মিনে জ্ঞান নাহি পাএ।
ডাহিনে ডাকিয়া গোর্ক্ষে বোলে হাএ হাএ॥
এতেক জর্ত্তনে গুরু করিলাম চেতন।
মায়া পাতি জুবতিএ ভুলাইল মন॥

হতাশ হইয়া গোর্ক্ষনাথ গুরুকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মীননাথ তখন আবার বিকল হইয়া গিয়াছেন, কে কাহার ভৎর্সনা শুনে? তখন গোর্ক্ষনাথ মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়া হাত বাড়াইয়া মীননাথের কোল হইতে বিন্দুনাথকে লইলেন। এমন সময় মীননাথ গোর্ক্ষনাথকে আদেশ করিলেন যে বিন্দুনাথকে 'পাখালিয়া' আন। গোর্ক্ষনাথ পুষ্করিণীতে গিয়া বিন্দুনাথকে আচ্ছা করিয়া ধুইয়া আনিল।—

এত ভাবি বালক লইয়া গেল সত্বরে।
নৌখের য়াছাড়া দিয়া পেট খান চিড়ে॥
পেট ফারি বিন্দুনাথের ঝুলি নিকলিল।
ধোপাড় কাপড় যেন আছাড়িয়া ধুইল॥
বিছাইয়া রৌদ্রেত দিল সৈল মৎস্য জেন।
বালক দেখিয়া কান্দে কদলির গণ॥

মৃত বালককে ঘিরিয়া মীননাথ এবং অন্যান্য সকলে আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিল। তখন গোর্ক্ষনাথ বলিলেন যে বিন্দুনাথকে ধুইতে বলিয়াছ, আমি ভাল করিয়া ধুইয়া আনিয়াছি, এখন কাঁদা বৃথা। যদি বালককে বাঁচাইতে চাহ—

শঙ্করের শিস্য তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
মহামন্ত্র য়াউতিআ জিয়াও তাহানে॥
পুত্র শোকে ভোর হইয়া কেনে মর তুমি।
তুমি যদি না পার জিয়াইয়া দিব আমি॥

তখন মীননাথ হাতে জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া জিয়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন্ত্র কিছুই মনে নাই, বালক প্রাণ পাইল না। গোর্ক্ষনাথ তখন মন্ত্র পড়িয়া তুড়ি দিলেন, মৃত বালক উঠিয়া বসিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কদলিগণ মীননাথকে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গোর্ক্ষ-নাথের আর সহ্য হইল না; তিনি কদলিগণকে ভীষণ অভিশাপ প্রদান করিলেন, সমস্ত কদলি বাদুর হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন গোর্ক্ষনাথ বিস্তৃত ভাবে মীননাথকে একত্রিংশ তত্ত্ব শুনাইতে লাগিলেন এবং মীননাথের ভ্রম সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল এবং বিন্দু, গোরক্ষনাথ ও মীননাথ কদলি পরিত্যাগ করিয়া বিজয়া নগর চলিয়া গেলেন।

এই হইল মীনচেতনের মোটামুটি কাহিনী অংশ। ছাপান পুঁথি ৩৯ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেকেরও বেশী অংশ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যায় গিয়াছে, বাকী পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, উপরের সারাংশ হইতেই বুঝা যাইবে যে তাহাতেও বৈচিত্র্য বড় কম নহে। এক সময়ে ইহা যে সারা দেশময় প্রচলিত ছিল, এমন কি বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে মীননাথের উদ্ধার কাহিনী ঘরে ঘরে উপকথার ন্যায় কথিত হইত, আমি স্বয়ংই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। মীননাথের উদ্ধার-কাহিনী, মীননাথের সন্তানকে ভাল করিয়া ধুইয়া আনিবার কাহিনী, আমি শৈশবে পিসিমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আমার স্পষ্ট মনে আছে। মীনচেতনের বিষয়ে গ্রাম্য সঙ্গীতের যে এখনও অভাব নাই, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত মহাশয় 'প্রতিভা'র গোড়ার দিকের এক সংখ্যায় ঐরূপ একটি গান তাঁহার ভাটিয়াল গান সংগ্রহে প্রকাশিত করিয়া দিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং চেষ্টা করিলে আরও ঐরূপ গান সংগ্রহ করা কঠিন নহে। "চেৎ মীন নাথ, গোর্ক্ষ আয়া" ইত্যাদি বচন এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। স্থান বিশেষে গোর্ক্ষনাথ গাভীগণের ভাগ্য-বিধাতা গ্রাম্য দেবতার আকার ধারণ করিয়াছেন এবং এমন কি মুসলমানগণও গাভীর সুখপ্রসবের পরে গোর্ক্ষের লাড়ু দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে।

মীন চেতন কাহিনীর প্রচার ও প্রসার

মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ ইত্যাদি সিদ্ধাগণ কাল্পনিক কি ঐতিহাসিক তাহার স্থির মীমাংসা করিবার উপায় এখনও আমাদের হাতে নাই, কারণ অবিশ্বাসীর সন্দেহ অবিসংবাদিত রূপে নিরসন করিতে চাহিলে যে সমস্ত উপকরণ চাই, ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তক বা ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে সে সমস্ত পাওয়া সম্ভবপর নহে। এই হিসাবে শঙ্কর, কুমারিল বা চৈতন্য মহাপ্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণও সুকঠিন। তবে শঙ্করভাষ্য ইত্যাদি যদি শঙ্কর নামা মহাপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় তবে গোরক্ষ সংহিতা এবং মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক প্রণীত যোগ তত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলির অস্তিত্বও উপেক্ষা করা যাইবে না। নবম, দশম এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষের সহিত শৈবধর্ম্ম মূলক যোগ ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত হইয়া নাথপন্থের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মীননাথ গোরক্ষনাথ ইত্যাদি এই পন্থা প্রবর্ত্তকগণের অগ্রণী, ইহার বেশী বর্ত্তমানে জোর করিয়া বলা নিরাপদ্ নহে।

মীননাথ ও গেরক্ষ নাথ

মীনচেতন গ্রন্থে কদলীর দেশ, বিজয়া নগর, ড়াড়ার সহর ইত্যাদি স্থানের নাম পাওয়া যাইতেছে, কোন প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। রাজসাহীর অদূরে এক বিজয়-নগর আছে, এবং ড়াড়ার সহর রাঢ় দেশের অন্তর্গত কোন নগর হইতে পারে, এইরূপ অনুমান মাত্র করা যায়; কিন্তু এইরূপ অনুমানের বিশেষ মূল্য নাই। অবশিষ্ট কদলী সহর সম্বন্ধেও তথৈবচ, কিন্তু কদলী শব্দটী মীনচেতনে এত বার ব্যবহৃত হইয়াছে যে ইহা একটু আলোচনার যোগ্য।

'কদলী' শব্দটী মীনচেতনে কখনও রমণী অর্থে, কখনও বা দেশ বিশেষের নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা, দেশার্থক—

> কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন। ৪।২।১৮
> কদলিতে দেখে মিনে নারীগণ প্রজা। ৪।২।১৯
> কদলি সহরে মিন চলহ সত্তর। ৩।২।২৪
> ব্রাহ্মণ হইয়া নাথে কদলিতে যায়।
> একদৃষ্টে কদলির সভাএ রঙ্গ চায়। ১১।১।১৩—১৪
> ইত্যাদি।

রমণী বাচক—

> সোলস কদলি বাপু তোহ্মা থাকে বেড়ি।
> মড়া গরু যকুনে না যাএ যেন ছাড়ি। ২২।২।১৫-১৬
> সোলস কদলি মিনে দেখি একাত্তর।
> হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মচন্দর। ২৭।২।৫—৬
> কদলি সকল আমি না দেখি নয়ানে।
> ক্ষেণেক রহিতে আমি না পারি নির্জ্জনে॥
> ৩১।১।১১-১২

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে যতেক কদলি। ৩১।২।২৬

সোলস কদলি কান্দে মিননাথে বেড়ি। ৩২।১।১৫

ইত্যাদি।

আপ্তের অভিধানে কদলীক্ষতা একটি শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ সুন্দরী স্ত্রীলোক। কদলি এবং কদলীক্ষতা যদি একই শব্দ হয়, তবে কদলি শব্দটি সাধারণতঃ সুন্দরী স্ত্রীলোক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং "সুন্দরী রমণীর দেশ" এই অর্থে কদলী সহর, কদলি রাজ্য এবং এমন কি শুধু কদলী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই পুরুষশূন্য সুন্দরী রমণীর দেশ কোথায়? বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায় তাহা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত রমণীপ্রধান কোন রাজ্যই হইবে। হয় ত কামরূপ, হয় ত বা মণিপুর, হয় ত বা ব্রহ্মদেশ, কিন্তু ঠিক করিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক পত্রে আমাকে আহোম রাজধানী কৈলা-সহরের নাম স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কৈলা সহর বোধ হয় কৈলাস সহরেরই রূপান্তর; না হইলেও এই সহর বেশী প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে যোগিনী তন্ত্রের উত্তর খণ্ডে প্রথম পটলে কামরূপের উত্তরাঞ্চলকে নাকি কদলী বন বলা হইয়াছে। (শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত ৪৩ পৃষ্ঠা)।

সামাজিক রীতিনীতি

কাব্যে মাত্র প্রসঙ্গক্রমেই সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, কাজেই সামাজিক রীতিনীতির বিস্তৃত পরিচয় মীনচেতন হইতে পাওয়ার আশাও করা যায়না। তবে মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্রে যে দুই একটি বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। নাথপন্থের সন্ন্যাসীদের আকৃতির বর্ণনা দুই তিন স্থানে আছে; তাহাতে জানা যায় যে, হাতে লাঠি এবং লাউয়া অর্থাৎ লাউর খোলে নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, কাণে সাতটি কড়ি, পৃষ্ঠে কাঁথা এবং ঝুলি, এবং পায়ে পানাহি বা জুতা,—ইহাই তাহাদের সাধারণ বেশভূষা। ইহার মধ্যে কাণে সপ্তকড়িই বোধ হয় নাথপন্থের বিশেষত্ব এবং সাধুসন্ন্যাসীর পায়ে পানাহি একটু বিস্ময়-জনক। গোর্ক্ষনাথের ব্রাহ্মণের রূপ গ্রহণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের সাজের বর্ণনা আছে। গলায় তিনগুণ পৈতা, কপালে ফোঁটা, হাতে কমণ্ডলু, মাথায় ছাতি, এবং পায়ে জুতা, এই হইল ব্রাহ্মণের বেশ। গোর্ক্ষনাথের নর্ত্তকীর বেশ ধারণ এবং কদলীর যুবতীগণের বর্ণনা উপলক্ষে রূপাভিমানিনীর সাজ সজ্জার একটা তালিকা পাওয়া যায়। গলায় ষোল ছড়ি হার, কপালে তিলক, নয়নে কাজল, হাতে কঙ্কণ, কাণে কুণ্ডল, পায়ে ধাঁচলি, কমরে খিচলী অর্থাৎ কোমরবন্ধ, তাহাতে কিঙ্কিণী, চরণে নূপুর ইত্যাদি। যুগীদের সূতা কাটা এবং কাপড় বুনাই প্রধান ব্যবসায় ছিল। বহুবিবা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। সামাজিক নিমন্ত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান-নীয় জনকে মধুভাণ্ড দিয়া অভ্যর্থনা করিবার রীতি ছিল। যুগীদের মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত করা হইত এবং অদ্যাবধি যুগীজাতীয় অনেকে এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে।

বর্ণবিন্যাসে প্রাকৃত রীতি

মীনচেতনের প্রথম ভাগে বর্ণবিন্যাস একটু মাজা ঘষা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্টাংশের বর্ণবিন্যাস অবিকৃত এবং মূলানুযায়ী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকলের মধ্যে এমন অনেক বর্ণ-বিন্যাস আছে, যাহা স্পষ্টই ভুল, কিন্তু এমন অনেকগুলি আছে যাহাদের ভুলের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা দেখা যায়। আমার বোধ হয় প্রাকৃত নিয়মানুসারে এগুলি ভুল নহে, বিশুদ্ধ প্রাকৃতরূপ। কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞতর ব্যক্তিগণের গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

ভাষা

ভাষার বিশেষত্ব বিশেষ কিছু লক্ষ্য করি নাই, অন্যান্য প্রাচীন পুঁথির ভাষা যেমন, মীনচেতনের ভাষাও তাহা হইতে অভিন্ন। কেবল কুমিল্লা জেলার পুস্তক বলিয়া দু' একটি কুমিল্লার কথিত ভাষার শব্দ স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ছন্দে বা সুরে এই পালা গাওয়া হইত,—
লাচাড়ী দীর্ঘ ছন্দ, খর্প ছন্দ, দীর্ঘছন্দ ;
ছন্দ পটমঞ্জরী রাগ; যুই বা সুহই রাগ, শ্রী-
রাগ, রাগ ম্নাইর এবং রাগ আহিরি। সঙ্গীতজ্ঞ
ব্যাক্তিগণ এই সকল ছন্দের বিশেষত্ব অবগত আছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে বর্ত্তমান গ্রন্থের নাম মীনচেতন নহে, গোর্ক্ষ বিজয় এবং ইহার গ্রন্থকারের নাম শ্যামদাস সেন নহে, সেখ ফয়জুল্লা ; আমরা একটা জাল গ্রন্থ ছাপিয়া বৃথা হৈ চৈ করিতেছি। কোন শ্রদ্ধেয় এবং প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কথা বলিয়া থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ এই কথার অসারতা এতই স্পষ্ট যে প্রাচীন সাহিত্যালোচনায় নেহাৎ শিক্ষানবীশও এমন অসাবধান কথা বলিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সকলেই জানেন একই আখ্যায়িকা লইয়া প্রাচীনকালে বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের গ্রন্থকারের সংখ্যা করা যায় না। রামায়ণেরও তথৈবচ ; বেহুলার কাহিনী লইয়া ত্রিশ জনেরও বেশী কবির কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ময়নামতীর গানের বিভিন্ন কবি প্রণীত ছয়টি সংস্করণ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় ফয়জুল্লা নামক কবিই এই কাহিনীর একমাত্র কাব্যকার এমন কথা বলা চপলতা মাত্র। এই কাব্যের নাম গোর্ক্ষবিজয় হইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম মীনচেতন পাইয়াছি তাই ইহার নাম মীনচেতন দিতে হইয়াছে। গোর্ক্ষবিজয় পাইলে গোর্ক্ষবিজয়ই দিতাম।

সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত এক গোর্ক্ষ বিজয়ের পরিচয় শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম তৎসংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" নামক গ্রন্থের ২৯—৩৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায় নাই। মুন্সী সাহেব পুস্তকের নাম গোর্ক্ষ বিজয় কেন দিয়াছেন তাহার কারণ কিছু উল্লেখ করেন নাই। সামান্য সামান্য উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া বুঝা যায় যে শ্যাম দাস সেনের পুঁথির সঙ্গে তাহার স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য মিল আছে। মুন্সী সাহেবের প্রাপ্ত পুঁথি এক হাড়ির নিকট ক্রীত এবং তাঁহারই মতে তাহা "একে অসম্পূর্ণ তার উপর লিপিকর প্রমাদে পুঁথিখানি পূর্ণ। শ্রীচানগাজি নামক জনৈক মুসলমান ইহার প্রতিলিপি কারক। লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ পুঁথির অনেক স্থল অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।" কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথি যুগী সম্প্রদায়ের এক প্রধান স্থান ময়নামতী পাহাড় সংলগ্ন ঘোষ নগরের অদূরে তালতলা নামক গ্রামের এক ভদ্র কায়স্থ ঘর হইতে সংগৃহীত। ইহার লেখক যুগী জাতীয় এক জন তনুরাম দেবদাস নামক লোক। পাণ্ডুলিপি অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এবং ১২-২৪ সনের ২৮ শে চৈত্র তারিখে প্রতিলিপি "যথা দৃষ্টিতং তথা লিখিতং" হইয়াছিল। শ্যাম দাসের ভণিতা এমন ভাবে এই পুঁথির মধ্যে আছে যাহাতে অন্যের নাম উঠাইয়া নিজের নাম বসান বলিবার বিশেষ কোন হেতু দেখা যায় না। মুন্সী সাহেবের পুস্তকে যে দুই লাইনে ফয়জুল্লার ভণিতা দেখা যায় সেই কয় লাইন আমাদের পুঁথিতে নাই। আমার পুঁথিতে ২৪৷২৷১১ তে এবং শেষ ৩৯৷২৷৮ তে শ্যাম দাস সেনের ভণিতা দেখা যায় কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই মুন্সী সাহেবের পুঁথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে শ্যাম দাস সেনের ভণিতা ছিল কিনা স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় না। এই অবস্থায় বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত বা এই পুঁথির অপর সুলিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই পুস্তক শ্যামদাস সেনের রচিত বলিয়াই ধরিতে হইবে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে পুঁথি মধ্যে শ্যামদাস সেনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। পুঁথির ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় যে তিনি ত্রিপুরা অঞ্চলের লোকই হইবেন। কিন্তু কবিত্বে যে তিনি হীন নহেন তাহা তাঁহার কাব্য পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়। মীননাথকে উত্তেজিত করিবার জন্য গোরক্ষ নাথের মুখে যে সকল বাক্যাবলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন একটা জোর ও তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে,যে কবিকে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না।

শ্যামদাস সেন ও তাহার কবিত্ব

এক হাতে প্রুফ সংশোধন না হওয়ায় এবং শেষ প্রুফ সর্ব্বদা আমি নিজে না দেখিতে পারায় গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার প্রধান গুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	২০	পএ	পাএ
৬	২	৩	ণিনে	মিনে
৭	১	৬	তুবি	তুমি
৭	১	৭	মিজ	নিজ
৭	১	২১	কে	কি
৭	২	২৮	প্রমাদ	প্রমাদে
৭	২	২৮	বাড়িয়া	পড়িয়া
৮	১	১১	স্তুতি	স্তুতি
৮	১	২৭	করিরা	করিয়া
৮	২	৯	করিয়	করিয়া
৮	২	২৪	চলিল	বলিল
১২	১	৩১	সংসার	সমান
২২	১	২৫	এজ	এক
২৭	১	৮	আবুরালি	গাবুরালি
৩০	১	৫	তোলেত	ভোলেত
৩১	১	২৬	ব	বা

পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১ হইতে ৪৭ পর্য্যন্ত ৩৩ হইতে ৩৯ হইবে।

মীনচেতন প্রকাশ কার্য্যে যাঁহাদের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মীন চেতন

(প্রথম পাতা লুপ্ত)

... ... গণ গৌরি ॥
সকল জর্ম্মিয়া রহিল ঠাই ঠাই।
সাক্ষ্যাতে আছয়ে দেখ জগতের মাই ॥
লোমে লোমে যত ইতি জর্ম্ম হইয়া গেল।
অনন্ত স্বরূপ হইয়া সব উপজিল ॥
এহি মতে পৃথিবী যে জন্মিয়া আছন্ত।
নানা মতে পৃথিবী যে হইল অনন্ত ॥
বার বার যুগী সবে সে যোগ সাদিল।
অনন্ত প্রকারে যুগী তখনে হইল ॥
অনাদি কহেন তত্ত্ব মনে হেতু করি।
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী (১) ॥

* * * *
* * * *

ইসব শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট।
বুজিলেক এই কন্যা সকলের জেঠ ॥
তাহাতে জন্মিল পুনি না হএ উচিত।
জানিয়া করয়ে আজ্ঞা মনের বাঞ্ছিত ॥
তবে পুনি আজ্ঞা কৈল ধর্ম্ম নিরঞ্জন। (২)
হর গৌরি দুই জন করিল মিলন ॥
শুন শুন যএ হর পাইলা এই নারী।
এহারে গ্রহণ কর মোর বাক্য ধরি ॥
হরগৌরী জাহ চাল পৃথিবীর মাজ
এথাতে রহিয়া তোমার নাহি কোন কাজ ॥
ধর্ম্মের আদেশ পাইয়া পৃথিবীতে যাইল।
... ... সকল রহিল ॥
আদি পুরানেত (৩) জান এই মত কএ।
তাকে বিচারিয়া চাহ হএ কি না হএ ॥

... ...
... কহি শুন সভে গোঁকের বিজয়।
তবে যদি হর গৌরী পৃথিবীতে যাইল।
মীন নাথে ... ... ॥
পদ্মাসনে কত কাল সাদিলেক জোগ।
বাউ পান করি মীন না করিল ভোগ ॥
মিনের চাকরি করে যতেক গোসাই।
... ... কানাই ॥
শিবের ঠাই লৈয়া চলে হারিফা মিনাই।
পিষ্ঠ ভাগে গৌরী আছে জগতের মাই।
তাহার শিরেত গঙ্গা শুনহ কারণ।
সদাএ কৃষ্ণ ভাবে হর অন্য নাহি মন ॥

---

(১) যে পুথিখানি হইতে এই গ্রন্থের পাঠ উদ্ধার করা গেল তাহা অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। প্রথম পাতাখানা লুপ্ত হইয়াছে ; দ্বিতীয় তৃতীয় পাতাও এত জীর্ণ যে পাঠ উদ্ধার করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। "কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী" এই পদের পরে "শিবের কাছে লইয়া গেল হাড়িফা মিনাই" ইত্যাদি ছিল কিন্তু এই পদের এইখানে কোন অর্থ সঙ্গতি হয় না। অধিকন্তু এই পদ হইতে "ফিরিয়া দেখিল গৌরীর বদন" পর্য্যন্ত সঙ্গত ভাবে একটু পরেই আছে। লিপিকার প্রমাদে অথবা প্রাচীন পুস্তকের প্রায়ই দুই তিন পাতা ছিন্ন ও জীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া "কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী" এবং "ইসব শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট" এই দুই পদের মধ্যে অনেকখানি পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথম পাতায় সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত ছিল। এই আবশ্যক অংশটি খণ্ডিত হইয়া যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

(২) ধর্ম্ম নিরঞ্জনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে হরগৌরী পর্য্যন্ত তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতেছেন। মীনচেতন নাথধর্ম্মের একখানা প্রধান ধর্ম্ম পুস্তক এবং গোরক্ষনাথ-মীন নাথের কাহিনীও সর্ব্বজন বিদিত ও দেশ মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। এই গ্রন্থে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ স্থান গভীর অর্থদ্যোতক।

(৩) এই আদিপুরাণের উল্লেখ সহদেব চক্রবর্ত্তীও তাহার ধর্ম্ম মঙ্গলে করিয়াছেন। (বিশ্বকোষ ১৮শ

এহি মতে নিজ কার্জ সাধি মহেশ্বর।
অন্য মন নাহি হর ভাবে নিরন্তর॥
কামদেবে আসি হরে ভ্রমাইল তখন।
ধ্যান ভঙ্গ হৈল হর আনন্দিত মন॥
ফিরিয়া দেখিল হরে গৌরীর বদন।
* * করিতে মায়া হইলেক মন॥
তবে যদি হর-গৌরী একত্রে বসিল।
শিবের চরণে দেবী কহিতে লাগিল॥

ভাগ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা) তিনি আদিপুরাণ মতে স্বায় গ্রন্থ রচনা করিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থেও "শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উভয়ের বন্ধুকাতীরে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান কালে শিব মুখ নিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণে মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান লাভ, মীননাথের ভগবতী নিন্দা, তজ্জন্য ভগবতীর শাপ হেতু কদলীপাটনে রমণীর মোহন-মন্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থান, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার" ইত্যাদি বিবরণ বর্ণিত আছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, একই মূল আদিপুরাণ হইতে সহদেব চক্রবর্ত্তী ও শ্যামদাস সেন তাহাদের বর্ণিতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সুলতান মামুদের সভাস্থ মহাপণ্ডিত আলবেরুণী (১০৩১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার ভারত বিবরণ গ্রন্থে ভারতে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের দুইটি তালিকা দিয়াছেন, তাহার প্রথম তালিকার প্রথমেই আদিপুরাণের নাম দেখিতে পাই। বিশ্বকোষের পুরাণের বিবরণেও এক জৈন আদি পুরাণের পরিচয় পাই। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ও শ্যামদাস সেনের অবলম্বিত আদিপুরাণ এই উভয় পুরাণ হইতেই বিভিন্ন ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। সুকুর মহম্মদের ময়নামতির গাথায় গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনীর বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

তোমার গলেত প্রভু কিবা কণ্ঠমালা।
কি কারণে ধর প্রভু গলে মুণ্ডমালা॥
শিব বলে যত জন্ম হইল আমার।
এক জন্মের এক মুণ্ড গলাতে আমার॥
হরের বচন যদি শুনিলেক গৌরী।
পুনরপি দেবী পুছেন্ত যত্ন করি॥
কোন যুগে জিয় প্রভু কোন যুগে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ প্রভু যুগে যুগে তার॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
ত্বরিতে চলহ প্রিয়া খীরা (ক্ষুসাগর)॥
সাগরের মাঝে আছে টঙ্গি মনোহর।
ই বুলিয়া দুই জন চলিল সত্বর॥
মৎস্য রূপ ধরি গেল দুই মহাবল।
হেটেত থাকিয়া মিনাই শুনিল সকল॥
(মহেশ্বর) বোলে দেবী শুন সাবধানে।
যতেক পরম তত্ত্ব কহি তোমার স্থানে॥
মহাদেব কহে যত সঙ্কেত বিচারণ।
* * * *
নামাতে থাকিয়া মীন হুঙ্কার পূরএ।
মহাদেবের মনে লাগে দেবী ত্রাস পএ (১)॥
চৈতন্য পাইয়া দেবী (বলিল বচন)।
——— ———হর নিদ্রার কারণ (২)॥
দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে।
কহিতে হইবে কথা হুঙ্কারিল কোন জনে॥
ধ্যানেত জানিল হর হুঙ্কারিলেক মীন।
হরে বোলে হইবেক নারীর অধিন॥

(১) মহাদেবের মন চঞ্চল করিল এবং দেবী ভয় পাইলেন।

(২) ভাল অর্থ সঙ্গতি হয় না। চেতনা লোপ অর্থে নিদ্রা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। লিপিকার প্রমাদেও ইহার স্থলে "নিদ্রার" লেখা হইয়া থাকিতে পারে।

ক্রোধ হইয়া মহাদেব বলিল বচন।
যে শুনিলা এইখানে হৈবা বি (স্মরণ)॥
মহাদেব গৌরী উঠি··· ··· ···।
পুনরপি সিদ্ধা সব একত্তর হৈল॥
আধ্যে গুরু মহাদেব পাছে আর সব।
যোগ সাধে সিদ্ধা··· ·· ··· ···॥
মহাদেব ··· ··· ··· ···কৈলাস।
সেই স্থানে হর গৌরী কৈল গৃহবাস॥
পুর্ব্বদিকে হাড়িফা গেল দক্ষিণে মীনাই।
পশ্চিমে গোর্খনাথ উত্তরে কানাই॥
পৃথিবী ভ্রমএ সবে যোগ পথ ধ্যাই।
কৈলাসেতে হর গৌরী আছে এক ঠাই॥
রহিলেক হর গৌরা কিবা কুতুহলে।
তাহার··· ··· ··· ··· ···
সেই সব কহিলে কথা নাহি আদি অন্ত।
যুগী হইয়া গেলে সব যোগেতে শুনন্ত॥
একদিন হর গৌরী আনন্দে বসিল।
··· ··· ··· ···কহিতে লাগিল॥
ভবানী বোলেন হর শুন সাবধানে।
তোমার জে শিষ্যে নারী না করে কি কারনে॥
দেবের দেবতা হর নারায়ণ তুমি।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী গ্রহণ কৈলা তুমি।
ধ্যানেত সাদিল যোগ কি পাইল ফল॥
অজ্ঞা কর গৃহবাস করুক সকল॥
মহাদেব বোলে দেবী হেন শক্তি নাহি।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিছে এড়াই॥
ভবানী বোলেন হর না বলিয় আর।
কাম ভোগ তেজি হেন মানব আকার॥ (১)
যদি আজ্ঞা কর হর করম নিবেদন।
এহি সব ভোলাইব আমি করিয়া রচন॥

এহি কথা শুনিয়া শিবে সিদ্ধা আমন্ত্রিল।
যতেক সিদ্ধাগণ ডাকিয়া আনিল॥
একে একে আসন দিলেক জনে জন।
বসিলা মণ্ডলী করি যত সিদ্ধাগন॥
জগত মোহন রূপ ধরিয়া আপনি।
আপনি পৈরএে (২) অন্ন শিবের ঘরিণি॥
ভুবন মোহনী দেবী সঙ্করের নারী।
কটাক্ষে যে সিদ্ধাগনের প্রাণ নিল হরি।
শিবের ঘরিণী দেবী বড়ই চতুর।
সোবর্ণ কোটরা করি জল দিল ছুর॥
পত্রে ভরিয়া জল আনি দিল জনে জন।
জলের ছায়ায় দেখে কমল বদন॥
দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে।
বিষম কপট মায়া মুনির মন টলে॥
দেবীর দেখিয়া রূপ রহিতে না পারে।
কামবাণে দহে তনু বড় অন্তরে॥
নানারূপ ধরে দেবী ভুবনমোহিনী।
কামাতুর সিদ্ধাগণ হইল আপনি॥
মনে মনে চিন্তে মিনে পাই এই নারী।
ত্রিজগতে নাই যানি এমন সুন্দরী॥
বিচিত্র আসনে থাকি হেন নারী লইয়া।
কেলি কুতুহল করি বুকেত থুইয়া॥
বুজিয়া মিনের মন দেবী দিল বর।
কদলি সহরে মিন চলহ সত্বর॥
শোল শত নারী লৈয়া কর গিয়া কেলি।
কদলীর রাজ্যে তুমি ঝাট যাও চলি॥
দ্বিতীএ চিন্তিল মনে সিদ্ধা হাড়িফাএ।
* * বেগ্র মন সোন্দরি যদি পায়ে॥
হাড়ি কর্ম্ম করি যদি থাকি এহার পাশ।
তথাপি পুরএ মোর মনের হবিলাস॥
হাসিয়া বলিলা দেবি দিনু এই বর।
(চলি যাও হাড়ি)কা জে মৈনামতির ঘর॥

(১) কাম ভোগ ত্যাগ করিয়া থাকিলে এমন সাধারণ মানুষের মতই আকৃতি থাকিত না।

(২) পরিবেশন করে;—পদটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হাতে করিয়া পিছা কান্দে কোদাল লই।
মেত্রের কোলেত জায় (১) পাইবা সেই ঠাই॥
ত্রিতিএ * * * *
এমত সোন্দরি যদি থাকে মোর ঘরে॥
তার সঙ্গে কেলি করি মরিয়া যদি যাই।
তথাপিয় তার সনে আনন্দে গোঞাই॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনেতে ভাবিয়া।
ত্বরিত গমনে জায় * * * চলিয়া॥
যেই মনে কৈলা তুমি পাইলা সেই বর।
* * * * * * ॥
চতুর্থে মানস কৈল গাবুর সিদ্ধাই।
এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাঁই॥
তার লাগি যাএ যদি হাত কাটা।
* * * * * ॥
আজ্ঞা দিল ভবানী বুজিয়া তার আশ।
বর দিল চলি যায় সত মাএর পাস॥
ভজিবেক সতমাএ দেখিয়া জৌবন।
এহার কারণে তুমি পাইবা আপন॥
পঞ্চমে ভাবিল গোর্ক্ষে মনে করি সার।
এহিরূপ জননী যদি হএত আমার॥
তাহার কোলেত বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমন জননী যদি পৃথিবীতে পাই॥
মল মুত্র সহে মোর পালে কাখে কোলে।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি যদি হরে মোরে বরে (২)॥
* * * দেবী সুরেশ্বরী।
অবশ্য ছলিমু তোরে আর রূপ ধরি॥
সর্ব্ব সিদ্ধা চলি গেল জার জে আসনে।
দেবীকে পুছিল কথা দেব ভগবানে॥

কিমত দেখিলা দেবী মোকে কহ সার।
সিদ্ধা সবের বুঝিলা কেমন ব্যবহার॥
সিবের আদেশে দেবী কহিল সকল।
জেই জেই সিদ্ধা সবে পাইল জেই বর॥
গোর্ক্ষের চরিত্র শুনি হাসে মহেশ্বর।
মহা অবধূত গোর্ক্ষ জগতের ভিতর॥
তারে যদি দেবী তুমি না পার ছলিতে।
রাখিল মহিমা কিছু গোর্ক্ষ অবধূতে॥
দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর রূপে।
দেখিব সকল হর জানিব সর্ব্বরূপে॥
তবে সিদ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে (১)॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়ি রূপ ধরি॥
কালফা চলিয়া গেল অবর্বির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে॥
গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন (২)
কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন॥
কদলিতে দেখে মিনে নারীগণ প্রজা।
নারীর যে হাট ঘাট নারী দেখে রাজা॥
দেখিয়া যে নারী গণ ভুলিয়া গেল মন।
তখন পাইল দেখা কদলির গন॥

(১) যাও।
(২) (ক) হর আমাকে বরদান করেন,
(খ) আমার হরপদ প্রাপ্তি হয়।
(গ) হর আমাকে পুত্র ভাবে ভজনা করেন।

(১) ময়নামতির পুথিতে হাড়িফার বিস্তৃত কার্য্য-কলাপ বর্ণিত আছে। মাতা ময়নামতির অনুরোধে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িফার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার সঙ্গেই সন্ন্যাসে বাহির হন॥

(২) ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে গোরক্ষ-নাথ বলিতেছেন, "আস্ত মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহর"। এই পুথিতেও দেখিতেছি যে গোরক্ষনাথ বঙ্গ নিকেতন চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরই গুরু গোরক্ষনাথের প্রধান লীলা ভূমি ছিল।

মোঙ্গলা কমলা দেখি ভুলি গেল মন।
শুকুনাতে জল পাইল জেন মীন গন ঃ ঃ ঃ ঃ ॥

ইতি মিনের মন ভঙ্গ ॥ ঃ ঃ ঃ ॥

লাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ ॥ ঃ ঃ ঃ ॥

মিন নাথ যাইল যবে ঃ কদলি দেখিল তবে ঃ
চাহে সবে রাখিতে ভুলাইয়া।
* * দেখি এই ঃ আমি সবে তারে পাইঃ
আনন্দে রাখিব ভোলাইয়া ॥
মোঙ্গলা কমলা দুই ঃ ষোলশত নারী লইঃ
নিমেষেক করি সমুদীত ॥
মিননাথ ভোলাইতেঃ সব আইল একচিত্তে ঃ
বেরিয়া রহিল চারিভিতে ॥
করিয়া নানান বেশ ঃ মাথেত লম্বিত কেশ ঃ
গ্রীবার উপর গুঞ্জরে ভোমরা ॥

চতুর্থ পাতা (১)

ধোলে তাথে রত্ন-হার ঃ মানিক্ক মুকুতা ভার ঃ
দেখিতে যেন বড়হি উর্জ্জল ঃ
করিয়া নানান সাজ ঃ কেশরী জিনিয়া মাজ ঃ
কটাক্ষে হানে পঞ্চশর ঃ
চলিল নানান গতি ঃ দশন মুকুতা পাতিঃ
শ্যামল সুন্দর কলেবর ঃ
কটীতে কিংকিনি বাজে ঃ চরনে নুপুর সাজে ঃ
দেখিয়া মুনির মন টলে ॥
ঈঙ্গিত নয়ানে চাহে ঃ হরিহর মোহ জায় ঃ
নানা ভেসে দিল দরশন ॥
মিনের সম্মুখে আসি ঃ মোঙ্গলা কমলা হাসি ঃ
কহে সবে মধুর বচন ॥
নয়ানে নয়ানে চায়ে ঃ হাত নাড়ি কথা কয়ে ঃ
ঠমকে দেখায় দুই * ॥

উরুতে জে হাতে তালি ঃ কথা কয় ঠেলি ২ ঃ
নানা মতে মধুর বচন ॥
কেহ নেয় ধুনি কাড়ি ঃ কেহ নেয় ব্যাঘ্র ছড়ি ঃ
নানা ছলে মিনেরে বুঝায়ে ॥
কোন দেশে তোর ঘর ঃ মাগি খায়ে নিরন্তর ঃ
(হেথা আ) ইলা কেমত উপায়ে ॥
হাতে কেন দণ্ড ধরি ঃ কানে কেন দিছ কড়ি ঃ
নিরন্তর ধক্ক একাখর ॥
মোর দেসে নাহি রাজা ঃ তাই করি তোমা পূজা
তুমি (১) হয় রাজরাজেশ্বর ॥
নারীর পাটন এই ঃ ষোল শত কদলী লই ঃ
তার রাজা দেখ আমি হই ॥
নারী দেশে হয় রাজা ঃ সবে মিলি করি পূজা
আমি সব কর পরিত্রাণ ॥
ছাড় অমঙ্গল বেশ ঃ ভুঞ্জহ কদলীদেশ ঃ
নবদ..............মাতে ॥
আমি ধরি হাতে পায়ে ঃ চামর করিএ বায়ে ঃ
দাসি হইয়া রহিবাম সাতে ॥
বিচিত্র বসনে পৈর ঃ ক্ষ.........তুমি এড় ঃ
সিঙ্গা-সনে কর আরোহন ॥
কদলীর রূপ দেখি মিনের পুলকে আখি ঃ
শুনি সবের মধুর বচন ॥
পুলকিত মীননাথে দেখিরূপ সহসাতে ঃ
দেখি সবের নতুন যৌবন ॥
ভোলেতে পড়িল মিনঃ হারাইল গুরুর চিন ঃ
কদলিতে ভুলি গেল মন ॥
বুঝি সবের অনুমান ঃ নআনে দিলেক সান ঃ
ধরিলেন্ত মিন সব নারী ॥

---

(১) হও ; অনুজ্ঞার এই আকারটি দ্রষ্টব্য।

যোলসত কদলি ধরি ঃ হাতে ২ হাতে ধরাধরি ঃ
দোলয়ে সে সুবর্ণ * * ভরি ॥

চতুর্থ পাতা (২

সিঙ্গাসনে বসাইল ঃ প্রসাদ মালা গলে দিল ঃ
ছত্র ধরি করে হুলাহুলি ॥
কদলিতে মিন রাজা ঃ নারী সবে করে পূজা ঃ
সবে মিলি ধরে ফিরি ফিরি ॥
কেলি কুতুহল রসে ঃ রাত্রিদিনে মিনে বৈসে ঃ
শিতলিত চামরের বায় ॥
রাত্রিদিন করে কেলি ঃ মন গেল কামে ভুলি ঃ
কোন নারী ধরে হাতে পায় ॥
ত্যাজিল গুরুর বোল ঃ কামে হত হইল ভোল ঃ
রতি রসে মগ্ন হইল অতি ॥
সকল যুবতিগণ ঃ কেলি করে অনুক্ষণ ঃ
ক্রিয়া বিনে আর নাহি মতি ॥
মিনে ভাবে অনুক্ষণ ঃ না জানি আইসে কোন জন ঃ
মোঙ্গলা কমলা লৈয়া জায় ॥
আদেশিলা যে মিনাই ঃ যুগী পায় জেই ঠাই ঃ
মারিয়া যে ফালায় নিশ্চয় ॥
রাজার আদেশ পাইল ঃ থরে ২ থানা দিল ঃ
হেন মতে হইল অঙ্গীকার ॥
নিশ্চিন্ত রহিল মিন ঃ নাহি জানে রাত্রি দিন ঃ
রহিলেক পুরীর মাঝার ॥
নানা কুতুহল রসে ঃ কতদিন মিনে বৈসে ঃ
নারী লইয়া থাকেন্ত বেড়িয়া ॥
তাম্বুল যোগায় কেহ ঃ চামড়ে করয়ে বাহ ঃ
কেহ দেয় চন্দন লেপিয়া ॥
আনিয়া কাঞ্চন বারি ঃ ভৃঙ্গারের জল ভরি ঃ
পাখালিল দুইখানি চরণ ॥
কদলি সকল আনি ঃ চরণের লইল পানি ঃ
বসিবার দিল সিঙ্গাসন ॥

চন্দ্র যেন সুশোভিত ঃ তারাগণ বেষ্টীত ঃ
কদলিতে রহিলেক মিন ॥
নানামতে কেলিরসে ঃ কতদিন মিনে বৈসে ঃ
মোহাদেবী হইল গর্ব্ববতা ॥
কালে দিনে প্রসবিল ঃ সুন্দর কুমার হৈল ঃ
মোঙ্গল করিল নানাভিতি ॥
রাজার কুমার হইল ঃ তখনে গনিয়া চাহিল ঃ
নাম থুইল বিন্দু জগন্নাত ॥
ভাট বিপ্রনারীগণ ঃ তুষিলেক দিয়া ধন ঃ
মোঙ্গলা রহিল তান সাত ॥

॥ খর্প ছন্দ ॥

মিন নাথ পরিলেক কদলির ভোলে।
গোর্ক্ষনাথ রহিলেক বকুলের তলে ॥
হেনকালে ভবানী মনেতে ভাবি কাজ।
গোর্ক্ষেরে দিবারে মুই না পারিল লাজ ॥
এমত ভাবিয়া দেবী মনে কৈল ভ্রম।
বিবস্ত্রা হইয়া গেল গোর্ক্ষের আশ্রম ॥
সম্মুখে রহিল দেবী বিবস্ত্র হইয়া
* * * * করি দুই জানু প্রসারিয়া ॥
আসন ছাড়িয়া গোর্ক্ষে যাইতে চলিল।

পঞ্চম পাতা (১)

হরের ঘরিনি দেবী সম্মুখে দেখিল ॥
বিবস্ত্র দেখিয়া তবে মনেতে ভাবিল।
অতিবড় লঘু্য বেটী কিকর্ম্ম করিল ॥
আস্তে বেস্তে দেখিয়া যে গোর্ক্ষে গেল ধাইয়া।
ঢাকিলেক * * বিল্বপত্র দিয়া ॥
গোর্ক্ষনাথের জ্ঞানে দেবী বড় লাজ পাইল।
ততক্ষণে মোহামায়া মাছি রূপ হইল ॥
আসনে বসিতে দেবী পেটে সামাইল।
মনেতে ভাবিল গোর্ক্ষে মো ঃ দুক্ষ দিল ॥

তখনে জানিল গোৰ্ক্ষে দেবীর হেন কর্ম্ম।
উদরে রহিল দেবী জানিলেক মর্ম্ম॥
তালি মারি রহে নাথ দশমীর দুয়ার।
প্রকাশ না পায় দেবী ছট্‌ফটি সার॥
মহাদুক্ষ পাইয়া দেবী ডাকিয়া বলিল।
তুমি বড় সতীনাথ নিশ্চয় জানিল॥
পথ এড়ি দেয় মোরে জাম নিজ ঘরে।
বড় দুক্ষ পাইল মুই তোমার ওদরে॥
দেবীর বচনে গোৰ্ক্ষ হাসিতে হাসিতে।
কোন পথে এরি দিব লাগিল ভাবিতে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথে মনে কৈল সার।
মার্গপথে গোৰ্ক্ষনাথে করিল বাহির॥
বাউর ঠেলায়ে দেবী বাহিরে পড়িল।
দোমের ঠেলায়ে বেথা কাকালিতে পাইল।
কটী ভঙ্গ হইয়া দেবী তথাতে রহিলা।
তথাতে রহিয়া দেবী সকল সহিলা।
প্রতিদিন ভক্ষ্যএক মনুষ্য পাইল।
প্রতিদিন এই মতে খাইতে লাগিল॥
এথাতে না পায়ে শিবে দেবীর দ্রসন।
গোৰ্ক্ষেরে ধরিয়া সিবে করে কদার্থন॥
কথা গেল মোর নারী তুমি কে না কৈলা।
শুনিয়া যে গোৰ্ক্ষনাথে হাসিতে লাগিলা॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে কি বলিব তোরে।
কথায় হাড়াইলা নারি ধর আসি মোরে।
তখনে যে গোৰ্ক্ষ নাথে রাড়াত (১) চলিল।
দেবীর সাক্ষাতে গিয়া গজ্জিতে লাগীল॥
কিবা কর্ম্ম কর তুমি কর অনাচার।
দেবতা হইয়া কর মনুষ্য আহার॥
সেইসে গোৰ্ক্ষে তবে নিবন্ধ করিল।
কালি বলি এক মূর্ত্তি রাড়াত রাখিল॥
গোরী লৈয়া আইল নাথে শিবের সমাজ।
এথা দৈবে বিপরিত হইয়াছে কাজ॥ (২)

* * * * *

আমারে পাইতে স্বামার মনের হভিলাষ।
উর্দ্ধাসনে মাগি বর শঙ্করের পাস॥
কৈন্যার তপস্যা দেখি নিতি চিন্তে হর।
গোৰ্ক্ষসঙ্গে বিবাদ যে হইছে দেবীর॥
কোন মতে বিরোধ হইব সমাধান।
এহি কন্যা গোৰ্ক্ষে নেউক দিল স্বামিদান॥
সেবক বৎসল হর ক্রেপার সাগর।
গোৰ্ক্ষনাথ পতি হউক তোরে দিল বর॥
আমার নাহিক কেহ ভোবন ভিতর।
স্বামী হইতে তোমারে তাহারে দিল বর॥
শিবের বচনে গোৰ্ক্ষের হইল সঙ্কট।
ভাল বর দিলা হর করিয়া প্রকট॥
গুরুর গুরুর আজ্ঞা পালিবার চাহি।
শিবের বচনে কন্যা বোলিলেক যাই॥
স্বামী পাইয়া বিরহিনী চলি গেল ঘর।
নাথেরে লইয়া গেল পুরীর ভিতর॥
তবে যদি সতী কন্যাএ ধ্যানে কৈল ভোর
দুক্ষের বালক আইল পুরীর ভেতর॥

(১) এইখানে দেখা যায় যে, রাঢ় দেশে যাইয়া গোৰ্ক্ষনাথে এক কালী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। গোৰ্ক্ষনাথ প্রতিষ্ঠিত কোন কালীমূর্ত্তি রাঢ়ে আছে বলিয়া অবগত নহি। কালীঘাটের কালীর প্রসঙ্গ নয় ত?

(২) এইখানে মূল পুথিতে পঞ্চম পাতার প্রথম পৃষ্ঠা শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত এই প্রথম পৃষ্ঠার প্রসঙ্গের মিল নাই। মধ্যে অনেকখানি লিপিকার প্রমাদ বাড়িয়া গিয়াছে।

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যাএ বলে আচা ভুয়া (১)॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়ে।
শুনি কি বলিব মোর বাপ আর মায়ে॥
হাসিবে সকল লোকে বৃথা হৈল কাজ।
বর না পাইল আমি পাইল মহালাজ॥
মনেত ভাবিয়া দুঃক্ষ বহুল কান্দিল।
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা বিমস্যিয়া (২) চাহিল॥
গোর্ক্ষের বুঝিল সব মায়ার চরিত্র।
মায়া করি ভণ্ডিতে তাহার হইল চিত্ত॥
ই বলিয়া রাজকন্যা স্তুতি আরম্ভিল।
করজোর করি নারী কহিতে লাগিল॥
মহাদেব দিল বর স্বামী পাইল তোকে।
কপট করিয়া প্রভু কেনে ভাণ্ডে মোকে॥
কপট ছাড়িয়া যদি না তোষ আমারে।
স্ত্রীবধ দিব আমি কহিল তোমারে॥
কুমারির বাক্ষ সুনি ইসিদে (৩) হাসিল।
কন্যা সম্মুদিয়া সিদ্ধা কহিতে লাগিল॥
তোমারে ভাণ্ডিল হরে কপট করিয়া।
কহিব সকল কথা না করিবু মায়া॥
না হয় স্ত্রীপুরুষ মুই না হই যুবান।
তেজঃবীর্য্য নাহি মোর কহি তোমার স্থান।
সুকুনা শরীর মোর কাষ্ঠ সম সর
ছায়াতে নাহিক ফুল মান্দার সম সর॥

শরীরেতে বিন্দু নাহি কাষ্ঠ সম সর।
সিদ্ধার মেনেতে (১) নাহি মোর সম্বসর॥
আমার বচন দেবী যদি ধর তুমি।
পাইবা পুত্রের বর যদি দিব আমি॥
আমার কর্পটি জলের সর্ব্ব সিদ্দি হয়।
ভক্তি করিয়া তারে যেই জনে লয়॥
এহি কর্পটির ধোয়া যদি কর পান।
জন্মিবেক সিদ্ধাপুত্র দেখ বিদ্যমান॥
গোর্ক্ষের বচন তবে শিরেতে করিয়া।
কর্পটি ধুইয়া জল খাইল আনিয়া॥
কর্পটি ধুইয়া যদি খাইলেক পানি।
সেই জোগে গর্ভবতী হৈল কন্যা খানি॥
দশদণ্ড অন্তরে ছাওয়াল প্রসবিল।
সর্ব্ব অঙ্গে সিদ্দার বেশ তাহারে দেখিল॥
দেখিয়া যে গোর্ক্ষনাথে ধ্যান আরম্ভিল।
শ্রীকর্পটিনাথ নাম তখনে রাখিল॥
কন্যা সম্ভাষিয়া তবে গোর্ক্ষে চলি গেল।
বিজয়ানগর (২) ছাড়া বৈকুণ্ঠেত গেল॥
বৈকুণ্ঠেত বসে নাথ করিয়া আসন।
কালফা চলিয়া যায় সৈঙ্গেত গমন॥
বায়ুবেগে চলি যায় মনে জপি গতি।
তরুতলে বসিয়াছে গোর্ক্ষ মহামতি॥
ছায়ার শরীর গোর্ক্ষ দেখে ততক্ষণ।
হাসিয়া চলিল তবে গোর্ক্ষ মহাজন॥
এমত আছয়ে কোন সিদ্ধার ভিতর।
না কৈল আমারে মাস্ক কিশের অন্তর॥

(১) আশ্চর্য্য।
(২) বিমর্ষ হইয়া; অথবা সংস্কৃত বিমৃশ্য হইতে আসিয়াছে ধরিলে "চিন্তা করিয়া" এই অর্থ হয়।
(৩) ঈষৎ।

(১) অর্থ কি? বোধ হয় "মাঝে" এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।
(২) বিজয় নগর কোথায়? রাজসাহীর অদূরে প্রসিদ্ধ বিজয়সেনের রাজধানী এক বিজয় নগর আছে।

মনে ভাবি গোর্ক্ষনাথে তানে পাঠাইল।
বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাই (১) পাঠাইল ॥
তখনে পানাই গীয়া ধরিলেক বলে।
নামাএ আসনে তারে ধরিয়া আচলে ॥
তাহারে দেখিয়া তবে বলিলেক রোষে।
এমত আসনে যায় কেমত সাহসে ॥
গোর্ক্ষের বচনে যোগী বহুল কেটাই। (২)
আমার বচন শোন নাকর বড়াই ॥
বনমধ্যে তুমি জতি যে গোর্ক্ষাই।
এথাতে রৈয়াছ তোমার গুরু কোন ঠাই ॥
বড়াই না ছাড় গোর্ক্ষ জিয়ানর কোন ফলে। (৩)
তোমার গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে ॥
মোর গুরু চাহিতে বেড়ায় ত্রিভুবনে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলাম কদলীর স্থানে ॥
দেখিলাম * * * * নাহি।
* * * * * *
দশন গলিত হৈল পাকা মাথার কেশ।
কামিনীর কোলে তার জীবন কৈল শেষ ॥
বয়স হৈল তার দিন নাহি আর।
শরীরেত রস নাহি অস্থিচর্ম্ম সার ॥
তাহারে দেখিয়া গেল যমের ভোবন।
তথাতে দেখিল (৪) আমি তাহার লিখন ॥
তিন দিন বাকী আছে আয়ু হৈল শেষ।
তাহাকে আনিতে যমে করিছে আদেশ ॥
যদি বা না চায় গোর্ক্ষ কলঙ্কের ডর।
ত্বরিতে তবে ত গিয়া গুরু রক্ষা কর ॥

তত্ত্ব কথা কহি আমি শুনরে গোর্ক্ষাই।
হেন গুরু রক্ষা পায় ঠাকুর মিনাই ॥
কানাইর বচনে গোর্ক্ষে আ (শ্বাস) বিশেষ।
তোমার গুরুর আমা হইতে শুনহ উদ্দেশ ॥
বন্দী হৈছে তোমার গুরু মেহারকুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে ॥
মেহার কুলেত আছে বড়হি ডাকিনি।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিনী ॥
বিধবা রমণী সে যে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা এ বঙ্গে তার ঘর ॥
তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল। (৫)
মাটির করিয়া গড় তাহাকে থুইল ॥
হস্তি সব বান্ধি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঙ্গে সিদ্ধা তাহার ভিতর ॥
দুই শিষ্যে পাইল দুই গুরুর উদ্দেশ।
দুইর হইল তবে তেন মত ভেস ॥
কোলাকুলি করি তারা একত্রে বসিল।
যার যেই গুরুর যে উদ্দেশে চলিল ॥
কালফা চলিয়া গেল মেহার কুলেত।
ততক্ষণে গোর্ক্ষনাথ চলে কদলিত ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাইল যতি যে গোর্ক্ষাই।
যমপুরে গিয়া যে গুরুর লেখা চাই ॥
সিদ্ধের খান্তা সিদ্ধের ঝুলি তুলিয়া দিল গাএ।
হাতে লাঠি লইল পানাহি দিল পাএ ॥
এহি মতে চলিয়া গেল যমের আলএ।
সভা করি বসিয়াছে যম মহাশএ ॥
গোর্ক্ষেরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।
হাত ধরি বৈসাইল আপনা আসনে ॥

(১) জুতা; উপানৎ হইতে আসিয়াছে।

(২) কেটকেটাইয়া, বকিয়া।

(৩) বাঁচিয়া থাকার ফল কি?

(৪) উত্তম পুরুষে "দেখিল" "গেল" ইত্যাদি প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

(৫) হাড়িফার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীচাঁদ তাহাকে মাটির নীচে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল এই বিবরণ ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে নাই, কিন্তু দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত শুকুর মহম্মদের ময়নামতির পুঁথিতে আছে।

যমরাজে বলে শোন গোর্ক্ষনাথ যতি।
কি কারণে আগমন এথা মহামতি॥
গোর্ক্ষনাথে বোলে শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
আমার বচন শুন ধর্ম্ম অনুসারি॥
অনাদি নিধন জান মিন মহাশএ।
গুরুরশাপে কদলিতে পড়িছে নিশ্চএ॥
ভুলিয়া রহিল মিন কদলীর নগরী।
তাহারে তলপ কেনে মৃত্যু অধিকারি॥
যদি জুগি আনিতে চাও আপনা ভবন।
চল তুমি আমি যাই ব্রহ্মার সদন॥
বিষয়ের কালে কেহ না চিনে আপনা।
মনেত ভাবিয়া চাহ তুমি কোন জনা॥
আমার যতেক বল জানহ যখন।
পৃথিবী সহিতে তোরে করিমু গ্রহণ॥
কেবা তোরে দিল বিষয় কহ মোর ঠাই।
কহ কহ করি গোর্ক্ষে উঠিল কেটাই॥
সাক্ষী হৈয় চন্দ্র সূর্য্য তোমরা ত্রিভুবন।
ক্রোধ হইয়া কামবান টানে মহাজন॥
হুঙ্কার করিয়া গোর্ক্ষে কামে (১) কৈল মন।
টলমল কৈল যত যমের ভবন॥
ক্রোধ দেখি গোর্ক্ষনাথের যম কাঁপে ডরে।
যতেক কাগজ আনি দিলেন্ত গোচরে॥
একে একে যত পড়ি চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা চাহে মন দিয়া॥
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
মুছিল কাগজ চাহিয়া গুরুর লিখন॥
লেখা মুছিয়া গোর্ক্ষনাথ আসিল উঠিয়া।
বকুল বৃক্ষের তলে বসিল আসিয়া॥
যতি নাথে বলে নন্দ মেনন্দ মোর ভাই।
ভাগ্য-ফলে রক্ষা পাইল ঠাকুর মিনাই॥

ভাগ্যে আসি কালকাএ মোরে দিল খোটা।
ইঙ্গিতে বান্দিল আমি যমরাজার ঝাটা॥
গুরুর নামে কাটা দিয়া আইলাম যমরাজ পুরী
এজনমে শমনের ভয় রাখিলাম সম্বরি॥
কায়া শুষি খাইলেক ষোলশ কদলি।
যত রসি আছিলেক সব নিল হরি॥
সাত পাঁচ ভাবি নাথ মনে কৈল সার।
নিশ্চয় করিমু মুই গুরুর উদ্ধার॥
নিজরূপ ধরি যদি কদলিতে জাই।
ভোলেতে পড়িছে গুরু দৈবে দেখা পাই॥
গোর্ক্ষনাথে বোলে নন্দ মোহানন্দ ভাই।
আমিত ব্রাহ্মণরূপে গুরুরে বুঝাই॥
নন্দ মহানন্দে যদি প্রভুর আজ্ঞা পাই।
আজ্ঞা অনুরূপে কর্ম্ম করিবারে চাই॥
নাথ বোলে ঝাটে যায় বিশ্বকর্ম্মার ঠাই।
আমার সংবাদ তানে কহিবা বুঝাই॥
তাহান স্থানে সংবাদ কহিবা ভালে ভাল।
রত্নময় করি দেউক দুই জোড় তাল॥
কাব্য নাম মাদল দেউক বিচিত্র জে ছানি।
সুস্বর সুন্দর যেন জগতে বাখানি॥
তার ঠাই মোর যে আছে কএক কথা।
সোবর্ণের গুণ গঠিয়া দেউক যে পিতা॥
সোবর্ণের লাড়ি দেওক সুবর্ণের ছাতি।
সুবর্ণের গাড়ু দেউক সুবর্ণের জুতি॥
ততক্ষণে বন্দিলেক গুরুর চরণ।
প্রভুর আদেশে নন্দ করিল গমন॥
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে নন্দ দিল দরশন।
কহিল নাথের যত সম্ভাষ (২) বচন॥
কদলির ভোলে মিন ডুবিয়া রহিল।
তানে উর্দ্ধারিতে নাথে আপনি চলিল॥

(১) কাম এখানে ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) সংবাদ।

যোগীরূপে যাইতে নারে কদলির দেশ।
দ্বিজ-রূপে যথা তথা করিব প্রবেশ॥
ব্রাহ্মণের সর্জ্জদিতে করিছে আদেশ।
পথ নিরক্ষিয়া নাথে বসিছে বিশেষ॥
বিশ্বকর্ম্মাএ যদি পাইল নাথের সংবাদ।
সুবর্ণের সর্জ্জ দিল করিয়া প্রসাদ॥
ভাণ্ড ভরিয়া সর্জ্জ লহিলেক নন্দ।
দেখিয়া সুবর্ণ সর্জ্জ হইলেক রঙ্গ॥
গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোটা।
মাথেতে আল্‌গা ছাতি নন্দে লইল লোটা॥
আগে পাছে দুই শির্ষ্য নন্দ মহানন্দ।
হাতে তুলি লইল নাথে সুবর্ণের ভাণ্ড॥
ব্রাহ্মণ হইয়া নাথে কদলিতে যায়।
এক দৃষ্টে কদলির সভাএ রঙ্গ চায়॥
নমস্কার কৈল বোলে হও দীর্ঘজিবী।
সভা আশীর্ব্বাদ কৈল প্রভু থাক সিবি॥ (১)
যতিনাথে বলে নন্দ উঠ ফিরি যাই।
এহিমতে নাপারিমু আনিতে গোঁসাই॥
দ্বিজরূপে দেখি সবে করে নমস্কার।
অশীর্ব্বাদ না করিলে লোকে কৈব ছাড়॥
সিস্তার বচন বৃথা না হয় কদাচন।
আশীর্ব্বাদ দীর্ঘজিবী হৈব সর্ব্বজন॥
বলিয়া জতিনাথে আসিল উঠিয়া।
পুনরপি হৈমু জুগি কন্ঠে কুণ্ডল দিয়া॥
নাথে বোলে শুন কহি মহানন্দ ভাই।
যোগীরূপে আসিবাম গুরুরে বুঝাই॥
ই বলিয়া জতিনাথে আসন তুলিল।
বুঝাইতে মিননাথ গোর্ক্ষে চলিল।
আসন তুলিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাছান (২) উড়য়ে যেন আকাশ উপর॥

(১) প্রভুর সেবাতে অবস্থান কর।
(২) বোধ হয় একরকম পাখী। (চিল?)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাথ যায় ধীরে ধীরে।
যেন দেখে চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত ফিরে॥ (৩)
চাহিতে চাহিতে দেশ কদলিতে যায়ে।
গগনে থাকিয়া যত দেবগণে চাহে॥
বায়ুভরে যায় যোগী বিদ্যুতের গতি।
ঘরে ঘরে পতাকা দেখয়ে পাতি পাতি॥ (৪)
হেটমুখে চাহে নাথ সৈন্যে করি ভর।
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির ঘর॥
একে একে গোর্ক্ষনাথ সর্ব্বরাজ্য চাহে।
স্থানে স্থানে অগরু চন্দন গন্ধ পাএ॥
নাথে বলে এই রাজ্য অতি বড় ভালা।
চারি কড়া বিকি যায় চন্দনের তোলা॥
সকলের পাএ দেখি পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘরে ঘরে দেখি সোণার কুমোরা॥
কাহার পুস্কর্নির জল কেহ নাহি খাএ।
হিরামন মাণিক্য দেখি রৌদ্রেত শুকাএ॥ (৫)
এক রাউলের (৬) ঘরে দেখে দুই তিন নারী।
যোলশ রমণী লৈয়া মিনে করে কেলি॥
সুবর্ণের গৃহ সব বিচিত্র নগর।
সকল নগরে দেখে বড় বড় ঘর॥
কাঞ্চনে রচিত ঘর রত্নশোভা করে।
সুরম্য পতকা তাথে প্রাচীর উপরে॥
রাজ্যের ভিতরে নাথে দেখে নানারঙ্গ।
মিননাথ রহিয়াছে যুবতীর সংহে॥
ধর্ম্ম রাজ্য গুরুদেব করিল বাসাখানি।
সোনার কলসি ভরি লোকে খায় পানি॥

(৩) চন্দ্রসূর্য্য যেমন করিয়া পৃথিবীকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে সেই রকমে।
(৪) সারি সারি।
(৫) ভবানীদাসের ময়নামতীর পুথিতে এই দুই লাইন প্রায় অবিকল ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।
(৬) গৃহস্থ (?) বাউলের বিপরীত।

সর্ব্বরাজ্য দেখে নাথে এক সমসর। (১)
গুরু দিছে সরোবর দেখয়ে সত্বর॥
উত্তম যে সরোবর নির্ম্মল যে জল।
হংস চক্রবাক শোভে পদ্ম যে উৎপল॥
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল।
বকুলের তলেদেখে নির্ম্মল আছে স্থল॥
আসন মেলাইয়া বসে বকুলের তলে।
আসন নামাইয়া নাথে হরি হরি বোলে॥
কেমতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ।
সর্ব্ব * * * * * করিল স্মরণ॥
কার ঠাই পুছিমু যে বুলিবাম সার।
কেমতে জানিব মুই রাজ্যের ব্যবহার॥
সাতপাঁচ ভাবি মনে দেখে গোর্ক্ষে চাহি।
কাখে কুম্ভ যাইল এক কদলির মাই॥
তরুতলে বসিয়াছে গোর্ক্ষ মহামুনি।
আচম্বিত মিলিল আসি নগরের জুগিনি॥
জলে ভরি উটে নামে সরোবর কুলে।
নাথে যোগিনীরে দেখে জল ভরি ঢালে॥
দেখিয়া নাথের রূপ নারী গেল ভোলে।
হানিল মদনরূপ শরীরের দলে॥
চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আসিল।
আপনার যতগুণ কহিতে লাগিল॥
কটিদেশে হাতদিয়া বামা কহে ছলে।
পয়োধরে বস্ত্রনাহি রত্নহার খোলে॥
কোন দেশে থাক যোগী কোন দেশে ঘর।
কি কারণে আসিয়াছ কদলি নগর॥
আমার রাজ্যের রাজা ঈশ্বর মিনাই।
সে অবধি নাহি দেখি প্রদেশী (২) যোগাই॥
প্রদেশী যোগীরে পাইলে চরে নেয় ধরি।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া ফালাএন্ত মারি॥
লৈক্ষে লৈক্ষে যোগী সব ফেলিয়াছে মারি।
মরার দুর্গন্ধে পন্থে চলিতে না পারি॥
যত যোগী মরিতেছে আসিয়া কদলী।
মাংস খাইয়া মহাপুষ্ট দুর্ব্বল শ্রীকালি॥
অনেক মারিল যোগী কদলিতে আসি।
আজি কা'ল মধ্যে তোরে মারে হেন বাসি॥
যত যোগী কদলিতে দিয়া আছে সাল।
রাত্রি দিনে খায় মাংস শুকুন শ্রীকাল॥
মঙ্গলা কমলা আর দুই পাটেশ্বরী।
তাহারে যে সেবা করে ষোলশত নারী॥
বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল।
যুবা যোগী পাইলে তুলিয়া দেয় সাল॥
অধ্যবসের (৩) যোগী পাইলে কমরে তুলি কাটে।
পোলা যোগী পাইলে পাটাতে তুলি বাটে॥
সুন্দর দেখিয়া তোমা পোড়ে মোর মন।
তে, কারণে কহিল আমি ইসব বচন॥
ধন্য ধন্য যোগী তুমি ধন্য মায় বাপ।
কমল শরীর তোর দেখে লাগে তাপ॥
তর্ত্ব না জানিয়া যোগী এথাতে আইলা।
এ দেশে আসিয়া তুমি বিপাকে পড়িলা॥

নাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ॥

দেখিয়া নাথের রঙ্গ: যোগিণী হইল সঙ্গ:
শুন শুন প্রদেশি যোগাই॥
যত কিছু আমি কই: সর্ত্য হেন জানিবা সেই:
আমার বাড়ীতে চল যাহি॥
তোমার সাহস বড়: মনেত নাহিক ডর:
না জানে দেশের ব্যবহার॥

(১) সংসার।
(২) বিদেশী।
(৩) অর্দ্ধ বয়সের।

কোটয়ালে নিব ধরি : ভাঙ্গিবেক গাবুরয়ালি : (১)
তুলিয়া দিবেক নিয়া শাল ॥
যবে মিন আদি করি : নাহি সএ (২) দেশান্তরি :
না আইসএ প্রদেশী যুগীয়া ॥
আর দেশে যায় যোগী : ঘরে ঘরে খায় মাগি :
প্রাণ লৈয়া জাঅ পলাইয়া ॥
আমি তোকে কহি দড় : আমার বচন ধর :
চল ঝাটে আমার আলএ ॥
এথাতে থাকহ জবে : কোন জনে দেখে তবে :
ঝুলি খাঁতা লইবেক কাড়ি ॥
আঁচলে ঢাকিয়া নিমু : মণ্ডবেত বাসাদিমু :
থাল ভরি দিমু দুগ্ধ ভাত ॥
নিতি নিরামির্ষ খাই : ব্রহ্মানি আচার মুহি :
চল যাই আমার বাসাত ॥
কহিলাম তোমারে তবে : পাইলে মিনের দূতে :
প্রাণ লৈব জানিঅ প্রদেশী ॥
চল তুমি আমার বাড়ী : পালিমু যে যত্ন করি :
যেন তুমি হৈলা গৃহবাসী ॥
আথলে কহিএ তোকে : কেবা জানি তোমা দেখে :
উঠ যোগী চল জাই ঝাটে ॥
আগে আগে হাট তুমি : পাছে পাছে যাই আমি :
যত কথা কৈমু ভাটে ভাটে ॥
যুবক যুবকির কথা : হেট কেনে কর মাথা :
হাসিয়া না চায় কেনে মুখ ॥
শুনিয়াছি ইতিআস : বএসে নাহিক দোষ :
পাপ নাহি না ভাবিয় দুক্ষ ॥
যোগীর ঘরে যোগী যাইবা : অন্নজল স্থিতি পাইবা :
কার কিছু না হইব ভএ ॥
তুমি আমি জাতিজন : হৈলাম আনি উপাসন :
দোষ নাহি শুন মহাশত্র ॥

(১) শক্তিমত্তা।
(২) সহ্য করে।

যুবক যুগীয়া তুমি : যুবক যোগণী আমি :
জে থাকে (১) করিমু ব্যবহার ॥
সেবিবাম রাত্রি দিনে : ভিন্ন ভিন্ন নাহি মনে :
অদীনেতে পালিমু তোমারে ॥
কাটিমু যে চিকন সুত : দেখিবা যে আদভুত :
অপনি বুনিবা দিব্য ধুতি ॥
তোরে লৈয়া যাইমু হাটে : পথে বাহি রহ যে (২) বাটে :
বেচিয়া আসিমু শীঘ্রগতি ॥
তবেত সমাজে যাইবা : মধুভাণ্ড (৩) আগে পাইবা :
কথা কৈবা দুই হস্ত নাড়ি ॥
জাত গোত্র সব পাইবা : আনন্দে বসিয়া খাইবা :
দূরে যাইব খাতা আর ঝুলী ॥
শীঘ্রগতি চল যাই : নিয়রে আমার ঠাই :
ঘরে মুগ্ধা আছে লক্ষুটী ॥
জীবন সাফল্য হৈব : সদাএ তোমার দেখা পাইব :
সাতে আসি খাঅ মধুভাত ॥
প্রতিনিতি সেবিব খাটেত বসাইয়া থুইব :
দুইজনে খাইমু এক সাত ॥

খর্পছন্দ পয়ার

হাসিয়া বলিল তবে জতি জে গোর্ক্ষাহি।
ভালকথা যোগিণী শুনিল তোর ঠাই ॥
মাগিয়া খাই যোগী আমি ভ্রমি প্রতিদেশ।
এমত দেশেত কেহ না করে প্রবেশ ॥

(১) কপালে যাহা থাকে।

(২) পথে পসরা বহিয়া তুমি রাস্তায় ই দাঁড়াইয়া থাকিও, হাটের গোলমালে আর তোমার যাইতে হইবে না, আমিই তথায় যাইয়া ধুতি বেচিয়া আসিব।

(৩) মত্তভাণ্ড ? তান্ত্রিক চক্রে মদ্যের ব্যবহার খুবই হইত এবং সর্বাপেক্ষা সম্মাননীয় জনকে সর্ব প্রথম মত্ত দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত।

শুনিয়া দেশের কথা বড় লাগে ভএ ।
মাগিয়া খাইতে আইলাম জীবন সংশএ ॥
কোন দেশে নাহি শুনি এমন প্রমাদ ।
কদলির রাজ্যেত নিয়া যুগী করে বদ ॥
ভালকথা রাউলানি (১) কহি (যে) অখন ।
মিনেরে দেখিতে মোর হইয়াছে মন ॥
সরল বচন কহ রাউলের ঝিই ।
কিরূপে দেখিমু মুই ঈশ্বর মিনাই ॥
কিরূপে যাইতে পারি মিননাথের পুরী ।
কেমতে আসিতে পারি আপনে সোন্দরী ॥
কেমনে পাইমু আমি মিনের দরশন ।
কহরে জুগিনী কৈন্যা স্বরূপ বচন ॥
নাথের বচন শুনি যুগীর ঝিয়াই ।
আমি কহি শুন দেখা পাইবা মিনাই ॥
পুরুষের গতি নাই পুরির ভিতর ।
নির্ত্তকি সকল জাইতে আদেশ রাজার ॥
আর জন যাইতে নারে মিনের সাক্ষাতে ।
ছল করি যাইতে পারে তাহার সভাতে ॥
আমার বাড়ীতে আইস অমি নিব তোরে ।
নাটোআর ভেসে চল নির্ত্ত করিবারে ॥
নাটোয়ার সঙ্গি তোর করি দিব মিতা ।
মিনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ছোথা ॥
নাথে বলে কহি শুন যুগীর কুমার ।
তোমার ভোবনে আমি যাইতে না পারি ॥
তোমার বাড়ীতে জদি আমারে দেখীলে ।
মোরে তুলি খোটা দিব এত জুগী রাউলে ॥
চল চল মাহি তুমি আপনার ঘরে ।
মোর বরে হৈবা তুমি পরম সোন্দর ॥

আর এক বর দিলাম চলি জায় ঘর ।
রত্নসব ভরিয়াছে তোমার ভাণ্ডার ॥
সুবর্ণ রজত ঘর্ ভরিয়াছে চাউলে ।
হাসিয়া বোলান (১) দেউক এত জুগী রাউলে ॥
ধর ধর যায় তুমি অষ্ট অলঙ্কার ।
এহারে পরিয়া চল দ্বারে আপনার ॥
ঝুলি হৈতে খসাইয়া দিল অষ্ট অলঙ্কার ।
এহারে পরিয়া নারি আনন্দ অপার ॥
চল চল যুগিনী ঘরেত চল এবে ।
নাথের বচন শুনি চলি যায় তবে ॥
নাথেরে এড়িয়া যাইতে নাহি লয় মনে ।
ধীরে ধীরে যায় নারী অমুজোগমনে ॥
মন দুক্ষে জল ভরি ধীরে ধীরে যায় ।
যাইতে নাহিক ইচ্ছা ফিরি ফিরি চায় ॥
যাইতে নাথেরে এড়ি পাও নাহি চলে ।
কথদুর গিয়া ঘাড়া ভাঙ্গিলেক ছলে ॥
ঘাড়া ভাঙ্গি কান্দে নারী আসিলেক দাএয়া (২) ।
ফিরিয়া আইল কন্যা যোগীর লাগিয়া ॥
ভাঙ্গিল আমার ঘাড়া যাইব কেমতে ।
কোথায় পাইব মুহি কলসি কিনিতে ॥
ভাঙ্গিল কলসি মোর তোমার কারণে ।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে প্রাণে ॥
তাহাকে শুনিয়া নাথ হৈল মহারোষ ।
ঝুলি হতে খসাইয়া দিল সোনার কলস ॥
চল চল যোগিনী চলিয়া যায় ঘর ।
আপনি ভাঙ্গিলা ঘাড়া পরেরে দেখায় ডর ॥
মুখে লজ্জা নাই তোর ফিরি আইস কেনে ।
তুমি যেই চায় সেই নাহি মোর মনে ॥
জায় জায় বলি নাথে বলে ঘন ঘন ।
কান্দিয়া বিথল নারী ক্ষেমা নাই মন ॥

(১) রাউলানি, রাউলের ঝি, যোগীর ঝি ইত্যাদি সমানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই গৃহস্থ যোগী দিগকে রাউল বলিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক শ্রেণীর গুজরাটি ব্রাহ্মণদের রাউল উপাধি আছে।

(১) হরিবোল ? জয়ধ্বনি ?
(২) ধাইয়া।

ফিরি ফিরি আইসে আর কত দুর যায়।
ফেফোরাইয়া ফেফোরাইয়া কান্দে যাইতে না চায়॥
দেখিয়া জে জতীনাথে উপরে ফাফরে।
৩ ভুবন সাক্ষী করি যতী নাথে বলে॥
সাক্ষী হইও রবি শশী মোর দোষ নাই।
ফিরি ২ আইসে কেনে যুগীর ঝিয়াই॥
সাক্ষী হইও দেবধর্ম্ম সাক্ষী হইও তুমি।
বৈরাগী মারিয়া পাও ভাঙ্গিবাম আমি॥
নিঠুর বচন শুনি যোগিনী চলিল।
ততক্ষণে যতিনাথে আসন তুলিল॥
মিনের পুরিতে যাইয়া হৈল উপস্থিত।
গুরু গুরু বলি নাথে চলিল ত্বরিত॥
সিদ্ধা না দেখিয়া নারী তবে ঘরে গেল।
ততক্ষণে গিয়া গোর্ক্ষে পুরীতে মিলিল॥
মিনের পুরীতে গিয়া হৈল উপস্থিত।
রত্নময় পুরী খানি দেখিল শুভিত॥
মনেত ভাবিয়া গোর্ক্ষে সিঙ্গাতে দিল সান।
চমকিত হৈল তবে মিননাথের প্রাণ॥
পুরীর ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি।
ডাহিনে বামে চাহে নাথে নিজ মনে গুনি॥
সিংহনাদ শুনি মিন হইলেক ভোলা।
ভাণ্ডিআ নিবারে পারে মোঙ্গলা কমলা॥
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মোঙ্গলা দুয়ারি।
আসিছে কেমন যোগী তারে আন ধরি॥
মোর দেশে আসি বেটার এত গাবুরাল।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে দেহ শাল॥
রাজার আদেশ পাইয়া দারিএ তখন।
হাতে অস্ত্র করি তবে আইল জনে জনে॥
একে একে চাহে সবে রাজার উয়ারি (১)।
অন্তর্ধান হৈয়া গোর্ক্ষে বলে হরি হরি॥

একে একে বিচারে কোঠের আসে পাশে।
মুখেত কাপড় দিয়া গোর্ক্ষনাথে হাসে॥
মহাভোলে পড়িয়াছে ঈশ্বর মিনাই।
কিরূপে আনিমু মুই গুরুরে বুঝাই॥
ভোলেত পড়িছে গুরু আপনা পাসরি।
ভার্গ্যে না পাইল মোরে ষোলশত নারী।
যদি সে পাইত মোরে ষোলশত নারী।
ঝুলি খান্তা আমার যে সবে নিত কাড়ি॥
বুদ্ধির সাগর নাথ বিচারে পণ্ডিত।
মনেত ভাবিয়া নাথ স্থির কৈল চিত॥
কিরূপে পারিমু মুই মিনেরে দেখিতে।
নাটোয়ার ভেসে যাইমু গুরুর বিধিতে॥
ই বুলিয়া যতিনাথে উঠীয়া আইল।
বকুলের তলে যাইয়া পুনি দাড়াইল॥
নন্দ মহানন্দ তারা দুই ভাই।
আনিয় নাটোয়া রূপে গুরুরে চেতাই॥
বিশ্বকর্ম্মার স্থানে গিয়া কহ মোর কাজ।
শীঘ্র করি দেউক মোরে নাটোয়ার সাজ॥
সুবর্ণ মৃদঙ্গ দেউক সুবর্ণের তাল।
সুবর্ণ ছিকল দেউক যেন লাগে ভাল॥
গোর্ক্ষের বচন নন্দে না করে অন্যথা।
ঝাটে চলি গেল বিশ্বকর্ম্মা আছে যথা॥
বিশ্বকর্ম্মায় শুনিলেক নাথের সংবাদ।
ততক্ষণে গড়ি দিল না করিল ব্যাজ॥
নানা বর্ণে গড়ি দিল রত্ন অলঙ্কার।
নন্দের হাতেত দিল করিয়া বেবার॥

(১) উয়ারি শব্দটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। বর্ত্তমান প্রয়োগ হইতে বুঝা যাইতেছে যে রাজবাটির বাহিরের কোন অংশকে উয়ারি বলিত। দেউরি শব্দটির গঠনও উয়ারি শব্দেরই মত। উয়ারি পারস্য বা আরব্য ভাষা হইতে না আসিয়া থাকিলে ইহার একটা অর্থ অনুমিত হইতেছে। ঢাকা নগরের পূর্ব্ব ভাগকে উয়ারি বলে। ইহা হইতে অনুমান করিতেছি যে "উদয় দ্বার" শব্দটিই উয়ারি শব্দটির মুল।

নাথের হাতেত নিয়া দিল অলঙ্কার।
একে একে পড়িলেক যত অলঙ্কার ॥
গলাতে দিলেক নিয়া সোল ছড়িহার।
করেত কঙ্কন দিল দেখিতে সুন্দর ॥
কপালে তিলক দিল নয়নে কাজল।
শ্রবনে তুলিয়া দিল বিচিত্র কুণ্ডল ॥
গাএত কাচলি দিল কমরে খিচনি (১)।
করিল বিবিধ সাজ ভুবনমোহনী ॥
থাউক আনের কার্জ্জ লোভে মুনিগন।
কটাক্ষে চাহিতে হরে জুগী সির্দ্ধার মন ॥
সুবর্ণে রচিত বস্ত্র পড়িলেক টোব (২)।
আছোক আনের কার্জ্জ দেবে করে লোভ ॥
নন্দে মৃদঙ্গ লৈল্ করতাল মহানন্দ।
আচর্জ নাটোয়া হৈয়া চলে তিনজন ॥
মহানন্দ কান্দে মৃদঙ্গ তুলিয়া।
আপনে নাটোয়া গোক্ষে যাহেন চলিয়া ॥
সুভক্ষণ করিয়া কর্দলি দিল পাও।
নাটোয়ার নগরে গিয়া তুলিলেক গাও ॥
যত সব নাটকের নাটোয়া সুন্দরী।
নাটোয়া সবে মিলি ঝাট আনিল ধরি ॥
এহিরূপ নাটোয়া যদি মিনেরে দেখাই।
সকল দিনের ফল একদিনে পাই ॥
ই বলিয়া নাটোয়া সব একত্রে মিলিল।
নাটোয়ারে আগে করি তখনি চলিল ॥
দারে আসি মিলিয়া মাদলে দিল হাত।
দুই কর্ণ পাতি শুনে রাজা মিননাথ ॥
দারিএ নাটোয়া দেখি পাড় গেল ভুলে।
এমন নাটোয়া না দেখেছি কোন কালে ॥
এমন নাটোয়া যদি মিনএ দেখিল।
মোঙ্গলা তেজয়ে তাহারে যদি পাইল ॥
মহাদেবী স্থানে আমি কহিতে জুআএ।
যেই মতে নাটোয়া সবের দেখা নাহি পাএ ॥
দারিএ কহিল গিয়া মোঙ্গলার ঠাই।
একখানি কথা আমি কহিবারে চাই ॥
কোথা হনে আসিয়াছে নাটোয়া সুন্দরী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সে যে রূপে বিদ্যাধরী ॥
আর যত নাটোয়া দেখছি বার বার।
এমত সুন্দরী নারী না দেখেচি আর ॥
তুমি সব নহে তার দাসী সমতুল।
তব বিদ্যমানে নাহি .. .. ॥
দারির বচন শুনি দেবী আইল ধাইয়া।
নাটোয়া সুন্দরী তবে দেখিলেক যাইয়া ॥
নাটোয়ার রূপ দেখি মহাদেবীর ডর।
মনেত ভাবিয়া দুক্ষ করিল প্রচার ॥
কথা হতে আসিয়াছ কি নাম তোমার।
কাহার নাটোয়া তুমি কহ তত্ত্ব সার ॥
তবে সে যে বোলে আমি ইন্দ্রের নাটোয়া।
নাম মোর সুলচনা নিবেদিল তুয়া ॥
প্রিথিবী ভ্রমিয়া আমি আইলাম এথাতে।
নৃত্য গীত করি আমি রাজার সাক্ষ্যাতে ॥
[নৃত্য গীত করিল] আমি শিবের সভাত।
অনেক প্রসাদ পাইল বহু মূল্য তাত ॥
আর নাট কৈল আমি ব্রহ্মার সভাত।
পুণ্যবর.....................বিদিত ॥
তথাতে শুনিলাম আমি মিন মহা দাতা।
তে কারণে আসিয়াছি শুন মোর কথা ॥
নাটোয়ার কথা শুনি মঙ্গলা চিন্তিত।
এ নাটোয়া নাছে যদি মিনের বিধিত ॥

---

(১) কোমরবন্ধের পরিবর্ত্তে এই সুন্দর শব্দটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(২) ঠোস্। সমতল ভূমিতে কিঞ্চিন্নিম্ন স্থান। যথা—"সে হাসিলে গালে টোব পড়ে।" "পাথরে লাগিয়া ঘটিটাতে টোব পড়িয়াছে।"

এহারে দেখিয়া ভোলে পড়িবেক মিন।
একে দেখ ষোলশত আমার সতীন॥
হের গো নাটুয়া তোমারে আমি বলি।
ঘাটাভরি ধন দিব তুমি যায় চলি॥
প্রসাদ দিবাম আমি বসন ভূষণ।
এথা হতে ভাজি তুমি করহ গমন॥
তোমাকে যে বলি তুমি মুখ্য পাটেশ্বরী।
বিনে নাট গীতে দান লইতে না পারি॥
শুনিয়া আইল এথা মিন বড় দাতা।
নাট গীতে....................কথা॥
ইন্দ্রের নাটোয়া আমি ধনের নাই অন্ত।
কি করিব ধন আমি হই কীর্ত্তিবন্ত॥
বিনে দরশনে আমি ঈশ্বর মিনাই।
.........করি আমি ঘরে চলি যাই॥
ক্রোধ হইয়া মোঙ্গলাএ দিলেক উত্তর।
ধেকা মারিয়া করিব তোরে পুরির অন্তর॥
মোঙ্গলা বলিল যদি এতেক বচন।
জয় জয় করিয়া বলিল সর্ব্বজন॥
কেহ কেহ হাতে ধরে কেহ ঠেলা মারে।
ততক্ষণে দিল তারে পুরীর অন্তরে॥
যতীনাথে বলে দারী তুমি মোর ভাই।
আযুকার নাট গীতে যত ধন পাই॥
তাহার অর্দ্ধেক ধন তোরে দিব আমি।
মীন দরশন করি যদি দেও তুমি॥
দারি বলে আমি নাহি চাই তোমার ধন।
মোঙ্গলার প্রসাদে নাহি দরিদ্র জীবন॥
ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি যায় চলি।
সইশ্চাএ না গেলে খাইবা দড় বাড়ি॥
ক্রোধ হইয়া যতিনাথে বলিল বচন।
এমত অনর্থ নাহি দেখি কদাচন॥
গাহনা গাহিয়া নানা দেশেতে বেড়াই।
এমন অধার্ম্মিক দেশে কবু নাই যাই॥

মিনের সভাতে আইলাম নাট করিবার।
ঢেকা মারি কৈল মোরে পুরীর বাহির॥
ক্রোধ হইয়া যতিনাথে মাদল দিল সান।
শুন শুন মিননাথ হইয়া সাবধান॥

দীর্ঘছন্দ নাচাড়ি

দিলাম মৃদঙ্গে হাত : শুন গুরু মিননাথ :
অএ বাপু কর অবধান॥
পড়িলা কদলির ভোলে : রহিলা কামিনীর কোলে :
হাড়াইলা জ্ঞান আর ধ্যান॥
মাদলে কহেন্ত কথা : কেনে গুরু রৈলা এথা :
অএ বাপু চিননি আমারে॥
তুমি গুরু মৈচ্যান্দর : মরনের নাহিডর :
পারনি যে চেলা চিনিবার॥
সিস্য পুত্র হই আমি : গুরু মিননাথ তুমি :
আমি ফিরে তোমারে বুঝাই॥
তিন দিন আউ আছেঃ যাইবা যমের কাছে :
অকারণে ঘরে আছ বসি॥
রাজরাজেশ্বর তুমি : কড়ার ভিকারি আমি :
নবদণ্ড ছত্র ধরি মাথে॥
রাজ্যসুখ হবিলাস : আপনা করিলা নাশ :
ডুবিয়া রহিলা মিন নাথে॥
না বুঝ দেশের বোল : নারীরসে হৈলা ভোল :
নিরবধি কর কেলি কলা॥
তোমার নাহি বিচার : রাজ্য হৈল ছারখার :
বিস্মরিয়া ঘরেতে রহিলা॥
তিনগুন মহাদেবা : তুমি কৈলা তান সেবা :
সব যুগী পৃথিবীতে লই॥
কদলির হৈলা রাজা : ত্রিভূবনে বড় তেজা :
নাম যশ তোমার কিছু নাহি॥
তোমার মাহমা শুনি : আইলাএ যে গাইন গুনি :
দরশন করিতে তোমারে॥

তোমার সভাতে আসি : নাট করি দেখ বসি :
প্রসাদ পাইলে যাইমু ঘরে: ॥
কীর্ত্তি করি সর্ব্বদেশ : দেখহ আমার ভেশ :
তোমার সভার সম নাই ॥
ইন্দ্রের নাটোয়া যারে : অপমান পাইয়া ফিরে :
হইব কেনে তোমার বড়াই ॥
বড় দাতা তুমি মিনে : আইসে গাইন শুনিনে :
কলঙ্ক করিয়া যাইমু ঘরে ॥
যাহা রাজা মিন নাথ : আইল তোমার সভাত :
না পারিল নিত্য করিবার ॥
এমত মাদলে কহে : ছন্দে বন্দে নাথে বাহে (১) :
সর্ব্বজনে হৈল আনন্দিত ॥
পুরীমধ্যে যতজন : সব হৈল একমন :
সব আইল দেখিতে ত্বরিত ॥
শুনিয়া মাদলের ধ্বনি : মিন পুলকিত পুনি :
নাটোয়া আসিছে কোনজন ॥
চিনিতে না পারি তারে : মাদলেত কিবা বোলে :
শুনিবার বলে সর্ব্বজন ॥
নিবেদন পুনি পুনি : মাদলেত কিবা শুনি :
নাটোয়ার্য় চায় দরশন ॥
কমলা মোঙ্গলাএ কহে : শোন রাজা মহাশহে :
নাটোয়া আন এই তিন জন ॥

খর্পছন্দ

শুনিয়া মাদলের ধ্বনি ঈশ্বর মিনাই ॥
আন আন নাটোয়ারে দেখিবারে চাই ॥
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মোঙ্গলা দুয়ারী।
নাটোয়া কেমত তারে আন গিয়া ধরি ॥
রাজার মনের কথা দ্বারিএ জানিয়া।
রাজার সাক্ষাতে দ্বারি দিলেক আনিয়া ॥

(১) বাজায়।

গোর্ক্ষনাথ গেল যদি মিন আছে যথা।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া নামাইল মাথা ॥
গুরুয়ে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার।
আগুবাড়ি গুরু মিনে করএ হুঙ্কার ॥
প্রণাম করিয়া নাথে তালে দিল হাত।
রোমাঞ্চিত হৈয়া বৈসে রাজা মিন নাথ ॥
টিম্ টিম্ করিয়া দক্ষিণে দিল সান।
অম্রেত সঞ্চরিল যেন কর্ণে কৈল পান ॥
বাম হাতে যত্তিনাথে মাদলে দিল ঘাত।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্ক্ষনাথ ॥
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল।
ঝমকে ঝমকে তাল উঠে শব্দতাল ॥
নাচে ভাল গোর্ক্ষনাথ আলগ উপর।
মৃত্তিকাএ নাছোয় পাও দেখিতে সুন্দর ॥
নাচন্তি যে গোর্ক্ষনাথে মাদলের তালে।
শুনিতে সুন্দর বোলে ঘাগরের রোলে ॥
হাতের ঠমকে নাচে গায় নাহি লড়ে।
আপনি ডুবাইল ভরা গুরু আপনারে ॥
অবধান কর গুরু নোয়াইবাম মাথা।
মুখের উত্তর নাহি মাদলে কহে কথা ॥
গোর্ক্ষনাতে নাচন্তি নুপুরে ঝুনু ঝুনু।
দেখিতে দেখিতে মিন পুলকিত তনু ॥
মিনের সভাতে নাহি পুরুষের গতি।
কদলি সহিতে আছে যেন নিশাপতি ॥
মিন নাথে বলে মোর যত আছে সখি।
এমন নাটোয়া আমি কভু নাহি দেখি ॥
নাটোয়ার রূপ দেখে জগত মোহনি।
মধুর বচনে মিনে পুছে পুনি পুনি ॥
তুমি হেন সুন্দরী নাহিক ত্রিভোবন।
নিরান্তর নাটবির্দ্ধি কর কি কারণ ॥
প্রথম বয়েস তোমার নতুন যৌবন।
হেন বৈসে স্বামী নাই কিসের কারণ ॥

সকলের রস তুমি মহে সতন্তর।
নাচিয়া গাইয়া খাও কিসের অন্তর॥
নাচিয়া গাহিয়া খাও কেমত পৌরুষ।
নাটোয়া হইয়া থাক তুমি সভার বশ॥
রাজপাটেশ্বরী হইতে তোমার উচিত।
নাটগীত এড় তুমি বড়ই কুৎচ্ছিত।
মোর ঘরে থাক তুমি হইয়া পাটেশ্বরী।
মোঙ্গলা কমলা সম তোমারে আদরি॥
ইরূপ যৌবন তোমার না কর নিষ্ফল।
আমাকে ভজিয়া রূপ করহ সাফল॥
আমি হেন রাজা নাই গুনের সাগর।
ষোলশ কদলির মাঝে আমি সে নাগর॥
ষোলশত নারী লৈয়া আপনার গুণে।
তোমারে পালিব আমি আপনার মনে॥
হাসিয়া বলিল তবে যতি যে গোর্ক্ষাই।
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই॥
কায়াঁসাধ কায়াঁসাধ (১) মাদলে সে বলে।
সর্ব্বধন হাড়াইলা কামিনীর কোলে॥
গুরু হইয়া না বুঝিলা আপনার বোল।
কায়াঁসুধা কৈলা গুরু সুখাহিলা খোল॥
অভয়ার ঘর দ্বার অভয় ভাণ্ডার।
তাহাতে নাদিলা গুরু চৈতন্যভাণ্ডার॥
অভয়ার ভাণ্ড নিল নির্ভয় ভরিয়া।
যুধাঘর খালি তুমি আছয়ে জুড়িয়া॥ (২)

নাচয়ে যে গোর্ক্ষনাথ মুক্তে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পায় দেখিতে সুন্দর॥
মাদলে কহেন্ত কথা শুন মিন রাএ।
মাটির মাদলে কেনে মোরে গুরু কহে॥
নাট কর নাটোয়া তুমি তাল বাহ ছলে।
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বলে॥
একশিষ্য আছে মোর যতি যে গোর্ক্ষাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাবুর সিদ্ধাই॥
দুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভালে।
তুমি কেন গুরু হেন মোরে বল ছলে॥
বুড়া দেখি তুমি মোরে গুরু হেন বলি।
এমত বলিয়া মোরে যাইতে চাহ ছলি॥
বুড়া নহে দেখ মোরে তরুণা সে লাগে।
শতেক তরুণা আমি নহে মোর আগে॥
বুঝিবা বুড়ার ভেসে ধরিমু যে বলে।
দুই কুচ মদ্ধিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে॥
মিনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে।
না বুঝ আমার গুণ ধরিমু যে বলে॥
কাচুলি ফারিয়া তোর খসাইমু কবরি।
আমার বাড়ীতে আসি যাইতে নারে ফিরি
আচল ধরিয়া নিমু মিনাইর পুরী।
তবে সে জানিবা তুমি বিদ্ধের গাবুরালি॥
গোর্ক্ষে বলিল তবে বুকে মারি ঘাত।
না বল না বল বাপু গুরু মিননাথ॥
(মোর) স্বামী গোর্ক্ষনাথে মোরে কৈল বিহা।
বিহা করি নাথে মোরে গেলেন ছাড়িয়া॥
বিহা করি প্রভু মোরে না করিল ঘর।
তাহার উদ্দেশে আমি ভ্রমি দেশান্তর॥
শুনিয়াছি তান গুরু তুমি মচ্ছান্দর।
হেন বাক্য বল তুমি কিসের অন্তর॥
জির্ব্বাতে কামড় মারি মাথা কৈল হেট।
না চিনিয়া পাপ কৈল বচন প্রকট॥

(১) কায়ের সিদ্ধতা সম্পাদন কর; শব্দটি মাদলের ধ্বনির অনুকরণ কিন্তু গূঢ় অর্থ যুক্ত।

(২) এই চারিছত্রে কঠিন আধ্যাত্মিম তত্ত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দেহ ভগবানের গৃহ এবং অভয়প্রদ জ্ঞানের ভাণ্ডার। অভীঃ মন্ত্রের সাধকগণ সেই ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু জ্ঞানধন সংগ্রহ করার পরিবর্ত্তে তুমি সেই ভাণ্ডারকে কাম সেবা দ্বারা একেবারে খালি করিয়া ফেলিতেছ এবং শূন্য ঘর খানি লইয়া বসিয়া আছ।

কহ কহ মায় মোর গোর্ক্ষ কোন ঠাই।
কথাতে আছয়ে পুত্র দরশন নাই॥
জতিনাথে বলে বাপু চিন বা না চিন।
মুই যদি ডাকম গোর্ক্ষ আসিব অখন॥
নাছএ যে গোর্ক্ষনাথে মিনের দিকে চাই।
হাতে সান দিয়া বলে গুরুরে বুঝাই॥
মাদলে কএন্ত কথা শুন মিননাথ।
নানা ছলে বাএ নাথে মাদলে দিয়া হাত॥
চিন যদি চিন নাথ না চিন যে নাহি।
হেন বিস্মরণ হৈল ঈশ্বর মিনাই॥
জানিলাম গুরুদেব নিজ মনে ভাসি।
সকল হারাইলা গুরু কদলিতে আসি॥
তা শুনিয়া যুর্ক্তি করে কদলির সনে।
নির্ত্তকি না হএ এহি গোর্ক্ষ লয় মনে॥
মায়া করি আসিয়াছে যতী যে গোর্ক্ষাই।
ইহারে রাখিলে প্রভু লৈ জাইব ছলাই॥
যতেক কদলি কহে এক যে হইয়া।
নাটোয়া বিদায় কর প্রসাদ যে দিয়া॥
কমলায় বলে ভৈন নাটোয়া সুন্দরী।
নাটভঙ্গ করি যাও আপনার পুরী॥
যতিনাথে বলে তুমি মুর্খ (১) পাটেশ্বরী।
অধা (২) তালে নাট ভঙ্গ করিতে না পারি॥
নাচন্তি গোর্ক্ষনাথে মাদলে দিয়া ঘাত।
শিষ্যপুত্র চিন বাপু রাজা মিন নাথ॥
মিননাথে বলে যদি আমার গোর্ক্ষাই।
সৈম্ন্যে (৩) ভর করি নাচ দেখিবারে চাই॥
মিনের শুনিয়া হেন স্বরূপ বচন।
আলগ আসনে নাচ করে ততক্ষণ॥
দেখিয়া যে মিননাথে চিনে বা না চিনে।
মোর গোর্ক্ষ হৈলে জলে নাচহ অখনে॥

জলেত রাখিয়া থাল নাচ কর তুমি।
তবে এ সে গোর্ক্ষ নহন (৪) জানিবাম আমি॥
মিনের বচন শুনি গোর্ক্ষে ততক্ষণ।
জলের উপরে নাচে যেমন খঞ্জন॥
এবে সে জানিল পুত্র তুমি সে গোর্ক্ষাই।
পড়েছি কামিনীর হাতে কেমনে ছাড়াই॥
না কর না কর পুত্র আমার জর্ত্তন।
পচ্চাতে সাধিমু কাঁয়া যেই লয় মন॥
জতিনাথে বলে বাপু ভাবে দেয় মন।
তোমার দাড়ুকা (৫) কাটি করিয়া যত্তন॥
মায়াবদ্ধ হৈয়া গুরু হারাইলা জ্ঞান।
শরীর খাইলা প্রভু হারাইলা প্রাণ॥
কড়ার ভিখারী ছত্রধর হইয়া গেল।
ষোলশত যুবতী লৈয়া হইলা পাগল॥
মাগিয়া খাইব মুগী ঘরে ঘরে গিয়া।
আপনি করিলা নষ্ট আপনার কায়া॥
আপনি ডুবিলা গুরু আপনা পাসরি।
তোমার সকল বস্তু নারী লয় হরি॥
ডুবিল তোমার নৌকা কাছি গেল ছিড়ি।
বালুচড়ে ঠেকে গুরু বাহ গজগড়ি॥ (৬)
হরের বচন তোমার মনে নাই ভাএ। (৭)
যতেক সম্পদ তোমার তুলি দিলা নায়ে॥
ষোলশ রমণী লৈয়া কর রস কেলি।
আপনার তর্ত্তজ্ঞান মনে চাহ বলি॥
প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে।
আইল বন্দিয়া কিবা ফল আগে জল গেলে॥ (৮)
মূল কাটা গেলে গুরু না জিয়য়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে শুনিছ জিয়ে মাছ॥
শিকর কাটিলে গাছ ততক্ষণে মরে।
বিনি জলে নাহি জিয়ে জলের মাছ মরে॥
চলিতে খেলিতে গুরু নাহিক শকতি।
ঘার খান মুক্ত থুইয়া করিছ বসতি॥

---

(১) মুখ্য, প্রধান।

(২) অর্দ্ধ, এই পদটি হইতেই শেষে আধ, আধা আসিয়াছে।

(৩) শূন্যে। ন্য ঠিক ম্ব এরমত করিয়া পুথিতে লেখা হইয়াছে। দশম একাদশ শতাব্দীর খোদিত লিপিতে দ্বিত্ব ণ এর এই রূপই দেখা যায়। আর, একশত বৎসর পূর্ব্বেও এই রূপই প্রচলিত ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে প্রায় ১০ শতাব্দী ব্যাপিয়া ন্য এর রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(৪) হও কিনা হও! ভারী অদ্ভুত প্রয়োগ।

(৫) গ্রন্থি? দড়ি শব্দ হইতে।

(৬) তাড়াতাড়ি। দরবরি।

(৭) ঠিক ভাবে; ভাব হইতে আসিয়াছে।

(৮) এই দুই লাইন প্রায় অবিকল ভাবে ভবানী দাসের ময়নামতীর গানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোক্তদ্বার পাইয়া চোর পশিল ভাণ্ডারে।
হরিল সকল ধন কিছু নাহি ঘরে ॥
সর্ব্বধন হারাইলা কি করিলা কাজ।
অনন্ত সিদ্ধার মেলে তুমি থুইলা লাজ ॥
জ্ঞান হারাইয়া পাইলা নারীর উনমতা। (১)
আগে মিষ্ট লাগে নারি পাছে লাগে তিতা ॥
কামে পিড়ীত হইয়া ধন কৈলা ভশ। (২)
সকল বিনাস কৈলা জীবন কসাকস ॥ (৩)
আখিতে যে লোট গলে কণ্ঠে গলে পুইজ।
ভাঙ্গি গেল মেরুদাড়া হইয়া গেল গুজ ॥
পাকিল মাথার কেশ বগুলার পাখি। (৪)
ঘোরবরণ গুরু হৈল দুই য়াখি ॥
মাড়লি খাইল ঘুনে খসি পড়ে পালা।
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু পুনি নহে ভালা ॥
গোর্ক্ষের শুনিয়া গুরু এমত বচন।
ভালহি কহিলা গোর্ক্ষ লএ মোর মন ॥
করিলাম গ্রিহবাস হইলাম রাজ্যের্শ্বর।
মাথায় ধরিল আমি ধবল ছত্তর ॥
ষোলশত রমণী সেবীতে আছে নির্ত্ত।
এ হইতে যুখ কিবা আছে প্রিথিবিত ॥
জন্মিলে মরণ আছে মরিলে জনম।
পুনঃ পুনঃ গতাগতি কিবা বেসকম ॥
মাগিয়া খাইতে মোর গাএ নাহি বল।
ঠেকিল কদলি ভোলে হৈল যথান্তর ॥ (৫)
মোরগুরু মোহাদেব জগত বিদিত।
গঙ্গা গৈরী দুই নারী তাহার সহিত ॥

এহি দুই নারী লৈয়া প্রভু যুরের্শ্বর।
আনন্দে করএ কেলি দেব মহের্শ্বর ॥
তান আছে গ্রিহবাস আমি কোন হৈই।
তান মোর এক গতি যুনরে গোর্ক্ষ াই ॥
এমত কইল জদি ইর্শ্বর মিনাই।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু তোমাবে বুঝাই ॥
হর মনিস্ব নহে অনাদি নিধন।
ভাবিয়া দেখহ গুরু তুম্মি কোন জন ॥

দির্গছন্দ পটমঞ্জরি রাগ

ভাবি চাহ নিজমনে জ্ঞান পাইল হর স্থানে।
তোমাগুরু মোহাদেব হএ ॥
এক ভুকি নহে হর (১) অনাদি যে মহের্শ্বর
ভাঙ্গ ধুতুরা নিতি খাএ ॥
নারি লৈয়া করে কেলি তর্ত্তেত না যায় ভুলি
বিস্মরণ নাহিক তাহার।
একমুর্ত্তি নহে হর সর্ব্বমুর্ত্তি নিরান্তর
নানারূপে করএ আহার ॥
গরিরেত চারি চন্দ্র (২) ব্যপিত যে ছন্দবন্দ
তাহারে জানিয়া আছে হর।
আদি চন্দ্র গড়ল চন্দ্র উন্মর্ত্ত চন্দ্র নিজ চন্দ্র
এহি চারি শরীরের সার ॥

---

(১) নারীর জন্য উন্মত্ততা।
(২) পরবশ।
(৩) থাকে কিনা থাকে।
(৪) বকপাখী।
(৫) অর্থান্তর, পরিবর্ত্তিত।

(১) একভুকি এ কভুকি বলিয়াও পাঠ করা যায় কিন্তু তাহাতে অর্থ সঙ্গতি হয় না। মহেশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত তৃষ্ণা, একবার খাইয়াই তাঁহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অবসান হয় না, এই অর্থেই বোধহয় এক ভুকি শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে। মহাদেব যে মরণশীল মনুষ্যের মত ক্ষীণজীবি নহেন ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তী ছত্রে এই অর্থ আরও পরিষ্কার। মহাদেব নারী লইয়া কেলি করেন বটে, কিন্তু তিনি মহাজ্ঞান কখনও বিস্মৃত হন না।

(২) যোগ তত্ত্ব বিষয়ক এই সকল গুহ্য ইঙ্গিতের ব্যাখা দেওয়া কঠিন।

আদি চন্দ্রে করি স্থিতি নিজ চন্দ্রে সমহিতি
উন্মর্ত্তেরে করিহ সন্দান।
এহি তিন সম্বরিয়া খেপা হরে মন দিয়া
গড়ল চন্দ্র যদি করে পান॥
নিজ চন্দ্র সম্বরিয়া আপনা জে জানিয়া
তবে সে সকল রক্ষ্যা পায়।
আর গুরু চলিবার সক্তি নাহি তোমার
জীবনের না দেখি উপায়॥
আমি কহি তর্ত্ত বানি চাহ তুমি মনে ঘুনি
যদি থাকে জিবনের আশ। (১)
যুন গুরু কহি আইস উলটিয়া জোগে বৈস
সার তর্ত্ত দিছে মহেশ্বর॥
উঠ ভাব আপনা ত্রিপীনিতে দেয় থানা
থাল জোড় হইতে পসর। (২)
গোর্ক্ষের বচন শুনি মিননাথে কহে পুনি
যুন বাপু য়এ গোর্ক্ষরায়॥
হৈল মুহি বিথল গাএত নাহিক বল
কহ বাপু না দেখি উপাএ।
বিধি হইল বিরাগ কেমতে সাধিব জোগ
একুলে সেকুলে কেহ নাহি॥
চল বাপু গোর্ক্ষাই কহত সিবের ঠাহি
সংবাদ জে কহিহ বুজাই।
তোমারে দেখীয়া বাপু পাটা হৈল বুক।
মির্ত্তুকালে না দেখিল গাভুর সির্দ্ধার মুখ॥
ঝুলিখাতা নেহ বাপু আর লাউয়া লাঠি। (১)
তোমার হস্তে বাপু মুষ্ঠেক দিহ মাটি॥
মাউগা জুগি বলি বাপু না দিও জে খোটা।
অনন্ত সির্দ্ধারে বাপু তুমি কর ঝুটা॥(২)
যুনিয়া বলিল তবে জতি গোর্ক্ষাই।
এমত ভরসা দিল ঠাকুর মিনাই॥
জাহারে দিয়াছ ধন সেই হইল ধনি।
প্রাণ লৈয়া বাপু তোমার হৈল টানাটানি॥
পরেরে দিয়াছ ধন আপনে হইলা টাগা।
জিবন বদলে প্রাণ কেবা হৈব লাগা॥ (৩)
জোয়ার বহিয়া গঙ্গা পড়িয়া গেল ভাটা।
শিয়ালে কাঠাল খায় বোবের মুখে আঠা॥ (৪)
পরিশ্রম করিতে গুরু নাহি পাও স্মান (৫)।
পাখাল করিয়া দেয় নাই য়বসান (৬)॥
শোলস কদলি বাপু তোহ্মা থাকে বেড়ি।
মরা গরু যকুনে না যাএ যেন ছাড়ি॥
বড় কর্ম্ম কৈলা গুরু কদলিতে আসি।
মরণ বাঞ্চিলা তুমি জীবন বিনাসি॥

---

(১) পরবর্ত্তী এজলাইন লিপিকার প্রমাদে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(২) উঠ, জাগ, আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর, ত্রিপীনিতে যাইয়া আশ্রয় লও, প্রশস্ত হইবার পূর্ব্বেই থাল বুজাইয়া ফেল। ত্রিপীনি শব্দের অর্থ বুঝা গেল না।

(১) সন্ন্যাসী ও বৈরাগী গণের হাতে ভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য এক একটি ঝুলাইয়া রাখিবার দড়ী সংযুক্ত লাউএর খোল থাকে; তাহাই বোধ হয় লাউয়া বলিয়া এখানে উক্ত হইয়াছে।

(২) আমি কোন ছাড়, অনন্ত সিদ্ধ মণ্ডলী ও তোমার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।

(৩) টাগা মানে কি? এই দুই ছত্রের অর্থ স্পষ্ট নহে।

(৪) বোব একরকম জন্তু হইতে পারে।

(৫) বল, তৃপ্তি, বা সাহস অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

(৬) শেষ হইতে না হইতেই অবসাদগ্রস্ত ও বিকল করিয়া দেয়।

ভাল কর্ম্ম কৈলা গুরু তুমি মচন্দ্রর (১)।
কামিনীর কোল তুমি জুড়িছ বিস্তর ॥
কদলিতে মর যদি ঈশ্বর মিনাই।
ষোল শত কান্দিবেক তোমারে বিনাই ॥
কদলিতে হইব গুরু তোমার মরণ।
কেমনে এড়িয়া যাইব হইলা য়চিন ॥
কামিনীর কোল এড়ি তুমি না যাইবা।
আপনার দোষে গুরু আপনি মরিবা ॥
সুখাইল বালুচর খালে নাহি পানি।
নৌকাখানি ডুবাইল সুখুনাতে আনি ॥
দাড়ি মাঝি পলাইল নৌকা হৈল খালি।
আপনি ডুবাইলা নৌকা কি দোষ কাণ্ডারি ॥
বিঘাটে চাপাইলা নৌকা করি পরিপাটি।
খাল নাল শুখাইল পড়িয়া গেল ভাটি ॥
ধরিতে (তুমি) যে গেলা চন্দ্র আর সুরুজ্ঞ।
আবুজারে ধন দিলা করিলানা বুজ ॥
তিন তিহড়িত (২) গুরু নাহিক জননি।
প্রদিপ নিবিলে গুরু অন্ধকার জানি ॥
ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার।
ঢাঙ্গাতির হাতে ভরা সপীলা তোমার ॥
মাছের প্রহরী দিলা দারুণ জে উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ ॥
মহাতেজ কুড়ালেত সমর্পীলা তরু।
ব্যার্ঘের সমুখে তুমি সমর্পীলা গরু ॥
দরিদ্রেত থুইলা তুমি অমূল্ল রত্তন।
কাষ্ঠের উপরে জেন অগ্নির স্থাবন।
ধার্ন্নের ভাণ্ডারে যেন উন্দুর পসরি।
শ্রীকালের হাতে হেন হংস দিলা ধরি ॥
হিমানেত সমর্পীলা বিমল কমল।
জলের প্রহর যেন দিয়াছ আনল ॥

(১) মৎস্যেন্দ্র।
(২) তিন ভুবন।

সুকরের মুখে গুরু রাখিয়াছে গেজা।
মানকচু প্রহর হেন রাখিয়াছ সেজা ॥
সর্পের মুখেত গুরু ভেক সমর্পীলা।
শিশু হাতে সমর্পীয়া আছ পাকা কলা।
যে কিছু আনিছ ধন বাণির্জ্জ করিতে।
সকলি হারাইলা গুরু গেল নানাভিতে ॥
খালি হৈল ভরা গুরু দেসে পড়িল সাড়া।
ঠগ মগ লইয়া গুরু করিয়াছ পাড়া ॥
কাণ্ডারি নাহিক দড় পাতোয়ান (১) খসে।
নিতি নিতি ডাকা চুরি রাজার নাহি বৈসে ॥
দৌল ভাঙ্গিয়া গেলে খসিয়া পড়ে চুড়া।
টলিল সকল দেহা হৈয়া গেল বুড়া ॥
নানা ভেস করিয়া বাগীনি আইসে সাজি।
হরিল সকল ধন করি হার্স্য (২) বাজি ॥
সিতল বচনে গুরু ভেদিলেক অঙ্গ।
পৃথিবি ছেদিয়া গুরু রহিলেক পঙ্ক ॥
সুখাইল সরোবর মৎস্য নিল চিলে।
নিচিন্তে হারাইলা ধন কামিনীর কোলে ॥
হারাইলা গুরু তোমার যত ব্যেভহার।
দিনে দিনে খিন দেহা না চিন্তিলা সার ॥
এক গুরু দাতা তুমি অনেক জাচক।
তোমার ভাণ্ডারে ধন য়াছএ কতেক ॥
মেখলা (৩) এড়িয়া পাইলা লেপনেহালি (৪)।

(১) নৌকার তক্তা গুলিকে জোড়া দিবার জন্য এক রকম পাতলা চেপ্টা সূক্ষ্মাগ্র লৌহ খণ্ড।

(২) হাস্য।

(৩) কৌপীন অর্থে বোধ হয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) যোগেশ বাবুর শব্দকোষে নিহাল শব্দ ফারসী হইতে আগত এবং ধনবান অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া লিখিত। নিহাল ও নেহাল একই শব্দ বলিয়া বোধ হয়। নেহালি তাহা হইতে বিশেষ্য—অর্থ, ধন দৌলত।

ধারি এড়ি পাইলা উয়ারি মেহারি ॥ (১)
গুধুড়ি (২) এড়িয়া পাইলা খাসা মানিকমণি।
ধুক্ ধুককি এড়িয়া পাইলা হেম কুলমণি ॥
হৈর্ত্তকি এড়িয়া খাও কর্পূর তাম্বুল।
চিড়া খাথা এড়ি পাইলা কামিনীর কোল ॥
ছত্র এড়িয়া পাইলা এ তির কামান।
ভস্ম এড়িয়া পাইলা আগুর চন্দন ॥
সোণার পাইলা দণ্ড ভাঙ্গা লাঠি এড়ি।
রর্ত্তন কুণ্ডল পাইলা এড়ি সপ্ত কড়ি ॥
ভাঙ্গা পাত্র এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা।
রুদ্রাক্ষ এড়িয়া পাইলা রর্ত্তনের মালা ॥
হস্তী ঘোড়া পাইলা গুরু আর রার্জ্জ পাট।
গুরুর বচন ছাড়ি কৈলা নারীর ঠাট ॥
কদলির রার্জ্জ পাইয়া কর রার্জ্জ ভোগ।
কামিনীর কোল পাইলা পাসরিলা জোগ ॥
গুরুর বচন খানি না সুনিয়া বাপ।
জ্ঞান হারাইয়া হৈলা বাদিয়ার সাপ ॥
সকল জানাইলাম গুরু স্থির কর মন।
পাইবা দুর্ল্লব কায়া কৈলে নারায়ন ॥
সির্দ্ধা সবে সুনিয়া বাপু মোরে দিব গালি।
গুরুদেব মৈলে মোর মুখে চুন কালি ॥
সির্দ্ধা স (বে) কি বলিয়া প্রবোদ দিব আমি।
পড়িলাম সঙ্কটে গুরু রক্ষা কর তুমি ॥

(১) উয়ারি উদয়দ্বার বলিয়া পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মোহাড়া বা মাহাড়া অর্থ সম্মুখ ভাগ। তাই উয়ারির নিকটবর্ত্তী মেহারি শব্দ সম্মুখ দ্বার অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখ দ্বারে সাধারণতঃ ভাল হাওয়ায় বসিবার স্থান থাকে, তাই বসিবার সামান্য আসন ধারি বা চাটাইর সহিত উয়ারি ও মেহারি উপমিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-প্রান্ত-স্থিত মেহার নামক সিদ্ধিস্থান সকলেরই পরিচিত। মেহার মানে কি ?

(২) গুধুড়ি কোন সামান্য অলঙ্কার হইবে।

তোমার মরণে গুরু মোর নাহি ঠাই।
সির্ষ পুত্র রাখ বাপু ইশ্বর মিনাই ॥
চরনে পড়ম বাপু কর য়বধান।
সির্ষ পুত্রে রাখ বাপু দিয়া মান্য দান ॥
আমার বচন রাখ তোমার নাই মন।
অস্বর্ত্তের কাছে যেন করয়ে সর্পন ॥
কণ্টকে পাট ভাঙ্গি সব গেল এড়ি।
সাধু সাধু গুরুদেব ফিরিবা বাহুড়ি ॥
কায়া সাধ গুরু তুমি আমি পুত্রে বলি।
বিজয় নগরে যাই তুমি আমি চলি ॥
কহে সেন শ্যাম দাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন যে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া ॥
কেনে অহিত হৈয়া কৈলা অথান্তর।
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি জমের নাহি ডর ॥

সুই রাগ

গোর্ক্ষের বচন সুনি ইস্বর মিনাই।
সম্বুদিয়া সির্ষ পুত্র কহেন বুজাই ॥
চলিতে না পারি বাপু গাএ নাহি বল।
কেমতে জানিব আমি ইজোগ সকল ॥
মাগীয়া খাইতে নারি য়ার ঘরে ঘরে।
কদলির রাজ্য মুহি কহিল তোমারে ॥
বির্দ্ধ কালে চলিবার আর নাহি দিন।
মাগীয়া খাইতে মোর মনে লাগে ঘিন।
পাকিল মাথার কেস টলিলেক বস।
এমত কালেত মোর টুটিল সাহশ ॥
মিনের বচন সুনি কহিলা সির্দ্ধাই।
বুঝাইলে না বুজ তুহ্মি ইস্বর মিনাই ॥
ভাল কহ গুরু তুমি কিবা কহ কাজ।
অনন্ত সির্দ্ধার মেলে তুহ্মি থুইলা লাজ।
বুঝিলাম য়এ গুরু নিজ মনে বাসি।
যোগের হইলা ঠগ কদলিতে আসি ॥

জখনে য়াসিয়া জমে জখনে টাণিব॥
সেখানেত গাভূরালি আপনে জানিব॥
পড়িব তোমার কায়া না ফিরিব য়ার।
তবে সে মুছিয়া যাইব জর্ত্তন তোমার॥
আন্দেরে দর্পণ দিলে নাহি কোন ফল।
তেন মত জোগ ধর্ম্ম কহিএ সকল॥
ধেন্দের সাক্ষাতে যেন গাইন গায় গীত।
তেন মত কহি আমি তোমার বিধিত॥
মূর্খেরে অক্ষ'র দেখাইলে যেন মত।
তোমার সাক্ষাৎ জ্ঞান কহি তেন মত॥
বুঝাইলে না যুন তুমি পষুর সমান।
অমৃত তেজিয়া কর গরল ভৈক্ষ'ন॥
মিন নাথে বলে বাপু কহিএ তোমারে।
বিধির নিবন্দ কেবা খণ্ডাইতে পারে॥
জদিবা টুটএ হস্তি অঙ্কুসে না মানে।
প্রেমের ছিকল দিয়া বাগিনিএ টানে॥
সোতেতে এড়িলে গাও যথাএ গীয়া ঠেকে।
বুক ভোগ ভাল মন্দ তারে কেবা দেখে॥
হরের বচন মোর কিছু নাহি মনে।
সকল হারাইল আমি কামিনির স্থানে॥
মিনের বচন হেন যুনিয়া নির্ঘাত।
নির্স্ব'াস ছাড়িয়া তবে বলে গোক্ষ'নাথ॥
নিস্ব'াস ছাড়িয়া গোক্ষে' বলে ধিরে ধিরে।
সকল হারাইলা গুরু বাঘিনির ঘরে॥
বাঘিনি তোমার গুরু তুমি তাইর সিস্ব'।
জ্ঞানকথা যুনিতে তোমার লাগে বিষ॥
গুরু গুরু বলি ডাকি নাহি কর মন।
য়ামার বচন গুরু না কর লঙ্গন॥
অখনেহ কর বাপু জোগ দরসন।
মিলিবেক শ্রীমন্দিরে গুরু বচন॥
য়াপনা নাসিলা গুরু করিয়া গেলা হেলা।
ছাড়ি গেল জুতি রস ছাড়ি গেল কলা॥
জানিয়া গুরুর মন জতি গোক্ষ'াই।
বসিলা য়াসন করি গুরুকে বিদাই॥
বসিল য়াসন করি মিনের সমুখে।
জোগ দরসন কর দেখহ কৌতুকে॥
বুজ বুজ য়এ বাপু কায়ার জে ভেদ।
য়াপনি কহিছ কথা কভু নহে ছেদ॥
হাত নাড়ি কহে কথা আখি দিয়া ঠার।
একমনে যুণে মিনে সিন্দু জে য়পার॥
ক্ষেণেকে বালক ক্ষেণে বির্দ্ধ জতিনাথ।
ক্ষেণেকে জুবক হএ মিনের সাক্ষ্যাত॥
মারিয়া যে হাত তা'ল গুরুকে বুজাএ (১)।
মনপক্ষি মিনাথে নাসিকা বাজাএ॥
বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে।
পথরিতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে (২)।
নগরে মনির্ষ নাই ঘর চালে চালে।
অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কানে॥
হেন ভ্রম দুর হউক চেতন হউক মিন।
ঝাপ দিয়া তরিতে চাহি সাগর গহিন॥
মুখ খানি য়ানল জান জিহ্বা খানি কাল।
অমুল্ল পাটনে যার গরল নেহাল॥
উচ নিচ ভূমি খান তাতে হংসি হএ।
জবা হএ গৃহবাসী সে ভূমি চসয়॥

শ্রীরাগ

য়াহারে গুরুর নাম করহ স্মরণ॥ (ধ্রু)

প্রথম প্রহর রাত্রি আলিস্ব জে বড়।
যাহার কারণে নিদ্রা হইয়া জাএ দড়॥

(১) এই ছত্র হইতে কঠিন যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল রহস্যময় ইঙ্গিত অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য,অনধিকারীর পক্ষে ইহা হেয়ালির মত বোধ হয়।

(২) ডুবে।

ইঙ্গুলা পিঙ্গুলা দুই উজানে বান্দিয়া।
সানন্দে শুনহ ধ্বনি নির্য্যানে বসিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কাল নিদ্রাএ ভোর।
উজানের সেরে মাপি লৈয়া যায় চোর॥
উজান ভাঙ্গিয়া কর অমনা গমনা।
তবে সে রহিব গুরু অমুল্ল রর্ত্তনা।
ত্রিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা অতিশয়।
কিছু নিদ্রা না গেলে বিয়োগ হএ কাএ॥
যেই নিদ্রা সেহি কাল জানিহ নির্শ্চয়।
সিদ্ধিগুরু ভজিলে হএ আপ্ত পরিচয়॥
চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিসি য়বসেস।
ব্রহ্ম জোগে কর্ম্ম চিন্ত বসি নিজ দেশ॥
জ্ঞাননাথে কহে জোগ এ চারি প্রহর।
বান্দিয়া দশমি (১) দ্বার জোগে কর ভর॥
তর্ত্ত জানিয়া জোগ না করিয় হেলা।
পাকিছে মাথার চুল হইয়া জাইব কালা॥
চতুর্ত্ত প্রহর রাত্রি কহিলাম জ্ঞান।
দিন ভেদ কথা কহি কর অবধান॥

পয়ার ছন্দ।

শুক্রবারে বহে বারি শুসমনা জান।
গঙ্গা জমুনা জল ধরএ উজান॥
ইঙ্গুলা পীঙ্গুলা দুই সমসর জারা (২)।
মুল কমল চাপি বন্দি কর চোরা॥
সনিবারে বহে বারি শুন্যে করে স্থিতি।
পুর্ব্বে উলে (৩ ভানু পশ্চিমে জাএ অতি (৪)॥

রাজ্জিতে (৫) কর ভর হইব দরসন।
তরিবা সমন জালা জোগে দেহ মন॥
আদির্ত্য বারে বহে বারি লৈয়া আর্দ্য মুল।
মন স্থির করি ধর ত্রিপীণির (৬) কুল॥
যাপে য়াপনা লৈয়া রাখ সম করি।
নিবাইলে আনল গুরু রহিয়া জাইব ছালি॥
সমবারে বহে বারি সহ সসস্থিত।
শ্রীগোল্লার হাটের (৭) বাদ্য বাজে শুললিত॥
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাঝে নানা ধনি।
ইন্দ্রের ভোবনে জেন নাচএ নাচনি॥
মোঙ্গল বারে বহে বারি জুড়িয়া মঙ্গল।
ক্ষেমাইরে অঙ্কুস দিয়া বাজে ইসকল (৮)॥
ত্রিপীণিতে থানা দেয় কর্ম্মে দেয় তালি।
উজানে বস্ত থেলে জেন নহি কালি (৯)॥
নাপিতের সিঙ্গাএ জেন রক্ত আনে টানি (১০)।
ইন্দ্রনালে (১১) তুলে গুরু আচাবুআ (১২) পানি॥

---

(১) দশ।

(২) যাহারা সরোবরের মত স্থির-জল,—বোধ হয় এই ই অর্থ।

(৩) উদিত হয়। (৪) অস্ত।

(৫) বুঝা গেল না।

(৬) পূর্ব্বেও ত্রিপীণি শব্দটি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপীটক ও ত্রিপীণি শব্দ দুইটির ধ্বনিতে মিল আছে। দুইটি শব্দ সমানার্থবোধক নহে ত?

(৭) বুঝা গেল না।

(৮) অর্থ স্পষ্ট নহে।

(৯) কিছুই অর্থ বোধ হয় না:

(১০) পূর্ব্বকালে অস্ত্র চিকিৎসায় নাপিতের একাধিপত্য ছিল, তাহার প্রমাণ। ইংরেজ সার্জ্জন গণের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও নাপিতের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল। পল্লীগ্রামে এখনও নাপিতজাতীয় চিকিৎসকের সংখ্যা কম নহে।

(১১) জল স্তম্ভ ?

(১২) আশ্চর্য্য।

সারিহ ঝারিহ গুরু না করিহ ভএ।
সরির যুন্দর হৈব জোবন অর্ক্কএ॥
এথাতে কহিয়া গুরু কিছু নাহি ভাল।
কায়া সাধন কৈলে ফিরে জমকাল॥
এড় ছাড় অএ গুরু অমৃতের ভাণ্ড।
ক্ষেমাইরে অঙ্কুশ দিয়া হস্তিআর মুণ্ড॥
য়াপনারে স্তির কর বাউ ভর করি।
তিলেক না টুটিব তোমার আবুরালি॥
কহিতে কহিতে নাতে হাতে মারে তালি।
বিচলিত মি(ন) নাথে করে হুলা স্তলি॥
উচাট উচাট করি বোলে কর্ন্নে লাগী ১)।
যুনিয়া যে মহামন্ত্র ভ্রম গেল ভাঙ্গি॥
যুক ভোগ মিননাথের কিছু নাহি মন।
বুজিয়া পাইবা জত হরের বচন॥
স্ত্রি সব মায়া ছাড় ভাব কর সাজি।
যুকুনাতে নৌকা বাহ হইয়া সাধু মাজি॥
আলাপে বিভোল হএ কামে হএ মত্ত।
কালকোট হিতাহিত নাহিক সমস্ত॥

রাগ য়াহির

যুনি সবে সাজি আইল কদলির জুবতি।
নানা ভেস করি আইল মিনের আউতি (২)॥

কাকে করি মহাদেবী বিন্দুনাথেরে।
সকলে সাজিয়া আইসে মিনের গোচরে॥
সোলস কদলি মিলি করিয়া সমাজ।
চারিদিগে বসিল মিনেরে করি মাজ॥
সোলস কদলি মিনে দেখি একার্ত্তর।
হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মচন্দর॥
জুগীপুত্র গোর্ক্ষনাথে জ্ঞান দিল মোরে।
মনে লএ তার সঙ্গে যাইব সর্ত্তরে॥
হস্ত জোড় করি কএ যুন একমনে।
অকারণে আসিয়াছ য়ামা দরসনে॥
দেখিয়া আমারে সবে চলি যাও ঘরে।
জুগীপুত্র গোর্ক্ষনাথে জ্ঞান দিল মোরে॥
জ্ঞান পাইয়া আমার স্থির নহে মন।
ছাড়িয়া কদলি রার্জ্জ জাইমু অখন॥
জতেক আছিল ধন সব নিলা হরি।
কেনে মায়া কর সবে এবে দেয় ছাড়ি॥
কাল বহিয়া গেল জরা হইল উপস্থিত।
সক্তিহীন হৈল মোর দেখহ বিদিত॥
প্রাণ সে রাখিল মোর গোর্ক্ষ য়বধৌতে।
তিনদিনে বান্দি নিত সমনের দুতে॥
বড় রর্ক্ষা কৈল মোরে গোর্ক্ষে করি সন্দি।
রাখিতে না পারে য়ার আমা করি বন্দি॥
পুত্র গোর্ক্ষনাথে মোরে কহে বারে বারে।
এতেক চিন্তিল আসি মনের ভিতরে॥

(১) কানে লাগিয়া, অর্থাৎ কানের একেবারে নিকটে আসিয়া। 'বিশেষরূপে চেষ্টা কর' (উৎচেষ্ট) ইত্যর্থক ধ্বনি করিয়া মন্ত্র বলে।

(২) নিকট অর্থবোধক বলিয়া মনে হয়। ইহার অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ আহুতি বা আকুতি। আকুতি মানে অব্যক্ত ভাব। কাজেই আকুতি বা আহুতি, কোনটিতেই অর্থ সঙ্গতি হয় না।

সির্স পুত্র গোর্ক্ষনাথে দেখাইল তর্ত্ব।
আর না রহিব আমি তোমরা সাক্ষ্যাতে ॥
মোঙ্গলা কমলা দুই মুর্ক্ষ পাটেশ্বরি।
সোল সত সখি লইআ জায় নিজপুরি ॥
সমুদ্র সুসিয়া তোরা করিলা সুকুনা।
আর কিবা আছে মোর দিতে চাহ হানা ॥
বুজিল তোমাগ মায়া চলি জাও ঘরে।
তোমরারে দেখি মন সাত পাচ করে ॥
মালঞ্চতে পুষ্প নাহি কিদিব পোসার। (১)
সুখাইল জান্নবি জোয়ার নাহি আর ॥
জতি গোর্ক্ষনাথে মোরে দেখাইল তর্ত্ত।
সুকুনা গাছেত মোর হইয়া গেল সর্ত্ত ॥
কাম ক্রোধ লোভ মহ বন্দি কৈল নাথে।
অখনে চলিয়া জাইমু গোর্ক্ষনাথের সাথে।
কমলাএ বোলে সুন কদলি ইশ্বর।
সুনিয়া তোমার কথা লাগএ ফাফর ॥
কোন দুর্ক্ষে জাইবা তুমি গোর্ক্ষের বচনে।
পাগল করিল গোর্ক্ষে সৈন্ন লাগে মনে ॥
হেন সুখ ভোগ প্রভু প্রিথিবীতে নাহি।
কোন দুর্ক্ষে জাইবা তুমি জুগীর ভেস হই ॥

মিননাথে বোলে প্রিয়া না বোলিয় আর।
পাইবা গোর্ক্ষের সাপ হইবা ছারখার ॥
কমলাএ বোলে মোর প্রাণের ভয় নাই।
প্রাণ জাউক মোর সুনহ গোসাই ॥
লৈক্ষে লৈক্ষে হস্তি ঘোড়া তার অন্ত নাহি।
ইসকল এড়িয়া যাইবা কোন ঠাহি ॥
কারে রার্জ্জ দিয়া তুমি যাইবা দেশান্তরি।
সমপীবা কার ঠাই উআরি মেহারি ॥
সুবর্ন্নের ঘর সব রর্ত্তনের পালা।
মাণিক্য ভূসিত সব দেখিতে লাগে ভালা ॥
হিরামণি মাণিক্য জড়িত খাট পাট।
চতুর্দ্দিগে সেত নেত চামরের ঠাট।
লেপ নেহালি যত তুমি দেয় গায়।
সেত নেত চামরে কদলিএ করে বাও ॥
সিরের উপরে নবদণ্ড ছত্র ধরে।
কুটী কুটী লোকে নির্ত্ত তোমার সেবা করে ॥
আমি সব কারে দিয়া জায় জুগী হইয়া।
রার্জ্জ খণ্ড কারে দিবা নিঠুর হইয়া ॥
মুনি মুক্তা আদি জত রর্ত্তন ভাণ্ডার।
কাহাতে সপীবা প্রভু বিন্দুর কুমার ॥
আমি দুই তোমার জে মুর্ক্ষ পাটেশ্বরী।
না হএ আমার সম গঙ্গা গ্নার গৌরি ॥
মোর রূপে জিনিতে পারি এতিন ভোবন,
আমাতে (২) অধিকরূপ আছে কোন জন ॥

---

(১) উপহার বা দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পোসার শব্দটির মূল বোধ হয় প্রসার, কিন্তু প্রসার কখনও দানার্থক নহে! 'প্রসাদ' হইতেও আসিতে পারে।

(২) অপাদানে এই রূপ লক্ষ্যের যোগ্য।

আমি সব দেখিলে দেবতা মোহ জাএ।
হেন রূপ জোবন জে তোমাতে মিসাএ॥
আমি সব দেখিলে গোর্ক্ষের মন টলে।
হেন সোন (া) দ্বারে পাইলে তারে কেবা ফেলে।
হরি হর য়াদি করি দেবতা সকল।
সকল জানিয় প্রভু কামেত দুর্ব্বল॥
হাড়িপা বাখান করি সির্দ্ধার ভিতরে।
দেখিয়া নারির রূপ মুনির মন হরে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর সির্দ্ধা বিদ্যাধর।
নারি লৈয়া গৃহবাস করএ সর্ব্বর॥
চারি বেদ চৌর্দ্ধ শাস্ত্র করত বিচার।
ধর্ম্ম পন্ত ভাবি কেহ নাহি হএ পার॥
জত সব কহে গোর্ক্ষ কি বলএ ভাল।
স্ত্রি পুত্র ধন জন ভোগ কত কাল॥
মুনির্ষ জনম জান অধিক দুল্লব।
যুক তেজি কেনে চাহ করিতে লাঘব॥
কত কাল যুখ ভোগ মনির্ষ জনমে।
তাতে কেনে জুগী হইতে চাহ নিজ মনে॥
রামের জানকি জান মদনের রতি।
কৃষ্ণের নারি সৈত্যভামা তেজি নিজ পতি॥ (১)
চন্দ্রের রুহিনি কিবা পুরন্দর নারি।
রাবনের মন্দাদরি সিবের গঙ্গা গৌরি॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারি শাস্ত্রেত জে দেখী।
পৃিথিবীতে কে বা য়াছে স্ত্রি জে উপক্ষি॥
কার ঘরে না আছএ দেখএ কামিনী।
এ সকল ভাবি দেখ প্রভু সিরমণি॥
বুড়া (কা) লে যুন প্রভু কি সাধিবা কায়া।
দুর্ক্ষভোগ হৈতে যত গোর্ক্ষে করে মায়া॥

রার্জ্জপাট এড়ি কেনে হৈবা দেশান্তরি।
নিতি মনে য়াসা হইব পরে দিব করি॥
রার্জ্জ তেজি দেশান্তরি তুমি কেনে জাইবা।
ভিক্ষুক হইয়া তোমি কত মাগী খাইবা॥
তুমি রাজা পাটে বৈস আমি পাটের্শ্বরি।
আমারে তেজিয়া কেনে জাইবা দেশান্তরি॥
কায়া মনে সেবিবাম তোমার চরণে।
তুহ্মি এড়ি গেল আমি তেজিব জীবনে॥
কোটি ২ জনের জানহ তুহ্মি রাজা।
লৈর্ক্ষে ২ মুনির্ষে তোমারে করে পূজা॥
কোটি কোটি জানি হৈতে তুমি মহাজন।
কুটি কোটি লোকে খাএ তোমার বেতন॥
পরের খাইবা ভাত নিতি পরবাস।
না পাইলে না খাইবা প্রভু নিতি উপবাস॥
প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভোক।
খুধাএ না পাইলে প্রভু বড় পাইবা সোক॥
সগণ্ডা ভাজন পঞ্চাস বেঞ্জন।
পঞ্চাস্ত্রেতে প্রতিনিতি তোমার ভোজন॥
যুধা অন্ন পাইবা জে আর কচুর সাগ।
সপ্নে হ না পাইবা তুমি রাজভোগ লাগ॥
সুবর্ন্ন মন্দিরে থাক কামিনির কোলে।
খাত। পাতি সুতিবা তুমি জুগী হৈয়া গেলে॥
খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া তোমার চকি থাকে।
জুগী হইলে চকি দিব শ্রীকালে তোমাকে॥
বিচিত্র আসনে প্রভু গায় দুখাএ। (২)
ভাঙ্গা দোলা খাথা কেমনে দিবা গাএ॥
পোকে জোকে খাইবেক খাইব উলুসে।
পাইবা নানা দুর্ক্ষ কহিলাম বিসেসে॥

(১) শ্যামদাস সেনের শাস্ত্রজ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সত্যভামা নিজপতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

(২) দুঃখিত হয়, দুঃখ অনুভব করে; অথবা ব্যথা দেয়।

বিচিত্র মন্দিরে থাক নিতি বৈস খাটে।
সদর্ত্ত করিএ সেবা কদলির চাটে।
ইবলিয়া মোঙ্গলার আখির দিল সান।
সোলসত জুবতী মিঁল ধরেন জোগান॥
ভোলেত পড়িল মিন প্রেমের য়ালাপে।
জলেত পড়িলে যেন খণ্ডি যায় তাপে॥
বিন্দুনাথেরে দেঁি রাজার কোলে দিয়া।
মোঙ্গলা কমলা বৈসে রাজার বামে গিয়া॥
মায়া করি বৈসে আসি নিকটে মিনের।
অঙ্গেত লাগাইয়া অঙ্গ বিথল মনের॥
দুই নারি বৈসে দুই দিগেত চাপিয়া।
নানা মতে মায়া করি রাখএ ভুলাইয়া॥
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া বান্ধে কেশ।
দুই পায় আছাড়িয়া কামিনি করে ভেশ॥
এতেক দেখিয়া মিনে জ্ঞান নাহি পাএ।
ডাইনে ডাকিয়া গোর্ক্ষে বলে হাএ হাএ॥
এতেক জর্ত্তনে গুরু করিলাম চেতন।
মায়া পাতি জুবতিএ ভুলাইল মন॥
এত কৈয়া গুরুকে না পারি বুজাইতে।
নানা মতে না পারিল কদলি য়ামিতে।
ভোলা মিননাথ গুরু পড়িল ভোলেত।
জুবতী এড়িতে গুরুর নাহিক মনেত॥
পাগল হইল গুরু ভোলে পড়ি গেল।
জুবতী দেখিয়া বেটা য়খনে মিলিল॥
বাঘিনিরে দেখিয়া গুরুর হৈল রঙ্গ।
এ সব দেখিয়া গোর্ক্ষ হইল য়াতঙ্গ॥
মিনের চরিত্র দেখি জতিন্দ্রে গোর্ক্ষাই।
মনেত ভাবিয়া দুর্ক্ষ বলিল কিটাই॥
অতি দুর্ক্ষে বোলে নাথে গুরুরে চেতাই।
তুমি হেন পাগল যে ত্রিভুবনে নাই॥
ত্রিপুত্র লইয়া যে রহিলা এহি ঠাই।
ডুবাইলা সংসার গুরু গুমরে মিনাই॥

রমনির বচনে বচন ভালা না লাগে।
য়ামি কহি জত ইতি তোমারে ধরে রাগে।
আমার বাক্য বুনিতে যে তোমার জঞ্জাল।
সিসিরের জল সোসে হইয়া জম কাল॥
আমার বচন গুরু শুন দিয়া মন।
রমনির হাতে পড়ি হইলা অচেতন॥
দিন দুই চারী য়াছে মরিবা যে সাচা।
য়ামার বচন জ্ঞান সব তুমি মিছা।
য়খনহ শুন জদি বচন য়ামার।
পশ্চাতে না পাইবা দুর্ক্ষ মনে য়াপনার॥
দিন চারি আছে আউ নিশ্চয় জানিল।
তোমার চরিত্র আমি দেখিয়া চিনিল॥
জল যদি থাকে নৌকা বাইয়া যাইতে পারি।
দুর্ক্ষ কমিয়া নৌকা যেন কুলে তরি॥
তেনমতে কষ্ট করি গুরু বাক্য খরী।
সুজন কাণ্ডারি হৈলে ভবসিন্দু তরি॥
কিবা স্ত্রিপুত্র বাপু কিবা মিত্র জন।
এ সকল সম্পদ জান নিসির সর্পন॥
মরিলে না যাইব কেহ তোমার সংহতি।
দিনচারি কান্দিবেক যুন মহামতি॥
যেবা বস্তু লৈয়া তুমি য়াসিছ ভোবনে।
সেই সব বস্তু জান যাইবে তোমার সনে।
অবহেলা না করিয় স্থির কর মন।
জত্ন করি ধর এবে গুরুর বচন॥
পদ্মপত্রের জল যেমন করে টলমল।
তেমনত তোমার আউ জানির নির্চ্চয়॥
যেই জনে জন্ম করে চিরকাল রহে।
য়বহেলা না করিলে সর্ব্বরক্ষ্যা হএ॥
আউ না থাকিলে জান সকল য়সার।
মিছা থার্দ্ধ কাম কেনে সংসার মাঝার॥

জিবন থাকিলে সে তোমার ঘরবাড়ী।
মরিলে দুর্ল্লব প্রাণ না য়াসিব ফিরি।।
মন ঘোড়া পোবন জিন নিশ্চএ জানিয়া।
ঘোড়া বন্দ করি রাখ বাউ ভর দিয়া।।
তবে সেহি বাউ জান জাইব ছাড়িয়া।
যোগ কথা কহি বাপু সুন মন দিয়া।।
মিনে বোলে সুন বাপু পণ্ডিত গোর্ক্ষাই।
জত কথা কহ তুমি পৈত্যএ জে পাই।।
তবে কি মায়াএ মোর জড়িছে সরীর।
কামিনির মুখ দেখি চিত্ত্য নহে স্থির।।
কদলি সকল য়ামি না দেখি নয়ানে।
ক্ষেণেক রহিতে আমি না পারি নির্জ্জনে।।
য়াসনেত মন নাহি বাগিনী রাখে সান্দি।
দুই মত ভাবি মোর নহে মন বন্দি।।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু আমা ভাণ্ড কেনে।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন জনে।।
দুই মন পরিত্যাগী এক মনে ভাব।
তবে সে বুজিবা তুমি গুরুর বাক্য লাব।।
পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে। (১)
সুজন কাণ্ডারি হৈলে কি করে উথালে।।
জানিয়া না জান গুরু য়াপনে কোন জন।
বুজিয়া না বুজ গুরু কিসের কারন।।
ই বুলিয়া জতিনাথে ভাবে মনে মন।
কিরূপে সারিমু (২) মুহি গুরু অতি ধন।।

কদলির ভোলে গুরু হইল ঝর ঝর।
না ছাড়িব মায়ামোহ ভ্রমে নিরান্তর।।
মায়াদড়ি বান্ধিলেক ভোলা মচন্দর।
মায়া ছাড়ি নারে গুরু হইতে সতন্তর।।
স্থির হইতে নারে গুরু ভাবে দুই মত।
মনে মনে কৈল সার গোর্ক্ষ অবধৌত।।
এত ভাবি জতিনাতে আগে কৈল হাত (৩)।
কোল হতে লৈইলেক বিন্দু জগন্নাত।।
মিনে বোলে সুন বাপু জতি যে গোর্ক্ষাই।
পাখালিয়া আন তোমার বিন্দুনাত ভাই।।
ঝুলিখাথা মোর কাছে জায়ত এড়িয়া।
সরবর হতে আন তানে ধোয়াইয়া।।
আজি কান্দাইব মুহি কদলির মাই।
ধোয়াইয়া তাহানে মুই জানাইব বড়াই।।
বিন্দুনাতেরে মারি জানাইমু সবাক।
তবে সে জানিব গুরু সাচা হেন মোক।।
য়াছে কি না য়াছে মায়া পরক্ষি চাহিমু।
য়াপনার গুন জত বেক্ত জে করিমু।।
এত ভাবি বালক লৈয়া গেল সরবরে।
নৌখের য়াছাড়া (৪) দিয়া পেট খান চিড়ে।।
পেট ফারি বিন্দুনাতের ঝুলি নিকলিল।
ধোপার কাপড় জেন য়াছাড়িআ ধুইল।।
বিছাইয়া রৌদ্রেত দিল সৈল মৎস্য জেন।
বালক দেখিয়া কান্দে কদলির গন।।
সমুদ্র হিল্লুল জেন কান্দে হুলাস্তুলি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে জতেক কদলি।।
কান্দিতে কান্দিতে সবে মিনের ঠাহি কহে।
কান্দিয়া আকুল সব গড়াগড়ি বাহে।।
আচম্বিতে মাথে পড়িল বজ্র ঘাত।
পুত্রবধু দেখি কান্দে রাজা মিননাথ।।

---

(১) ফুটি অর্থ এখানে নিশ্চয়রূপে বুঝা যাইতেছেনা। পানিফুটি—(১) কতকখানি জল (২) জল ফেলিবার ব জল ঢুকিবার ছিদ্র। (৩) জলের স্ফুটন বা তরঙ্গ।—এই তিন অর্থ হইতে পারে; ইহার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থেই সঙ্গত অর্থবোধ হয়।

(২) রক্ষা করিব, সামলাইব।

(৩) হাত বাড়াইল।

(৪) আঁচড়।

কথাতে বিন্দুক য়ান দেখম নয়ানে।
কেমতে মারিল তাকে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে॥
সমুখে য়ানিল তাথে দেখিতে তনয়।
মুখে মুখ দিয়া কান্দে রাজা মহাসয়॥
কান্দিতে কান্দিতে মিন য়াখির বহে ধার।
কেনে হেন গোর্ক্ষনাথ কৈলা অবেভার॥
সঘর য়ধিক জান গুরু পুত্র ভাই।
হেন কর্ম্ম কৈলা কেনে গুরুকে না চাহি॥
না চাহিলা য়ামার দিগ বধিলা জে ভাই।
আমার জে জুগীকুলে জাতি বধ নাই॥
কাল রুপে আইলা গোর্ক্ষ মোর মনে লএ।
বৃর্দ্ধকালে পুত্রসোক প্রানে নাহি সয়॥
কান্দিতে কান্দিতে মিন হৈল অচেতন।
পুত্র পুত্র বোলি রাজা মুদিল নয়ন॥
সোলস কদলি কান্দে মিননাথে বেড়ি।
উচ্চস্বরে কান্দে সবে দির্গ ডাক ছাড়ি॥
পুত্র সোকে মিননাথে অচতর্ন হইল।
উর্দ্ধেসিয়া গোর্ক্ষনাথ কহিতে লাগীল।
পাথালিতে বিন্দুনাথ আজ্ঞা দিলা মোরে।
ভাল মত পাথালিলাম কান্দহ কিসেরে॥
সঙ্করের সির্স তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
মহামন্ত্র য়াহুতিআ জিয়াও তাহানে॥
পুত্রসোকে ভোর হইয়া কেনে মর তুমি।
তুমি জদি না পার জিয়াইয়া দিব য়ামি॥
তাহা মুনি মিন নাথে চিন্তিলেক মনে।
আমারে পরির্ক্ষে গোর্ক্ষে বুজিলাম ধরানে॥
সিসু য়ানি দেয় মোরে বোলে মিন রায়।
মরা সিসু য়ানি গোর্ক্ষে দিলেন্ত তথাএ॥
হাতে জল লৈয়া জেন মিননাথে পড়ে।
ভ্রম হইয়া আছে নাথে মনে নাহি স্বরে॥
য়াস্ত মন্ত্র পড়িয়া গোর্ক্ষে ছুড়ি দিল।
উঠিয়া বসিল মড়া জিবন সঞ্চরিল॥

পুত্র পাইয়া মিননাথে কোলেত লইল।
জাতি সতি গোর্ক্ষনাথ বড় বাখানিল॥
কদলি সকলে বোলে কথার রার্ক্ষস।
মায়াবন্ত মোহাসক্ত য়াজ্জিলেক জস॥
কেমন সাহস মোর পুরি কৈল দারি।
ভোলাইয়া পারে মোর প্রভু নিতে হরি॥
সোলস কদলি য়াসি মিননাথ ধরি।
মিনের চৌদিগে থাকি কদলিএ বেড়ি।
নানা মন্ত্র আউতিয়া করিব পাগল।
কিরুপে রাখিব প্রভু ভাবিল সকল॥
তা দেখিয়া গোর্ক্ষনাথে আগ্নি হেন জলে।
চন্দ্র সুর্জ্জ সাক্ষি করি জতি নাথে বোলে॥
মুখে খায় মুখে বর্চ্চ মুখে জাহ সঙ্গ।
উড়হ গগন পথে হইয়া বাদুর রঙ্গ॥
বৃক্ষ পত্র চুসি তোরা করহ আহার।
এহি শাপ দিল য়ামি শুন দুরাচার॥
বাদুর হইয়া সব কদলি গেল উড়ি।
কদলি সকল গেল মিননাথ এড়ি॥
ভোলা হইয়া য়াছে দেখ গুরু মিনরায়।
জিজ্ঞাসা করএ গোর্ক্ষে ধরি দুইপাএ॥
না ঝরিল না টুটিল রবি য়ার সসি।
এ কারণে গুরু গোসাহি তোমারে জিজ্ঞাসি॥
সুর্জ্জতাপে গুরু তোমার না সুসিল কায়।
তবে কেনে মনুরায় উড়িয়া জে জাএ॥
মনপোবন যেন হৈল তুলা মেলা।
এতেকে সে রাজহংস উড়িয়া সে গেলা॥
আস্ত য়াসনের বস্ত না করিলা ভয়।
এহি সে কারনে গুরু তোমার মির্ত্তু হয়॥
এহা সুনি মিননাতে কহেন তৎপর।
গোর্ক্ষেরে বুজায় মিনে দিয়া পৈতউর্ত্তর॥
না জাএ পরমহংস নাহি জাএ দুর।
ফিরি ফিরি আইসে হংস নিরাঞ্জনপুর॥

রাগ আহিরি

মৃদঙ্গ সবদে গোর্ক্ষে ব্রহ্ম তর্ত্ত বোলে।
গুরু ভোলাইতে গোর্ক্ষে ভালা গিত বোলে॥
গুরু গোসাঞি শিস (১) বরন দুই য়াখি।
য়রুন বরন নেত্র কি কারণে দেখি॥
আম বৈস্যা পুর্ন্নমাসি সক্রান্তি পালিয় য়ার।
ডাইন পাসে না সোয়াইয় নারি (২)॥
নাকের সোয়াসে সর্ব্বাঙ্গ যুসিব হ
সর্ব্ব দিন না জাইব ভালরূপে।
য়াবুজা নরলোকে কিছু নাহি বুজে হ
ঘরে ঘরে বাঘিনি সে পোসে॥
দিবাতে জে বাঘিনি জগত মোহনী হ
রাত্রি হৈলে সর্ব্ব অঙ্গ চুসে।
বাঘিনীর দুগ্দ ফুটি হরনি য়াউটে হ
বিড়ালে বসিয়া প্রতি হাসে॥
য়াউটিতে য়াউটিতে দুদ লাকড়িএ যুসিল হ
তেনাইল উড়িল আকাসে॥
মুড়ার উপরে গুরু ছেত্র গাছি বৈসে হ
তাথে উজাএ দাড়খীনা পুঠি॥
য়াধারের (৩) লোভে বগুলা (৪) বিমতি (৫) হ
কেটী (৬) বেজিয়া টানাটানি॥

(১) প্রদীপের শীষের ন্যায় কৃষ্ণ। গুরু গোসাঞী যে হইবে, তাহার নয়ন মসী-কৃষ্ণ অর্থাৎ সুস্থ ও প্রশান্ত হওয়া আবশ্যক। সেই নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে কেন?

(২) আহিরি রাগে ছন্দের বিশেষত্ব লক্ষ্যের যোগ্য।

(৩) চার; পাখী মৎস্য ইত্যাদির খাদ্য।

(৪) বক।

(৫) মতিচ্ছন্ন।

(৬) খেকি। পূর্ব্ববর্ত্তী আট ছত্রের অর্থ রহস্যময়।

রাগ ওপালি

খেমা করি রাখ কায়া পরম জর্ত্তনে।
হারাইলে এহি কায়া না পাইবা য়াপনে॥
রবি সসি আমবৈস্যা এ তিথি পুর্ণিমা।
প্রতিবদ অষ্টমি না জাইবা নারির সিমা॥
জত্নে পৈর্ক্ষে (১) পালিয় য়ার দসমিরে।
বাঘিনীর রূপে নারির........... ...॥
বৎসরেত বার বার মাসে একদিন।
তর্ত্ত জানিবা জদি গুরু মুখ চিন (২)॥
সন্দা পালিবা জেন মন পোবন।
মন বন্দি করি গুরু য়াথহ জিবন॥
কদাচিৎ নিজ চন্দ্র না করিহ বয়।
বার বৎসরের আউ সে দিনেত জায়॥
যুন যুন মৈছান্দর গুরু যে হইষ্ঠা (৩)।
কহিয়া দেয় সাহালের (৪) স্থিতির জে নিষ্ঠা॥
কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে জাএ।
কেমন সঞ্জগে বোল উৎপত্তি হইল কায়॥
জল কুম্ভে বাসুকি রহিছে কোন লৈর্ক্ষে (৫)।
কায়া রহিয়া আছে কহ কোন পৈর্ক্ষে॥
কোন লৈর্ক্ষে করে মন য়য়না গমন।
নিদ্রাতে চেতাএ (৬) মন য়াসি কোন জন॥
কথাএ বৈসে মন কথা এ পোবন।

(১) পক্ষ মধ্যে।

(২) সত্য কথা জানিতে চাহিলে, গুরুর মুখ চিনিয়া বাহির কর।

(৩) হইবার উপযুক্ত; কর্ম্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দ-দৃষ্টে এই শব্দটী অপূর্ব্ব প্রকারে একটী ক্রিয়াপদ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

(৪) সৎ-হালের; উন্নত অবস্থার।

(৫) অবলম্বনে।

(৬) উত্তেজিত করে; স্বপ্ন দেখায়।

কথাএ বৈসে এহি পঞ্চ প্রহৃত্তির স্থান ॥
বাদ্যের ভিতরে শব্দ কেবা করে নিতি।
কোন পীণ্ড (১) তাহার জে কোন স্থানে স্থিতি ॥
কোন প্রকারে করে বাদ্যের সবদ।
তাহার নির্ন্নএ কথা কহ বিদগদ ॥
হাসিয়া জে গোর্ক্ষনাথে করিল প্রনাম।
ভাব সির্দ্ধা তবে বোল এ জিবাম ॥
হাসিয়া বোলে মিননাথে স্নাপনার মনে।
তর্ত্ত সিদ্ধি দেখা পাএ বোলে কোন জনে ॥
ক্রোধ হৈল মিন স্নায় জোগে হইল স্নাস।
তথাতে নাহি ইষ্টদেব না কৈল প্রকাস ॥
হাসিয়া বোলিল গোর্ক্ষে তুমি কোন য়ংশ।
পরিচয় কহ মোরে জ্ঞান নহে ঢংস ॥
প্রথমে কহিবা মোরে কায়া পরিচয়।
কথা হৈতে আইসে কায়া কাহার ওদএ ॥
দ্বিতিয়াএ কহিবা গুরু ইতর্ত্ত কারণ।
স্নজপা কাহারে বোলি জপে কোন জন ॥
ত্রিতিয়াএ পঞ্চম শব্দ বাজে ঘড়িয়ালি।
কহিয়া দেয়ত মোরে হৃদএ আকুলি ॥
চতুর্থে শ্রীষ্টির জে কহত কারণ।
কহিবা সকল তর্ত্ত য়ুন মহাজন ॥
পঞ্চমে কহিবা কথা ঘন পরে তালি।
কহিয়া দেয় এহি তর্ত্ত তোমারে জে বোলি ॥
সষ্ঠমে কহিয়া দেয় প্রাণের বিচার।
কেমন মন্দিরে থাকে কি রূপ তাহার ॥
সপ্তমে কহিবা তর্ত্ত সংসারের সার।
গুরু তোমার কোন জন সিস্য তুমি কার ॥
অষ্টমেত আর কথা কহিবা অসর্ক্ষ।
জল স্নার স্নাকাস রহিছে কোন লৈর্ক্ষ ॥
নয়মেত সকল ঘরে রহে অন্তহৃর্ক্ষে।
সবার স্নাহার আছে বাউ করি ভৈর্ক্ষ ॥
দসমে নিদ্রার বুজি কেহ নাহি রহে।
দ্বিপ নিবিলে জতি কথাএ গীয়া রহে ॥
সরির বিওগে প্রাতি (নি) কথা জাইয়া রহে।
এহার পরম তর্ত্ত কহ মহাশয় ॥
একাদসে কহি য়ুন বচন বেবস্তা।
শব্দ উঠিলে ধনি রহে গীয়া কোথা ॥
দ্বাদসেত ক(হ) মোরে অপরূপ কথা।
এক রূপ দেখি মাত্র ভির্ন্ন ভির্ন্ন কথা ॥
ত্রদসে কহিয়া দেয় পরম কারণ।
নিদ্রা কাহারে বোলি জাগে কোন জন ॥
চতুর্দ্দসে কহিয়া দেয় মা বাপের স্থান।
তথনে আছিল তনু কাহার ভুবন ॥
কথাতে জমিলা তুমি কথা হইলা স্থির।
কেবা করিল তোমার এসব সরির ॥
পঞ্চদসে কহ য়ুনি জর্ম্ম জে কারণ।
কৈআ দেয় আদ্য কথা উৎপত্তি লৈর্ক্ষন ॥
সাহসে জিজ্ঞাসি কথা কহ মহাজন।
খোদসিলা কারে বোলি সেবে কোন জন।
উনবিংসে আর তর্ত্ত কহ মহাজন।
কেমন মন্দিরে থাকে কারে বোলে মন ॥
বিংসে কহ মনুরায় কথাএ স্থান স্থিতি।
কথাএ থাকিয়া আহার করে নিতি নিতি ॥
একবিংসে কহ গুরু মনের উপাএ।
য়ুগন্ধি চন্দন গন্ধ কথা থাকি পাএ ॥
দ্বাবিংসে কহিবা তর্ত্ত য়ুন গুরু রায় ॥
নিদ্রা কালে মনুরায় কোন থানে জাএ ॥
এয় গর্ব্বে স্নাচিন জন নিগর্ব্বে জাত।
কোন দেব ছিল বোল তোমার সাক্ষ্যাত ॥
চতুরবিংসে কহ কথা সুনিতে স্নাথার (সুসার ?)।
ঘরের ঘরনি মাহ পুত্র শোভা কার ॥

(১) শরীরে।

পঞ্চবিংসে য়ার তর্ত্ত কহ মহাজন।
য়ামবৈর্স্বার চন্দ্র থাকএ মিলন ॥
অষ্টবিংসে য়াহু ভেদ কহিবা নিশ্চর্এ।
জিজ্ঞাসা করম মুহি যুন মহাশয় ॥
সপ্তবিংসে আর কথা কহিয়া দেয় মোরে।
কথাএ জর্ম্ম মনুরায় কথাতে সঞ্চরে ॥
ষষ্ঠবিংসে আর কথা কহত স্বরূপ।
কেবা করএ ধর্ম্ম কেবা করে পাপ ॥
নববিংসে য়ার তর্ত্ত কহ যোহামতি।
কথাতে বৈসএ সিব কথাতে সকতি ॥
ত্রিংসে তুর্ত্ত জিজ্ঞাসিএ স্থনএ কারণ।
কাহারে বোলিএ মন কাহারে পোবন ॥
একবিংসে য়াকার জে জিজ্ঞাসি তোমাএ।
কেবা খাইবার চাহে কেবা জোগাএ ॥
কলপানা করে জদি য়নায়ার ধন।
কাহা হতে হইলেক ছাযার কারণ ॥
ছায়া হতে কায়া আইল কায়া হতে মন।
কায়া ছাড়ি সিব সক্তি আইল ততর্ক্ষণ ॥
দ্বিতিয়াএ আজপা নাম যুনএ যুসার।
সদাএ জপএ তারে গন্তি নাহি আর ॥
ত্রিতিএত-যুন পঞ্চ জিবের কারণ।
তিন কুটি টঙ্গি যেন হইল নির্ম্মান॥
সেহি টঙ্গি মৈদ্ধে বৈসে গৌর হর গৌরি।
পঞ্চ সব্দি বাদ্য ধ্বনি বাজে ঘড়ি ঘড়ি ॥
সির্দ্ধা সবে সদাএ ভাবে স্থির করি মন।
খেমাইর প্রহরি দেখ তেজিবা কারণ ॥
রবির ঘরেতে সসি রাখিবা জত্যনে।
পঞ্চ সব্দি বাদ্য বাজে যুনিবা শ্রবনে ॥
চতুর্থেত কহি যুন শ্রীঙ্গারের কারন।
সর্গ পুরি যুনি তারে যুন দিয়া মন॥
পঞ্চমে কহিব কথা নিতি পড়ে তালি।
তথনে চলিয়া জা (য়) নিজ ঘরে চুলি ॥

সষ্টমে কহিএ যুন প্রভুর বিচার।
রূপ রেক কহি তার য়াকার উকার ॥
সংসার ভরিয়া আছে রহে নিজ ঘটে।
দেখিতে না পারে প্রভু আছএ নিকটে ॥
সপ্তমে কহিব যুন গুরুর বিচার।
য়সার সংসার মৈদ্ধে গুরু মাত্র সার ॥
তিন গুন পরম কারণ মহাশয়।
তাহার সমান গুরু জানিহ নিশ্চর্য় ॥
জ্ঞানবন্তে জানিয় গুরুর সেবা মাখে।
ধন্দ ভাঙ্গি জ্ঞানপথ দেখাইব সাক্ষ্যাতে ॥
চমক পার্থরে যেন পলাদ ঘসএ।
দিপ্তিমান য়ানল জেন হেন নিকলএ ॥
তেন মতে তনু মর্দ্ধে আছে নিরাঞ্জন।
গুরু পদেত ভক্তি কর দরসন ॥
অষ্টমে কহিব স্তানের বিচার।
স্থির বাউ ভর করি করিছে সংসার ॥
নমমেত কহি যুন বাউর কারন।
যুগন্ধি ভরিয়া বাউ করিছে জিবন ॥
দসমেত কহিব দিপ নিবাহিয়া জাত্র।
পয়ান সরির স্থিতি মনেত মিসাএ ॥
সরির বিনাস ভাই ধন য়বিচার।
য়ানেনে য়ানল জলে জলেত সঞ্চার।
থাকেত মিসিব থাক রৈব মাত্র সার।
ভর্স্মছালি হৈয়া জাইব দেহা য়াপনার ॥
মন সেবিলে দড় রথ পায়েন সাল্লিতে।
তাহার উপরে হংস চয়ে নিতি নিতে ॥
পোবনে চালাএ রথ হইয়া নিঠুর।
উড়িয়া পরমহংস জাএ ব্রহ্মপুর ॥
একাদসে কহি যুন সব্দের কারন।
সব্দ পুরিয়া ধ্বনি উঠএ গগন ॥
দ্বাদসে কহিএ গুরু ঘটে নারায়ন।
মতিবুর্দ্ধি ভির্ন্ন হএ সেহিসে কারন ॥

ত্রয়দসে কহি ভাহি চৈতন্ত কারন।
কিঞ্চিত কহিভ তাই যুন দিয়া মন॥
য়াহার করিয়া ব্রহ্মা বাউ ভর করে।
উর্দ্ধবাউ ভর করি বলএ অন্তরে॥
চর্ম্মের চলন জেন লক্ষি সহসাতে।
নাড়ি সব কাপে জেন অর্শ্বতের পাতে॥
আখিতে মিলন হইয়া রহিল তুরিত।
সক্তিহিন হইয়া জেন পড়িল ভূমিত॥
সিবসক্তি চলি গেল প্রভূ দরসনে।
মনার প্রহরি মন রহিল আপনে॥
নাগনাম বাউ জেন জানহ প্রধান।
চৈতন্ত করাএ সেহি জপী মহাজ্ঞ্যান।
চতুদসে কহি তনু পরম কারন।
মাতাএ পীতাএ জখনে জেন দিল মিলন॥
জল লৌহ সরির ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
বিন্দুসাররূপ হইয়া কমল সমসর॥
জনক জননি জদি হইল মিলন।
ব্রহ্মনালে ভেদ কৈল গর্ব্বের গমন॥
পঞ্চদসে কহি যুন পরম কারন।
জেন মতে হএ সিসু জনম লর্ক্ষন॥
অগ্নি রাহু পৃথিবি হইলে এক সাত।
জলেতে জন্মিল কায়া বোলে গোর্ক্ষনাথ॥
জলতে জন্মিল কায়া মূলে হৈল স্থির।
য়াউট রাতি চন্দ্রে মোর হইল সরির॥
যুন কহি য়এ মাতা পিতার বিচার।
জার গুনে দেখি সযান (১) সংসার॥
জন্মদাতা পীতা হইল স্তনদাতা মাএ।
বিসে (ষ) ধরএ গুন যুজ(ধ)ন না জাএ॥

(১) মূলে শব্দটিকে সয়ান, সয়াল, সযান, সযাল এইরূপ পড়া যায়। কিন্তু কোনরূপেই কোন অর্থেরও আভাস পাওয়া যায় না দেখিয়া, এবং পদটিতে ছন্দপতনও আছে দেখিয়া এখানে লিপিকার প্রমাদ অনুমিত হয়।

সপ্তদসে কহিবাম শুন বিলৈর্ক্ষন।
ডিগম্বর হএ সিবে বোলে সর্ব্বজন॥
অষ্টাদসে কহি যুন রিদএ য়াকুলি।
পরম আত্মা চিনএ জে পঞ্চে মিলি॥
উন বিংসে কহিবাম মনের বিচার।
গু(রু) মোর জ্ঞান হএ সির্স্ব য়ামি তার॥
বিনন্দ মন্দির ঘরে রহে মনুরায়।
মন স্থির হইলে সে কর্ম্ম সিদ্ধি পাএ॥
বিংসতিএ কহি তর্ত্ত না ভাবির য়ান।
ঘরের ঘরিনি মন রহে সেহি স্থান॥
বিকাস উপরে মন য়াছে অনুপাম।
বসিয়া জে মনুরায় করএ বিশ্রাম॥
নয়ান জথাতে দৃষ্টি তথা মনুরায়।
সব্দ জথাতে যুনে তথা চলি জাএ॥
জথা তথা চলি জাএ আপনার যুখে।
ফিরি য়াইসে মনুরায় আখির নিমেসে॥
একবিংসে কহি যুন সংসার কারন।
সুগন্ধি চন্দন ফুটে বৈকণ্ঠ ভুবন॥
যুগন্ধি চন্দন গন্ধ ত্রিভোবনে পাএ।
সৌরবে মহিত মন ভ্রমিয়া বেড়াএ॥
দ্বাবিংসে কহিএ যুন নিদ্রার উপায়।
নিদ্রাকালে মনুরায় কাজল কোঠাএ জাএ॥
ত্রিবিংসে কহি যুন গর্ব্বের ধারন।
গর্ব্ব মৈদ্ধে ছিল দেহা হইল ত্রসন॥
সর্গ মৈর্ত্য পাতাল জে এ তিন ভোবন।
তিন ঠাই তিন দেব রহিল তখন॥
সমাদি হইল ভঙ্গ গর্ব্ব হইল পাত।
য়ন্তধ্যান হইল দেব সেহি হইল সাক্ষ্যাত॥
রজ পুজ জল মিন এহি তার চিন।
য়াখির পলকে প্রভূ কৈল রাত্রি দনি।
চতুরবিংসে কহি যুন পরম কারন।
মাও ঘরিনি পুত্র ভাবের লৈর্ক্ষন॥

সহস্র দলেত সক্তি যুন্দর কমল।
তাথে মধু পান করে বিনন্দ ভ্রোমর॥
ভোমর স্বরূপে দোগদ দেখি অনাদিনি।
মধু পানে পুত্র বুলি জগত জননি॥
ষষ্টবিংসে রাহু ভেদ পরম কারন।
সরিরান্তে বৈসে রাহু যুন মহাজন॥
সপ্তবিংসে কহি যুন বচন যুসার।
আকাসে জম্মিল প্রাণ য়াদি মন আর॥
জলে উপজিল সে জে চন্দ্রেত মিসএ।
ব্যাপীত হইয়া মন রৈয়াছে সর্ব্বদাএ॥
অষ্টবিংসে কহি সংসারের সার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহ সরির মাঝার॥
মনুর্সে করএ পাপ লিন নহে পাপ।
মন উনমর্ত্ত হএ কহিল স্বরূপ॥
নববিংসে কহি যুন তর্ত্ত মন দিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডে বৈসএ সিব পাতালে সক্তিয়া॥
ত্রিবিংসে কহি তর্ত্ত সংসারের সার।
• ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০॥
দেবের দুর্ল্লব জান মূর্ত্তির কারন॥
সিব সক্তি ভেদ জান মিলিল পোবন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ য়াপনে য়াপন॥
নববিংসে কহি চারি চন্দ্রের কারন।
য়াদি চন্দ্র জল বিন্দু গুরু(মু)খে জান॥
নিজ চন্দ্রে জানিয়া জে রহিছে পরান!
বিকাস উৎপর্ন্ন জেন মুদিত সন্দাম॥
উন্মর্ত্য চন্দ্রে জান জড়িয়াছে সর্ব্বস্থান।
গড়ল চন্দ্রের কথা যুনহ বাখান॥
ভক্ষিল গড়ল চন্দ্র য়াপে গোর্ক্ষরায়।
য়াপনে বুজিয়া চলিবা জে মনে জে না পাএ॥
মুল চন্দ্র জেই জানে তুরিতে গমন।
নিজ চন্দ্র আগে চলে পাছে চলে মন॥
পলাইবার ঠাহি জিবনের কিবা য়াশ।
কানে কহে কানাইর বাসি করিয়াছে বাস॥
কি জানি কি হইল মোরে কানাইর মুরারি।
হেন বুজি জাতি কুল লৈয়া গেল হরি॥
বিংসেত জে কহি কথা নিদ্রার কারন।
বাউ আহার জল জিবের তৈক্ষন॥
একবিংসে কহি কথা দেহার কারন।
দেহ উর্দ্ধেস যুন কথা প্রানে পীও জান॥
চতুরবিংসে কহি কথা পরম কারন।
পঞ্চে আগমন হৈলে দেহার মরন॥
পঞ্চ প্রান জখনে সরির ছাড়ি জাএ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম য়ার চারি ভাবন না জাএ॥
মন পরিচয় জান মায়া মোহ টুটে!
য়াত্মা পরিচয় হৈলে লাগে বড় ঝুটে॥
পরম আত্মা পরিচয় না হএ সেহি কায়া আন্দা।
পরম আত্মা পরিচয় বিসম জে ধান্দা॥
পঞ্চবিংসে কহি যুন সরিরের সার।
গনিয়া না পয়স্তি গুরু এহার বিচার॥
নাসিকাতে বল বাউ বৈসে জ্ঞান ধর্ম্মে।
বুজিয়া না বুজে গুরু অখণ্ড যে কর্ম্মে॥
সপ্তবিংসে কহি যুন ভাই মনের বিচার।
য়সার সংসার মর্দ্ধে এহি মাত্র সার॥
পুব্বদিন হইল তার য়াসমান জমিন।
হাড় মাংস খাইল তার নিঠুর পোবন॥
ছাড় ছাড় আরে ভাই পুর্ব্বকুল য়াস।
পশ্চিমকুলে রহিয়াছে নিচিন্তে সোঁশ॥
উর্দ্ধ য়ানন য়ার করি মুষ্ট ভার।
জদিবা জিবা জম দড় করিয়া ধর॥
কানর্খা মুলেত জান নিরাঞ্জন বৈসে।
ভির্ন্ন য়াদেস কর জেন স্বামি পাসে॥
নববিংসে কহি চারি চন্দ্রের কারন।
আদিচন্দ্র গুরুমুখে জলবিন্দু জান॥
নিজ চন্দ্র আগে চলে তার পাছে মন।

উন্মর্ত্ত চন্দ্রের কথা সুনহ লৈক্ষ্ন ॥
উনমাদ চন্দ্র য়াছে সরির ভিতর।
গড়ল চন্দ্র সঙ্গে চলে হইয়া একাতর ॥
অম্ব চন্দ্র সেসে চলে ধর্ম্ম উর্দ্ধে ভর।
চন্দ্র বাহির হইলে পড়ি রহে ধন ॥
কালান্ত লৈক্ষ্ন কহি যুনহ বিসেস।
নিদ্রাকালে মির্ত্তুরূপ জানিহ বিসেস ॥
নাভিতে জালিয়া দীয়া যুন্যের পুথলি।
কমরে ধরিয়া তোলে গগন মণ্ডলি ॥
এক মন হইয়া ছায়া করে নিরক্ষন।
মুণ্ড না দেখিলে হএ অবস্ব মরন ॥
কর্ন্নেত অঙ্গুলি দিলে সব্দ নাহি যুনএ।
সপ্ত দিবসেত মিত্তু জানিয় নিশ্চর্য় ॥
সব্দ ঘরে চির্ত্য দিয়া চিনে জেই জন।
সব্দ স্থির হইলে তার মরন তখন ॥
হাত নিরক্ষি জে না দেখে জেই জন।
একাদশ দিবসে পরে তাহার ম(রে)ন ॥
নানা জন্ত্র জেই জনে নিরক্ষন করে।
না দেখিলে ভানুছায়া সেহি ক্ষনে মরে।
বাম অঙ্গু দিয়া জদি অঙ্গুলি না পাএ।
তৃতীয় দিবসে মির্ত্তু খণ্ডান না জাএ ॥
এ (কে) কালে দুইপদ হয় ভগ্নবত।
নাসিকা চাপীলে বিন্দু না হএ বেকত ॥
গ্রিসে তন্থু আকর্স্বাত হএ যুর্ন্নকার।
যুক্ত না থাকিলে আকর্স্বাত হএ যুন্যকার ॥
আগে ক্রোধ না থাকিলে পাছে ক্রোধ মন।
নিত্য ভ্রম হএ সেহি পায় সর্ব্বক্ষ্ন ॥
গৃধিণি সকুনি আসি সপ্নে মাস খাএ।
ওট সারস গাধা সর্পে দেখা পাএ ॥
কাছে কেহ না থাকে মুনির্স্ব সঙ্গ পাএ।
না দেখএ ব্রর্হ্ম জুতি দ্রসন যুথাএ ॥
আপনার ছায়া চাহিয়া গগন পানে চাহে।
আপনার সনে জদি পুরুস দেখ এ ॥
সর্ব্ব সির্দ্ধি তাহার জে জানিয় নিশ্চর্য়ে।
এহি সব সার কথা তর্ন্তেত বুজাত্র ॥
তাড়ক মোণ্ডলে জার না হএ বেকত।
চন্দ্ররেখা না দেখে না দেখে মহাপত ॥
দুই আঙ্গুলি চাপিলে এতিন অঙ্গুলি।
ভূমি মৈর্দ্ধে না দেখে আদি চান্দের আহলি ॥
নাসিকা না দেখে জদি নতুবা করএ।
শ্রিংহার করিতে ঘণ্ডার নাদ যুনএ ॥
দিবাতে গগনে জদি হয় উল্কা পাত।
কেহ গাত্র ঘুমি জদি পরে অকর্স্বাত ॥
দিবাতে সিত করে রাত্রিতে উমাএ।
মাসেক বিলম্বে তার মরন নিশ্চর্এ ॥
এককালে নাভি দেস সদাএ কাপএ।
চলিলে কন্যের লতি মির্ত্তু যোগ হএ ॥
দুই পদ একালে তরিতে লুকাত্র।
সে দিবসে মির্ত্তু জাণিবা নির্চ্চএ ॥
এক মাস থাকিতে দুই চান্দ নাহি দেখী।
থাকিতে এগার মাস ঘোর হেন দেখী ॥
দমাসে যোমরাএ মাপিএ কমল।
নব মাসে লয় করে কমল সতদল ॥
অষ্ট মাসে অনাদিএ নিজ গৃহ ছাড়ে।
সপ্ত মাসেত পায় পথেত পিছলে ॥
পঞ্চমাস থাকিতে পাণ্ডব না হএ দেখা।
চারি মাস থাকিতে গগনে বহ্নি রেখা ॥
দশ দিনে সরিরের হএ টানাটানি।
নবদিনে নবদ্বার হএ জানা জানি ॥
ছএ দিনে ছএ রিতু হএ একাশ্বর।
পঞ্চদিনে পড়এ জে করে কড়মড় ॥
চারিদিন থাকিতে নাসাএ না পায় সুরে।
তিন দিন থাকিতে যে হংসা হংসি চরে ॥

দুই দিন থাকিতে চারি চন্দ্র কাজাগে (১) বৈসে।
একদিন থাকিতে সমন নিকটে আসি বৈসে ॥
উড়িল কদলি সব স্নূন্য হইল পুরি।
গোর্ক্ষনাথে বোলে গুরু ছাড় এহি পুরি ॥
(ছ) লেতে কহিয়া তবে হরের বচন।
ভ্রম ভাঙ্গি মিন নাথে গেল ততর্ক্ষন ॥
সপ্ন হতে মিন যেন উঠিল জাগীয়া।
য়াসনে বসিল মিনে সপ্ন ভঙ্গ হৈয়া ॥
গোর্ক্ষনাথে কৈল তবে আসনেত মন।
বিন্দুনাথেরে কৈল মন্ত্র আউতন ॥
এহি মতে তিন জনে চলিল সর্ত্তর।
কদলি তেজিয়া গেল বিজয়ানগর ॥
জ্ঞান সাদে মিননাথে বসিল ধ্যায়ানে।
অঙ্গে তঙ্গে তালি দিয়া এহিমত জ্ঞানে ॥
জতেক হরের বাক্য সকল স্বঁরিলা।
ভাবিতে চিন্তিতে পত সব উর্দ্ধেসিলা ॥
পুরান জুগিএ জদি জোগে কৈল মন।
ক্রেমে ক্রেমে জত জুগি কৈল উপাসন ॥
গোর্ক্ষের বচনে মিন স্থির কৈল কায়া।
মহাজ্ঞান পাইয়া মিন দুর কৈল মায়া ॥
সেন সাম দাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।
য়ানন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ॥
মনেত ভাবিয়া গুরু য়সেস বিসশ।
জেই দিগে মন করে সেহি দিগে রস ॥

ইতি সন ১২২৪, মাহে ২৮ চৈত্র
মোকাম ভানি ॥ সর্ক্ষরমিদং জথা দৃষ্টিতং তথা লিখীতং
লেথক শ্রীতনুরাম দেব দাষ সদাএ গুরুপদে য়াস ॥

---

(১) কোজাগরে।